ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 24 August 2021 ■ আগরতলা ২৪ আগস্ট, ২০২১ ইং ■ ৭ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অক্টোবরেই চরম আকার নেবে কোভিডের তৃতীয় ঢেউ সতর্ক করল এনআইডিএম

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট।। অক্টোবরেই কোভিডের তৃতীয় ঢেউ শিখর ছুঁতে পারে। এই বার প্রাপ্তবয়স্কদের পাশাপাশি শিশুদের মধ্যে সংক্রমণ ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশ মেনে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে গঠিত বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি রিপোর্ট দিয়ে জানাল এ কথা। রিপোর্টে বলা হল, দেশে ইতিমধ্যেই আছড়ে পড়েছে কোভিডের তৃতীয় ঢেউ। জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহ থেকে দেশে 'আর ভ্যালু' ১-এর উপর উঠে গিয়েছে। প্রসঙ্গত, এক জন সংক্রমিতের থেকে কত জন আক্রান্ত হচ্ছেন, তা বোঝানো হয় এই 'আর ভ্যালু' দিয়ে।

কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ের 'ভুল' থেকে শিক্ষা নিয়ে যাতে আরও সতর্ক হয়ে আসন্ন ঢেউয়ের মোকাবিলা করা হয়, তার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে জমা দেওয়া ওই রিপোর্ট বলছে, তৃতীয় ঢেউয়ের সময়ে বিপুল সংখ্যক শিশু সংক্রমিত হলে তাদের চিকিৎসার জন্য যত সংখ্যক চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসার সরঞ্জাম এবং পরিকাঠামো প্রয়োজন, তা নেই দেশে। এই বিষয়টির দিকে বিশেষ ভাবে নজর দেওয়া পরামর্শ দিয়েছে বিশেষজ্ঞদের ওই কমিটি।

এই রিপোর্ট সামনে আসতেই উদ্বেগ ছড়িয়েছে বিশেষজ্ঞদের একাংশের মধ্যে। কারণ, অক্টোবর থেকেই বাংলায় পুজোর মরশুম শুরু হচ্ছে। তার মধ্যেই কোভিডের তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়া এবং তা শিখর ছোঁয়ায় পরিস্থিতি কোন দিকে গড়াবে, তা নিয়ে আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

গাণিতিক মডেলের উপর নির্ভর করে সম্প্রতি আইআইটি-র একটি গবেষণাও জানিয়েছিল, অক্টোবরেই দেশে চরম আকার নিতে পারে কোভিডের তৃতীয় ঢেউ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে তৈরি বিশেষজ্ঞদের কমিটিও ওই গবেষণাতেই সিলমোহর দিল।

কোভিডের তৃতীয় ঢেউ নিয়ে পূর্বাভাস ছিল আগেই। সেই ঢেউয়ে শিশুদের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। সদ্য প্রকাশিত কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্টেও এই আশঙ্কার কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে যে শিশুদের কো-মর্বিডিটি রয়েছে, তাদের চিন্তার কারণ বেশি বলে দাবি করা হয়েছে ওই রিপোর্টে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী কোভিড আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি শিশুদের মধ্যে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশেরই কো-মর্বিডিটি থাকে। কিন্তু বাকি শিশুরা কতটা সুরক্ষিত কোভিডের তৃতীয় ঢেউয়ে? বিশেষজ্ঞেরা মনে করছেন, আগের দুই ঢেউয়ের থেকে তৃতীয় তরঙ্গে শিশুদের বেশি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও শুধুমাত্র শিশুরাই আক্রান্ত হবে, এমনটা ভাবা ঠিক নয়।

জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী, তৃতীয় ঢেউয়ে শিশুদের নিয়ে আতঙ্কিত না হলেও চিন্তা বৃদ্ধির বেশ কিছু কারণ রয়েছে। দেশে এখনও শিশুদের টিকাকরণ শুরু হয়নি। তাই ছোটদের কোভিড-আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। অন্য দিকে, শিশুরা কোভিড-আক্রান্ত হলে তার চিকিৎসা ব্যবস্থা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তালিবানী হুমকির বিরুদ্ধে জেহাদ মলয় ঘটকের বঙ্গের চিত্র তুলে তৃণমূলকে ঝামা ঘষল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। তালিবানি কায়দায় হুমকি দিয়ে ত্রিপুরায় তৃণমূলকে ঠেকানো যাবে না। পরিবর্তন এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী মলয় ঘটকের হুশিয়ারির কড়া জবাব দিয়েছেন বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। তিনি চাঁচাছোলা ভাষায় সতর্ক করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের শাসনের মানুষের করুণ অবস্থা সম্পর্কে ত্রিপুরাবাসী অবগত আছেন। তাই, মলয় বাবু যে ভাইরাস নিয়ে ত্রিপুরায় ঢুকতে চাইছেন, তা আটকানো ভীষণ জরুরি হয়ে পড়েছে।

মলয় ঘটক (তৃণমূল)

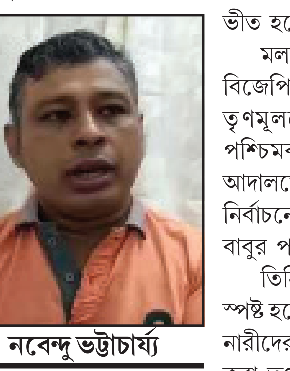
নবেন্দু ভট্টাচার্য্য

আজ মলয় ঘটক বলেন, বিজেপি নেতারা তৃণমূলের নেতাদের তালিবানি কায়দায় হাড় ভেঙ্গে দেওয়ার হুশিয়ারী দিয়েছেন। তাঁদের সতর্ক করতে চাই, ভয় দেখিয়ে তৃণমূলকে রুখা যাবে না। ২০২৩ সালে নিশ্চিত এই সরকার থাকবে না। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় পরিবর্তন এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের বাম শাসনকে সরানো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। তাই, বিজেপি ভীত হয়ে তৃণমূল কর্মীদের ভয় দেখাচ্ছে।

মলয় ঘটকের বক্তব্যে চাঁচাছোলা ভাষায় জবাব দিয়েছেন বিজেপি প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। তাঁর সাফ কথা, তৃণমূলকে ত্রিপুরায় ঢুকতে আটকাতেই হবে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে যে কায়দায় তৃণমূল শাসন চালিয়েছে, উচ্চ আদালতের রায়ে তা আরও স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর কটাক্ষ, নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের রায় মলয় বাবুর পড়ে দেখা উচিত।

তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের শাসন মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। কলকাতা শহরের বুকে সল্ট লেক এলাকায় নারীদের ইজ্জত লুণ্ঠন হচ্ছে। তাই, মলয় বাবুদের আমদানি করা তৃণমূলের ভাইরাস ত্রিপুরায় ঢুকতে দেওয়া যাবে না। তাঁদের আটকাতে হবেই, সুর চড়িয়ে বলেন তিনি।

অটোর হুড ছিড়ে ফেলা নিয়ে বচসা, চালককে পিটিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। অটোর হুড ছিড়ে ফেলা নিয়ে বচসার জেরে এক যুবককে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। ওই খুনের ঘটনায় দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অপর এক অভিযুক্ত পলাতক। ধৃত দুই যুবককে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত।

এনসিসি এসডিপিও প্রিয়া মাধুরী মজুমদার জানিয়েছেন, অটোর হুড ছিড়ে ফেলায় চালক লক্ষণের গোপের(৩৬) সাথে তার প্রতিবেশী তিন যুবক সুশান্ত বিশ্বাস, সুবল বিশ্বাস এবং চন্দন সরকারের বচসা হয়েছিল। তাঁরা এয়ারপোর্ট থানাধীন অনঙ্গনগর এলাকার বাসিন্দা। তিনি বলেন, বচসাকে ঘিরে গতকাল সন্ধ্যায় লক্ষণ গোপকে বাড়িতে ঢুকে তিন যুবক মিলে কাঠ দিয়ে পিটিয়ে খুন করেছে। ওই সময় তাঁর বাড়িতে কেউ ছিলেন না। তাঁর মা বাড়িতে ফিরে দেখেন ছেলে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পরে রয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল। কিন্ত, পুলিশ গিয়ে তাঁকে মৃত অবস্থায় পেয়েছে।

তিনি জানান, ওই ঘটনায় তাঁর প্রতিবেশী দুই যুবককে গতকাল রাতেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অপর অভিযুক্ত বর্তমানে পলাতক রয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনলাইন পরীক্ষার দাবীতে আগরতলায় শিক্ষা ভবনে আন্দোলন সংগঠিত করেছে। ছবি নিজস্ব।

তিপ্রা মথাকে তুলোধুনী করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। ত্রিপুরায় এই প্রথম তিপ্রাসা অন্য তিপ্রাসাদের উপর অত্যাচার করছেন। এডিসি নির্বাচনোত্তর তিপরা মথার সমর্থকদের সন্ত্রাসের ঘটনায় বিরক্ত কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ রাষ্ট্র মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক আজ এ-কথা বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর কটাক্ষ, তিপ্রাল্যান্ড, গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দোহাই দিয়ে কে কতো বড় ধোকাবাজি করতে পারে তার লক্ষণ এডিসি-তে দেখা যাচ্ছে। আজ তিনি নাম না করে তিপ্রা মথা-কে ধুয়েছেন। সাথে তৃণমূলকে নিশানা করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে শাসনের নমুনা সকলেই দেখছেন। সংসদেও তাঁদের নোংরামি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

আজ আগরতলায় বিজেপি মহিলা মোর্চার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিককে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছে। ওই সম্বর্ধনা সভায় তিনি ত্রিপুরার সমস্ত মহিলাদের অতন্দ্র প্রহরীর মতো ২০২৩ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ৬০ আসনে জয় সুনিশ্চিত করার আওয়াজ তুলেছেন। এদিন তিনি বলেন, জন আশীর্বাদ যাত্রায় যুব ও মহিলা মোর্চা ত্রিপুরায় বিজেপির শক্তি দেখিয়ে দিয়েছেন।

তাঁর কথায়, আমরা কখনো ভাবিনি ত্রিপুরা থেকেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ঠাই হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছেন। তিনি বিদ্রুপ করে বলেন, অতীতে স্বপ্ন দেখার জন্য পার্টি অফিসের অনুমতির প্রয়োজন হতো। তাই, ত্রিপুরায় মানুষ স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্য আবারও আমরা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি। তিনি জোর গলায়, প্রতি ঘরে রোজগার পৌছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূরণ হবে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে রোজগার নিশ্চিত করা হবে।

এদিন তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, এখন অনেকেই পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে আসেন। অথচ, ২৫ বছর পরিবর্তন করার মতো ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাত সকালে যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার বিশালগড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। সাত সকালের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন হরিশ নগর চা বাগান এলাকায়। মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার সকাল ৬টা নাগাদ ভুবন তাতি নামে এক ব্যক্তি বাড়ি থেকে কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়।

বাড়ি থেকে প্রায় ১০০ মিটার দূরে সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ চা বাগানের একটি গাছে ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পায় পথচলতি জনগণ। পথ চলতি মানুষ খবর পাঠায় বাড়ির লোকজনের কাছে। বাড়ির লোকজন এসে দেখতে পায় ভূবন তাতি একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। খবর পাঠানো হয় বিশালগড় থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনলাইন পরীক্ষার দাবীতে আন্দোলনে শামিল হল ডায়েটে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। ডায়েটে পাঠরত ছাত্র ছাত্রীরা অনলাইন পরীক্ষার দাবিতে সোমবার শিক্ষা ভবন ঘেরাও করে প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হয়। ডায়েটে পাঠরত ডিলেট ছাত্র-ছাত্রীরা অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে। কর্তৃপক্ষ অফলাইনে পরীক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছেন। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি বিবেচনা করে অফলাইনে পরীক্ষা না নিয়ে অনলাইনে দ্রুত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে তাঁরা দাবি জানিয়েছেন।

সোমবার আগরতলা, কুমারঘাট ,কাকড়াবন, কমলপুর ডায়েটের ছাত্র-ছাত্রী এবং ভবনস ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার অফিসের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হন। আন্দোলনরত ছাত্র ছাত্রীরা জানায় বেশ কিছুদিন ধরেই তাদের অন অনলাইনে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য তারা দাবি জানিয়ে আসছেন। এত কর্তৃপক্ষ অফলাইনে পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। করোনা পরিস্থিতিতে অফলাইনে পরীক্ষা গ্রহণ করা হলে পরীক্ষার্থীদের করুণা আক্রান্ত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তারা বলেন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদসহ সর্বত্রই পরীক্ষা না নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পাশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গুলিও অনলাইনে দেওয়া হচ্ছে।

সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে ডায়েট পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা অনলাইনে গ্রহণ করার জন্য তারা দাবি জানিয়েছেন। এসব দাবি নিয়ে তারা উচ্চ শিক্ষা দপ্তর শিক্ষামন্ত্রীসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের কাছে একাধিকবার স্মারকলিপি প্রেরণ করেছেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত এ ব্যাপারে ইতিবাচক কোনো সাড়া না পাওয়ায় তারা প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।

তারা আরও জানান আগামী উনিশে সেপ্টেম্বরে টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অনলাইন পরীক্ষা গ্রহণ করে ডিলেট ছাত্র-ছাত্রীদের ফলাফল ঘোষণা করা হলে তারা টেট পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবে। অন্যথায় তাদের এক বছর সময় পিছিয়ে যাবে বলেও উল্লেখ করেন। উচ্চ শিক্ষা দপ্তর এবং রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে তারা আশা ব্যক্ত করেছেন।

বাংলাদেশে হিন্দুরা আক্রান্ত, আগরতলায় সহকারি হাইকমিশনে দেয়া হল ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা এবং হিন্দু মন্দির ভাংচুরের প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার আগরতলায় অবস্থিত বাংলাদেশের সহকারি হাই কমিশনারের অফিসে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। গত ৭ আগস্ট বাংলাদেশের খুলনা জেলায় মৌলবাদীরা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর এবং হিন্দু মন্দিরে হামলা ভাঙচুর চালিয়েছে।

তাতে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন এর মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে বসবাসকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন তাতে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তফসিলি ফেডারেশনের পক্ষ থেকে সোমবার আগরতলায় বাংলাদেশের সহকারি হাই কমিশনারের অফিসে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের সহকারি হাইকমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান বাংলাদেশের সহকারি হাইকমিশনার বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই হামলায় জড়িত কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

বাংলাদেশের সহকারি হাইকমিশনার বাংলাদেশ সরকারের উদ্দেশ্যে প্রদেয় স্মারকলিপি বাংলাদেশ সরকারের কাছে পৌঁছে দেবেন বলেও প্রতিনিধিদলকে আশ্বস্ত করেছেন।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে নাম উঠল আমবাসার সম্রাট বসাকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। একটানা ৫৫ মিনিট ২৭ সেকেন্ড শঙ্খ ধ্বনি দিয়ে বাজিমাত করল ধলাই জেলার আমবাসা নেহেরু যুব কেন্দ্রের স্বেচ্ছা সেবক সম্রাট বসাক। একটানা ৫৫ মিনিট ২৭ সেকেন্ড শঙ্খ ধ্বনি দিয়ে নাম নথিভূক্ত হয়ে গেল ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে।

আমবাসা নেহেরু যুব কেন্দ্রের স্বেচ্ছাসেবক সম্রাট বসাক গত পয়লা আগস্ট একটানা ৫৫ মিনিট ২৭ সেকেন্ড শঙ্খ ধ্বনি রেকর্ড করে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠায়। পরবর্তী সময় কতৃপক্ষ অনলাইন ভিডিও কলের মাধ্যমে সেটা পুনরায় যাচাই করেন এবং ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডে সম্রাট বসাকের নাম নথিভূক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। গত রবিবার দিল্লি থেকে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ড কর্তৃপক্ষ সম্রাট বসাকের জন্য তার নাম নথিভুক্ত হওয়ার সার্টিফিকেট, বই, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাবার করা হচ্ছে বনাঞ্চল পাচারকালে বিস্তর পরিমাণ কাঠ বাজায়েপ্ত করল বনকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ আগস্ট।। বন বাঁচানোর মন্ত্রকে বনদপ্তর কর্মীরা চেরাই গাছ সহ কাটা কাছের লোক উদ্ধার করে কি বন রক্ষা করা যায়? বনদপ্তর এর কর্মীরা ঐসকল উদ্ধার করে বনকে বাঁচানোর যে অঙ্গীকার নিয়েছে তাতে কি বনকে রক্ষা করা যাবে প্রশ্নটা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের। তবে বনদপ্তর এর কর্মীরা

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের কর্মীরা সোমবার ভোর ৫টা নাগাদ অভিযান চালিয়ে একটি চার চাকা মাল বাহী অটো গাড়ি সহ প্রচুর পরিমাণ বনের বহু মূল্যবান অবৈধ চেরাই কাঠ উদ্ধার করল। ঘটনা তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের অধীন দাও ছড়া স্থিত রাবার বাগান এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় একটি অটো গাড়ি উত্তর মহারানী এলাকার গভীর বনাঞ্চলে প্রবেশ করে রাতের অন্ধকারে অবৈধ চেরাই কাঠ গাড়িতে লোডিং করার জন্য। এই খবরের ভিক্তিতে তেলিয়ামুড়া বনদপ্তরের কর্মীরা সোমবার ভোরে দাও ছড়া এলাকায় উৎপেতে বসে থাকে বনকর্মীরা।

পরে প্রত্যক্ষ করে অবৈধ কাঠ বোঝাই অটো গাড়িটি আসছে পড়ে বনকর্মীরা গাড়িটির পিছু দাওয়া করে এবং দাও ছড়া স্থিত একটি রাবার বাগান এলাকায় এসে বনকর্মীরা গাড়িটি আটক করে। পড়ে বন দপ্তরের কর্মীরা অবৈধ কাঠ বোঝাই গাড়িটি তেলিয়ামুড়া স্থিত গামাই বাড়ি ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসে নিয়ে আসেন। জানা যায় গাড়িতে থাকা অবৈধ চেরাই কাঠ সহ গাড়ির বাজার মূল্য প্রায় আনুমানিক সাড়ে তিন লক্ষাধিক টাকা। এদিকে ওই এলাকাটি ঘন বনাঞ্চল হওয়ার ফলে অবৈধ কাঠ বোঝাই গাড়িতে থাকা চালক ও সহ চালক ঘন বনাঞ্চলের দিকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় এমনটাই তেলিয়ামুড়া বনদপ্তর অফিস সূত্রে খবর।

খেলার ছলে ডান হাত খোয়াল স্কুলছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। গোমতী জেলার উদয়পুরের মহারানী এলাকায় ইটভাট্টায় খেলার ছলে ডান হাত খোয়ালো চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র সুরেশ জমাতিয়া। খেলা করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একটি হাত খোয়া গেল এক বালকের।ঘটনা উদয়পুর মহারানী এলাকায়। জানা গেছে ২৩ শে মে ওই ইটভাট্টার পার্শবর্তী বাড়ির চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র সুরেশ জমাতিয়া খেলতে গিয়ে ইট ভাট্টার মধ্যে মাটির স্পূপের উপরে উঠে যায়।

সেই মাটির স্তুপ থেকে ১ মিটার উপরে ছিল বিদ্যুৎ এর হাই ভোল্টেজ পরিবাহি তার। বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের মধ্যেই ওই কিশোরের ডান হাত লেগে যায়। এতে ডানহাত ভীষণভাবে বিদ্যুতের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এ ব্যাপারে ওই ছেলেটির বাবা বিষ্ণু জমাতিয়া মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়ের কাছে বিচার প্রার্থী হয়েছেন। বিষ্ণু জমাতিয়া কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মরত। মহকুমা শাসক আদেশ দেন আগে ছেলেটির উন্নত চিকিৎসার জন্য। আইএলএস হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গেলে সেখানে তার ডান হাত কাটা যায়। দুদিনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুলগুলিতে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পঠন-পাঠন শুরু হচ্ছে কাল থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। করোনার প্রকোপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে ত্রিপুরায়। ফলে, রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে বিদ্যালয়গুলিতে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আগামী ২৫ আগস্ট থেকে পঠন-পাঠন শুরু হচ্ছে। এক্ষেত্রে পঠন-পাঠনে বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষের অভাব হলে দুই ধাপে ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ জারি হয়েছে। ইতিপূর্বে, আগামী ২৫ আগস্ট থেকে সমস্ত মহাবিদ্যালয়গুলিতেও পঠন-পাঠন শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরার শিক্ষা দফতর।

বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা আজ এ-বিষয়ে এক আদেশ জারি করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, ত্রিপুরায় করোনা সংক্রমণের হার নিম্নমুখী এবং ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনায় ভীষণ ব্যাঘাত ঘটছে, তাই রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে বিদ্যালয়গুলিতে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পঠন-পাঠন চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর। এক্ষেত্রে কোভিড বিধি অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে। টিটিএএডিসি সহ রাজ্যের সরকারী, সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত এবং বেসরকারী ও মাদ্রাসার জন্য ওই আদেশ প্রযোজ্য হবে।

আদেশানুসারে, যে বিদ্যালয়গুলি এক বেলা পঠন-পাঠনের সুযোগ রয়েছে, সেখানে পর্যাপ্ত শ্রেণীকক্ষের ঘাটতি হলে দুই ধাপে ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথম ধাপে সকাল ৮টা থেকে ১১টা এবং দ্বিতীয় ধাপে দুপুর ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত পঠন-পাঠন হবে। যে বিদ্যালয়ে দুই বেলা পঠন-পাঠনের সুযোগ রয়েছে সেখানে রোস্টার মেনে অর্ধেক ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকবে। বাকি অর্ধেক তার পরদিন বিদ্যালয়ে আসবে। তবে, ১০০ শতাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতি অবশ্যই থাকবে হবে।

এদিকে, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন স্থগিত থাকে ওই শিক্ষক-শিক্ষিকারা ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেনীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে নতুন দীশা প্রকল্পের প্রচার করবেন। অন্যদিকে, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের কোভিড বিধি সুনিশ্চিত করতে হবে। তাতে, মাস্ক পরা, সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা সমস্ত কিছুই বাধ্যতামূলক থাকবে। এছাড়া, জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের সমস্ত বিদ্যালয়ে নজরদারি চালানোর জন্য দল গঠন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ৩০৩ ◘ ২৪ আগস্ট ২০২১ ইং◘ ৭ ভাদ্র ◘ মঙ্গলবার ◘১৪২৮ বঙ্গাব্দ

কৃষক আন্দোলন

কৃষক আন্দোলন আরো জোরদার করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন আন্দোলনকারীরা। কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাইয়া আগামী ২৬ ও ২৭ আগস্ট প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করা হইয়াছে। কৃষক সংঘর্ষ সমন্বয় কমিটির রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর সোমবার সাংবাদিক সম্মেলন করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন সরকার যতদিন কৃষক আন্দোলনের দাবি মানিয়া না নিবে কৃষক আন্দোলন ততদিন অব্যাহত থাকিবে। আন্দোলন করিয়াই দাবি আদায়ে তাহারা বদ্ধপরিকর বলিয়া তাহারা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন।

কৃষি আইন বাতিল ও কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষিত করিবার দাবিতে কৃষকদের আন্দোলন ৮ মাস অতিক্রান্ত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার যতদিন পর্যন্ত কৃষকদের দাবি মানিয়া না নিবেন ততদিন পর্যন্ত তাহারা আন্দোলন চালাইয়া যাইতে বদ্ধপরিকর বলিয়া স্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দিয়াছেন আন্দোলনকারীরা। কৃষক আন্দোলনের ফলে দেশের কৃষি ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। উৎপাদন ব্যাহত হইলে দেশের জনগণের খাদ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া সরকারকে আলোচনার পথ বাছিয়া নেওয়াই শ্রেয়। কৃষক আন্দোলন যেকোনো সময় যে কোন রূপ ধারণ করিতে পারে। এই বিষয়ে সরকার পক্ষকেও আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত করা জরুরি। কেননা ভারত বর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির উপর নির্ভর করিয়াই দেশের সার্বিক উন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভরশীল। সেই কারণে দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নয়নের অন্যতম মূল চাবিকাঠি বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। সার্বিক পরিসংখ্যানে দেখা গিয়াছে খাদ্য ও কৃষিপণ্য উৎপাদনে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। ভারতের খাদ্য ও কৃষিপণ্যের রপ্তানি আগামী বছর ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়াইতে পারে, যাহা ২০২০ সালের থেকে ৪৩ শতাংশ বেশি। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে, গ্রাম-মফস্বল এবং শহর-নগর সর্বত্র মানুষের মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির সৌজন্যে খাদ্যসহ কৃষিপণ্যের চাহিদা দ্রুত বাড়িতেছে। কৃষির অগ্রগতির এটাই নেপথ্য শক্তি। সাধারণভাবে ভারতের ৫৮ শতাংশ মানুষের জীবিকা কৃষিনির্ভর। করোনা পরিস্থিতিতে শিল্প-বাণিজ্য-পরিষেবার অধিকাংশ ক্ষেত্র যখন মুখ থুবড়ে পড়িয়াছে তখন কৃষিই জুগাইয়া গিয়াছে নিরন্তর ভরসা। গত দেড় বছরে কৃষিউৎপাদন যেমন স্বাভাবিক ছিল, তেমনি কর্মসংস্থানেও বিরাট কৃতিত্ব দেখাইয়াছে ক্ষেত্রটি। শিল্পক্ষেত্রে কাজ হারানো বহু শ্রমিকের সাময়িক রুটিরুজির ব্যবস্থা করিয়াছে কৃষি। সব মিলাইয়া ভারতের কৃষির তুলনা সে নিজেই।

এই হিসেবে কৃষির বাড়তি কদর প্রাপ্য। ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা কৃষির উন্নয়নে অনেকটাই অগ্রগতি লাভ করিয়াছে। গ্রাম ত্রিপুরার ৮০ শতাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া আছেন। রাজ্যের কৃষকদের সার্বিক মান উন্নয়নে সরকার নানা প্রচেষ্টা জারি রাখিয়াছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষি উৎপাদন হইলে কৃষকরা যাহাতে ক্ষতিপূরণ পাইতে পারেন সেই জন্য কৃষি বীমার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ধানমন্ত্রী কৃষি বীমা যোজনা ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী কৃষি বীমা যোজনা চালু করা হইয়াছে। ইহার সুফল পাইতেছেন রাজ্যের কৃষকরা। বীমা যোজনা সম্পর্কে কৃষকদের অবহিত ও সচেতন করিবার লক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি হাতে নেওয়া হইয়াছে। প্রতিবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মহাকরণ প্রাঙ্গণ থেকে প্রচার ভ্যানের সূচনা করিয়াছেন। সচেতনতার মধ্য দিয়া কৃষকদের পাশে দাঁড়াইবার লক্ষ্যেই এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হইল, দেশের সরকার কৃষি ও কৃষকের প্রাপ্য প্রদানে কুণ্ঠিত। কৃষির সঙ্গে যুক্ত নাগরিকদের আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার অনেকগুলি পরিকল্পনা নিয়াছে। তার মধ্যে একটি হল, ধানসহ কৃষিপণ্যের ন্যায্য দামের ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ চাষাবাদ করে কৃষকরা যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না-হন সেটা নিশ্চিত করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার যথেষ্ট আন্তরিক। এজন্য রবি ও খরিফ দু'টি মরশুমেই সরকার সরাসরি চাষিদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান কিনিয়া থাকে। ধান ক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে ধানের সংগ্রহ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে হয় তাহার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। কৃষকস্বার্থ রক্ষাসহ কৃষির উন্নয়নে এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতেছে তাহা প্রশংসাযোগ্য। কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ধান কিনিয়া চাল তৈরির ব্যবস্থা হয় মূলত রেশন ব্যবস্থাকে চাঙ্গা রাখিবার জন্য। উন্নয়নে সরকারের কর্মসূচিকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করিতে হইবে। কথা অনস্বীকার্য যে রাজ্যে কৃষির উন্নয়ন ব্যতীত সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হইবে না। এই রাজ্যে বড় ধরনের কোন কলকারখানা শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। এই রাজ্যের মানুষ অন্যতম শিল্প হিসেবে গণ্য করিয়া থাকেন। কৃষি শিল্পের মর্যাদা দিতে হইবে।

তিন বাংলাদেশি গ্রেফতার ভীমপুরে ধৃত তিন বাংলাদেশির ১৪ দিনের জেল হেফাজত

নদিয়া, ২৩ আগস্ট (হি.স.) : রবিবার রাতে নদিয়ার ভীমপুর থানার এলাঙ্গী থেকে তিন বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার ধৃতদের কৃষ্ণনগর আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনজেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের বাড়ি বাংলাদেশের মগুড়া, ফরিদপুর ও রাজবাড়ি জেলায়। গভীর রাতে এলাঙ্গীতে তিনজনকে দেখে সিভিক ভলান্টিয়ারদের সন্দেহ হয়। তখন তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। বৈধ কোনও কাগজপত্র দেখাতে না পারায় পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোয়েল

পাকাপাকিভাবে বিদায় নিচ্ছে কলকাতা মেট্রোর নন-এসি রেক

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি.স.) : এবার পাকাপাকি ভাবেই ননএসি রেক তুলে নিচ্ছে কলকাতা মেট্রো রেল। গতবছর থেকেই নন-এসি রেকের মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শেষবার নোয়াপাড়া-দক্ষিণেশ্বর নবনির্মিত লাইন পরীক্ষা করতে ব্যবহার করা হয়েছিল নন এসি রেক। তার পর থেকে দেখা যায়নি তাদের। এবার সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বিদায় জানিয়ে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই একটি নন এসি রেক হাওড়ায় পূর্ব রেলের মিউজিয়ামে একটি নন এসি রেক রাখা হয়েছে। ১৯৮৪- তে কলকাতা মেট্রো রেল চালু হয়। ৩৭ বছর পর পুরোপুরি নন এসি রেক চলে গেল মিউজিয়াম। কলকাতা মেট্রো রেলের জন্মলগ্ন থেকে প্রায় তিন দশক কলকাতার মানুষকে পরিষেবা দিয়ে এসেছে মেট্রোর নন এসি রেক। আধুনিকতার কারণে এবং যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য দিতে ২০১০ সালে চালু হয় এসি রেক। তাই অনিবার্যভাবেই নন এসি মেট্রোর রেক থেকে মুখ ফেরাচ্ছিলেন যাত্রীরা। এখন মোট ২২টি এসি রেকের মাধ্যমে পরিষেবা দিচ্ছে মেট্রো। আগেই দফায় দফায় নন এসি রেক বাতিল করতে শুরু করেছিল কলকাতা মেট্রো। শেষমেশ নন এসি রেক ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

কাঠামো পুজো করে মহিলাদের প্রস্তুতি শুরু নবদ্বীপে

নদিয়া, ২৩ আগস্ট (হি. স) : করোনা আবহে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সোমবার কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু করল নদিয়ার নবদ্বীপের আনন্দময়ী মহিলা সর্বজননী দুর্গোৎসব কমিটি। সোমবার সকালে পুজো কমিটির সদস্যরা একে একে হাজির হন পুজো মণ্ডপে। মাস্ক পরে, দূরত্ব বজায় রেখে এদিন কাঠামো পুজোয় অংশ নেন তাঁরা। মাত্র দু" বছর হলেও মহিলা পরিচালিত এই পুজো স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। গত বছরও করোনা অবহে রীতি মেনে সম্পূর্ণ অনাড়ম্বরভাবে পুজো করে ছিলেন কমিটির মহিলারা।

লাল ফুলের দেশে

পার্থময় চ্যাটার্জি

বসন্ত যাবার সময় হয়েছে। পলাশের বনে আগুন নিভু নিভু। বোলপুরের পলাশ আজ বোলপুর থেকে প্রায় উচ্ছেদ হয়ে গেছে তাই বসন্তের শেষ বেলায় আমরা তিনজন চলে এলাম আমার কাছে পলাশের মাতৃভূমি ঝাড়খণ্ডে। ২০০০ সালে নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখ এই সুন্দরী জঙ্গল রাণীর জন্মদিন। রাঁচি রাজধানী হলেও জামশেদপুর অনেক বেশি আধুনিক ও উন্নত শহর। জামশেদপুর থেকে রাঁচি আর রাঁচি থেকে পত্রাতুর এই রাস্তার দুধারে শুধু পলাশ আর পলাশ। আমাদের গন্তব্য ছিল পত্রাতুর। কলকাতা থেকে ভোর চারটের সময় রওনা হলাম এক গাদা ঘুম চোখে নিয়ে। বিদ্যাসাগর সেতু পেরিয়ে কোনো এক্সপ্রেস ধরে সোজা জাতীয় সড়ক ছয় ধরলাম। খড়গপুর থেকে একটা রাস্তা সোজা চলে গেছে পুরীর দিকে আর আমরা বাদিকের রাস্তা ধরে কোলাইকুণ্ডা, ঘাটশিলা, টাটা নগর হয়ে সোজা রাঁচি পৌঁছালাম ছয় ঘণ্টায়। এবার বাঁধা হলাম রাঁচি শহরের জ্যামের কাছে। ঘণ্টা খানেক লড়াই করে জ্যাম কাটিয়ে ছুটে চললাম পত্রাতুর দেখতে।

এর আগে এসেছিলাম বছর পনেরো আগে তখন জানতামই না যে এটা পত্রাপুর আর এটা একটা জায়গা পাবে ঝাড়খণ্ড পর্যটন মানচিত্রে। এক বন্ধ যিনি উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ঝাড়খণ্ডের ওনার অতিথি হয়ে এসেছিলাম। গিন্নির ইচ্ছায় ছিন্নমস্তা দেখতে চললাম রাঁচি থেকে প্রায় ষাট কিলোমিচার দূরে। তখন এইদিকে আসাটা খুব একটা শান্তির ব্যাপার ছিল না। এই পথ ধরেই তার দেওয়া নিরাপত্তায় রামগড় ছিন্নমস্তা মায়ের মন্দির দর্শনে গেছিলাম। বেশ মনে আছে যখন এই পত্রাপুর ঘাঁটি টপকাচ্ছিলাম তখন দেখছিলাম ছোট থেকে বড় সবাই সাইকেল বা মাথায় করে বস্তায় কি যেনো নিয়ে চলছে সাথে। থাকা সিকিউরিটি কে জিজ্ঞেস করতে তারা জানালো এই গুলো ওপেন মাইনস খাদান থেকে কয়লা সংগ্রহন করে নিয়ে যাচ্ছে। পরবর্তীকালে সরকারের এই সুন্দর জায়গাটাতে নজর পরে ও আমাদের মত ভ্রমণ প্রিয় মানুষের জন্য এই জায়গাটাকে একটা সুন্দর পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে উপহার দেয়। ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসে এই পত্রাতু লেকের ধারে সরোবর বিহার বা লেক রিসর্ট নামে সুন্দর আবাসটির উদ্বোধন করেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস। এখান থেকে রামগড় ছিন্নমস্তা মায়ের মন্দির বিত্রশ কিলোমিটার আর রাজধানী রাঁচি পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার, হাজারীবাগ বিরাশি কিলোমিটার আর নেতারহাট দুশো কিলোমিটার। এই সরোবর বিহার ঠিক যেনো একটা জলযানের মতই লাগে। রিসর্টের পায়ের কাছে এই লেক শেষ হয়েছে। চারিদিকে শুধু পাহাড়। এখানে আসার সময় পাহাড়ি ঘূর্ণি পথ টপকাতে বেশ ভালই লাগছিল। মনে হচ্ছিল এটা সিল্ক রুট পথের জুলুকের সেই জিগজ্যাগ রাস্তাটাকে মাইক্রো সেরোক্স করে এখানে বসানো হয়েছে। খুব সুন্দর একটা ভিউ পয়েন্ট আছে যেখান থেকে দেখা যায় রাস্তাটা কেমন পাহাড়টাকে আষ্টেবিষ্টে জড়িয়ে উপরে উঠেছে ও নিচে গড়িয়েছে। রাস্তা খুবই ভালো ও বেশ চওড়া। সবুজ বনানী মধ্যে দিয়ে শান্ত এই পথ। এক কথায় পত্রাপুর নীল আকাশের চিনে সবুজ বনানী নিয়ে এক অনাবিল সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে রেখেছে আমাদের কাছে ভালোবাসা আদায় করবার জন্য হ্যাঁ, সেটা সে পেরেছে। গভীর ভাবে ভালোবেসে ফেলেছি আজকের দেখা পত্রাতুরকে। নীল আকাশ আর সবুজ পাহাড়ের আয়না হয়ে চুপ করে বসে আছে বিশাল এই পত্রাতু লেক। প্রচুর পাখির আনাগোনা। নৌকো বিহার থেকে শুরু করে স্পীড বোট, প্যাডেল বোট আর আছে বাচ্চাদের জন্য নানা খেলা।

এক রূপসী পলাশের পথ ধরে রাঁচি থেকে পঁয়তিরিশ কিলোমিটার পেরিয়ে সটান চড়ে বসলাম লতানো পাহাড়ের শরীরে। পাহাড়ের শরীর টাকা পুরোপুরি জড়িয়ে এর পথঠা উঠে গেছে আরও পনেরো কিলোমিটার দূরে প্রায় ১৩৫০ ফুট উচুতে পত্রাতুর লাকের ধারে। আমাদের অনলাইন বুকিং

ছিল ঝাড়খণ্ড সরকারের দ্বারা পরিচালিত সরোবর বিহার টুরিস্ট বাংলোতে। বিশাল জায়গা জুড়ে এই সরকারি বাংলো। একদম লেকের কাছে। এখান থেকে সুর্যোদয় আর সূর্যাস্ত অসাধরণ এক স্মৃতি হয়ে রইলো। যখন কলকাতায় গরমে মানুষ অস্থির তখন আমরা এই ছোট্ট পাহাড়ি ডেরায় সকালের ঠাণ্ডার কম্বলের নিচে। তবে হ্যাঁ সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা অবধি পাখা ও এসি কিছু সময়ের জন্য লাগে এই মার্চ থেকে মে মাস অবধি।

এখানে একটা বিষয় আমি তুলে ধরতে চাই যাতে ঝড়খণ্ড প্রশাসন ও এই আবাস টির পরিচালক মণ্ডলী বিষয়টার উপর নজর দেন।

এটা এত সুন্দর পরিবেশে অবস্থান করছে কিন্তু এই রিসর্ট এর ব্যবস্থাপনা খুবই খারাপ। আমরা কলকাতা থেকে অনলাইন বুক করেছিলাম ২৭ ও ২৮ মার্চের জন্য ভাড়া ৬৭০০ টাকা দুই দিনের। ঘরে গিয়ে দেখি বেশ বড় ঘর এসি আছে কিন্তু বাথরুম বাইরে, মানে ঘর থেকে বেরিয়ে তিন চারটে ঘর ছেড়ে। আমরা এতো টাকা দিয়ে ঘর নিয়ে বাইরে বাথরুম ব্যবহার করবো এটা ভারতে পারিনি। রিসেপশনের ম্যাডাম কে অনুরোধ করলাম আমাদের ঘর পাল্টে দেবার জন্য কিন্তু উনি তা করলেন না আমরা পরের দিন ঘরে ছেড়ে দিয়ে নেতারহাট চলে গেলাম। এত সুন্দর জায়গা য়ে ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল না কিন্তু এখনকার ম্যানেজমেন্ট কোনো ভাবেই সহযোগিতা করলা না এমনকি আমাদের একদিনের বুকিং ৩৩৫০ টাকাও ফেরত দিলনা সরকারি জায়গায় এটাই হয়। জানিনা আগামী দশ বছর পরে এই সুন্দর রিসর্ট আদৌ টিকে থাকবে কিনা। রক্ষণা বেক্ষণের বড়ই অভাব।

কলকাতা থেকে আসার ট্রেন হাতিয়া এক্সপ্রেস, শতাব্দীতে রাঁচি নেমে গাড়িতে পাত্রাপুর ঘণ্টা দুই সময় নেবে, ভাড়া ৩৫০০ টাকা। হোটেল ভাড়া রাঁচিতে ১৫০০ টাকা থেকে শুরু। পাত্রাতুর থাকলে হোটেল ভাড়া আগেই দিয়েছিল।

আর গাড়িতে কলকাতা থেকে ৪১৩ কিলোমিটার পত্রাতুর। এখানে আসার ভালো সময় নভেম্বর থেকে মার্চ মাস তবে সব থেকে ভালো লাগবে জুলাই মাসে বর্ষাষ। সব থেকে ভালো লাগবে জুলাই মাসে বর্ষায়। চলে আসুন ঘোর বর্ষায় পত্রাতুর এর রূপের তীব্রতা দেখে যাবেন না আপনাকে সহজে ভুলতে দেবে না।

পত্রাতুর হচ্ছে ঝাড়খণ্ডের রাজকন্যা আর নেতারহাট হচ্ছে এই ছোট্টা রাজ্যটার রনি।

পত্রাপুর থেকে নেতারহাট দুশো কিলোমিটার হবে। যাবার অনেকগুলো রাস্তা আছে। রাঁচি থেকে দেড়শো কিলোমিটারের কিছু বেশি। যেহেতু আমরা পত্রাতুর থেকে গেছিলাম তাই ভিড়ে ভরা রাঁচি শহরে না ঢুকে লোহারডাগা, ঘাগার হয়ে নেতারহাট ঢুকেছিলাম ঘণ্টা চারেক সময়ে। এর উচ্চতা প্রায় চার হাজার ফুট। পূর্বের পালামৌ জেলা আজকের লাতেহার জেলার অন্তর্গত এই মিষ্টি পাহাড়ি জায়গাটি। নেতারহাটের সারা শরীর জুড়ে শুধুই আকর্ষণ আর আকর্ষণ। সানসেট সানরাইজ দুটো আকর্ষণ তো আছেই। আছে অজস্র ঝর্ণা। আপার ঘাঘরি এবং লোয়ার ঘাঘরি জলপ্রপাত ছাড়াও ৬০ কিলোমিটার দূরে লোধ জলপ্রপাত, প্রায় সাড়ে চারশো ফুট ওপর থেকে জলধারা আছড়ে পড়ছে নিচে। আর আছে লেক, নাসপাতি বাগান, পাইন বাগান আর তারপাশেই জন অরণ্য শূন্য এক ফালি জায়গা যেখান থেকে দেখা যায় দূরের ওই কোয়েল নদী।

এই পাহাড়ের প্রকৃত রূপ টাকে দেখতে গেলে বর্ষার ঠিক পরেই আসতে হবে। যেমন গাছের পাতার রঙ তেমন পরিস্কার আকাশের রঙ আর আছে এই সব পাহাড়ি ঝর্নার আসল সৌন্দর্য।

কোয়েল ভিউ পয়েন্ট যেখানকার সুর্যোদয় দেখলে মনে গেঁথে থাকবে এর স্মৃতি। রূপসী কোযেলকে ঘুমন্ত রূপে এই তিন হাজার ফুট ওপর থেকে দেখা যায়। কি অপূর্ব রূপাসী শান্ত এই কোয়েল নদী। আমি যতদূর জানি কোয়েল নদীর জন্ম শোন নদীর গর্ভে। কোয়েল নদীর সাথে কারো নদীর সঙ্গম হয়েছে। কোযেলের সাথে কোয়না নদীর সঙ্গম হয়েছে, আবার কেচকির কাছে ওয়ারেঙ্গল নদীর সাথে কোয়েলের সঙ্গম হয়েছে এই ঝাড়খণ্ডে। এই কোয়েল নদীর কাছে থেকে বুদ্ধদেব গুহ তার কলমে লিখতে পেরেছিলেন, কোয়েলের কাছে উপন্যাসটি। সারগুা জঙ্গলের রূপ, পালামৌর কেচকি দিয়েই বয়ে চলা লাজুক কোয়েল নদী যা দেখে যে কোনো প্রকৃতি প্রেমিক মানুষ পাগল হতে বাধ্য।, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সামাজিক প্রতিবন্ধ কতার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে নিজের মনের তীব্র আবেগ গুলোকে এখানে লিখেই ফেলি। ইচ্ছে হয় যশবন্ত আর লালতির মত দুজনকে খুঁজে নিয়ে ওদের জংলী প্রেমের বর্ণনা গুলোকে প্রকাশ করি।

কোয়েল ভিউ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে শুধু দেখাই হলো কোয়েলের কাছে যাওয়া আর হলোনা। মনের গভীরে একটা যন্ত্রণা অনুভব হচ্ছে। আমার কাঞ্চনের প্রেমে কি তবে কোয়েল ভাগ বসাচ্ছে? আমি পারবো না স্বস্তি দিতে দ'জনের কাউকেই। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে কতদিন দেখিনি, প্রায় বছর দেড়েক হতে চললো।

পাহাড়ে বহুবার গিয়েও অনেকে বরফ পায়নি তেমনি জঙ্গলে বহু ঘুরেও জঙ্গলের বাসিন্দা দের সাথে দেখা হয়নি এমন পর্যটক বহু আছে। আমার ভাগ্য একটু বেশি ভালো। পাহাড়ে যাবো আর বরফ আমার গায়ে পরবেনা, জঙ্গলে ঘুরবো আর তার বসবাসকারী বন্ধদের সাথে দেখা হবেনা তা কি হয় নাকি। পত্রাতুর থেকে নেতারহাটি যাবার সময় হঠাৎ এক দলছুট হাতির সাথে দেখা। একেলা হাতি মানে অতি ভয়ংকর।

ভারতবর্ষের যে দুটো নদীকে সোনা নদী বলে সে দুটোই এই ঝাড়খণ্ডে অবস্থান করছে। একটির নাম সুবর্ণরেখা যা রাঁচির পিসকা সোনা খনি থেকে উৎপত্তি হয়েছে আর একটা নদীর নাম খারকাই, সুবর্ণরেখার থেকে জন্ম এর। জাশেদপুরে উপর দিয়ে বয়ে চলেছে এই নদী। সত্যিই এই দুই নদীতে জলের সাতে সোনা ভেসে বেড়ায়।

এবার আসছি আর এক রূপসী জায়গার কথা বলতে। নেতারহাটের সূর্যোদয় দেখতে যেমন কোয়েলের কাছে যেতে হয় তেমন সূর্যাস্ত দেখতে যেতে হবে ম্যাগনেলিয়ার সামনে। আমি কোয়েল ভিউ পয়েন্ট আর ম্যাগনেলিয়া ভিউ পয়েন্ট এই দুই অসাধারণ জায়গার কথা বলছি। বিকেল বিকেল চলে এলাম ম্যাগনেলিয়ার কাছে। আমাদের হোটেলটা দূরে এই সুন্দর জায়গাটি। এই জায়গাটির এক করুণ প্রেমের কাহিনি আছে।

ব্রিটিশ কন্যা ম্যাগনেলিয়া প্রেমে পড়েছিল স্থানীয় এক যুবকের। এই যুবকের পেশা ছিল পশু পালন। ছেলেটির সাহস, সরলতা, ওরা পুরুষোচিত রূপ দেখে মেমসাহেবের ভালো লাগে, ভালোবেসে ফেলে এই রাখাল বালকটিকে।

এই সম্পর্ক স্বাভাবিক কারণেই মেয়েটির বাবা মেনে নিতে পারেননি। অনেকের ধারণা সেই রাজকন্যার বাবা ছেলেটির চরম ক্ষতি করে। হঠাৎ ছেলেটিকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। উধাও হয়ে যায়। ম্যাগনেলিয়া এটা মেনে নিতে পারেনি। বাবার উপর অভিমানে ও বাবাকে শাস্তি দেবার জন্য রাগে, দুঃখ ক্ষোভে তার প্রিয় ঘোড়া টিকে নিয়ে পাহাড় থেকে ওই গভীর খাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যু বরণ করে। সেই করুণ প্রেমের কাহিনী ওখানে লেখা আছে। আর সেই কারণেই এই জায়গাটির নাম হযেছে ম্যাগনেলিয়া পয়েন্ট। এই দুই প্রেমিক প্রেমিকার পাথর খোদাই মূর্তি ও সেই গোবেচারা ঘোড়ার একটা মূতি ওখানে স্থাপন করে এক অমর প্রেম কাহিনীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু আমার একটা দু-খ রয়ে গেলো। আমরা বিদেশিনী প্রেমিকার গল্পটা জানলাম কিন্তু সেই অভাগা গরিব প্রেমিক টাকে কেউ চিনতেই পারলনা। সেই দামাল প্রেমিকের নামটা কেউ জানতেও পারলো না। হোটেলে ফিরে আমি চোক বুজে ভাবছিলাম হয়তো এই দামাল ছেলেটির নাম ছিল যশবন্ত, যে তীরের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতো তার প্রেমিকা ম্যাগনেলিয়ার (লালতি বা সুমিতা বৌদি নয়) কাছে। যদি এটা হতো।

যাক অতীতের প্রেম কাহিনী ঘেঁটে লাভ নেই। এমন অনেক প্রেম লুকিয়ে আছে দার্জিলিঙের আনাচে কানাচে। ব্রিটিশরা তাদের রাজত্বকালে ভারবর্ষের অনেক জায়গায় আস্তানা পড়ে। পূর্ব ভারতের দার্জিলিং থেকে শুরু করে নেতারহাট, মধুপুর, ম্যাকলাস্কিগঞ্জ, ল্টোলগঞ্জ, এই সব জায়গায় এক সময় প্রচুর ব্রিটিশ সাহেব, মেমসাহের বসবাস করতো। ভারতবর্ষের যত বিখ্যাত পাহাড়ি শহর আছে তার বেশির ভাগটাই ব্রিটিশের হাতে তৈরি।

হোটেলে ফিরে এসে তিনতলার ব্যালকনিতে বসেলেকের অপর পরের হোটেল গুলোর আলোর মেলা দেখছিলাম। শাল, পিয়াল, মহুয়া গাছের ফাঁক ফোঁকর দিয়ে চাঁদটা কেমন দূরের আকাশটা বেয়ে ওপরে উঠছিল। আমি এক সবুজের অন্ধকারে বসে ভাবছিলাম এমন জঙ্গর, এমন আকাশ, এমন পাহাড় যদি পাশে থাকে তবে মনেতে লেখার জন্ম তো নেবেই। কাল সকালেই এই সুন্দর জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। রেখে যাচ্ছি আমার মনটাকে এই সবুজ অরণ্যের কাছে। খুব কষ্ট হচ্ছে। তবে এটা অনুভব করতে পারছি যে কালো আকাশেই চাঁদের রূপ, কালো জঙ্গলেই জোনাকির দাপাদাপি, কালো চোখেতেই যত ভাষা।

কখন জানি চাঁদটা আমার মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে পেছনের পাহাড়টার কাছে। স্বযত আর অভিনন্দনের কোডাকিতে তন্দ্রা কেটে গেলো। ঘড়িতে ভোর সাড়ে তিনটে, এবার ফিররো শহরের ডেরায়। আমার দুই পথসাথী আদেশ যেহেতু কাল রাত্রে আমি বিছানায় যাইনি তাই আজ আর আমায় ড্রাইভ করতে দেবেনা ওরা, অগত্যা পেছনের সিটে আশ্রম নিলাম। নেতারহাট ছেড়ে যত নিচের দিকে যাচ্ছি তত ঠাণ্ডাটা কমে আসছে। একেকটা বাঁক পেরোচ্ছি আর দেখছি আকাশে চাঁদের আলো আর সূর্যের আলোর লড়াই চলছে। পাহাড়ে আগুন জ্বলছে। শুকনো পাতায় আগুন আর আমার ভারী মনে তখন ভিড় করছে কিছু লেখা, আমার জন্যতো কেউ এসে বললোনা দাদা তোমার কথা মনে হবে, তোমাকে মনে মনে অনেক চিঠি লিখবো। চিঠি গুলো শুকনো শালপাতার মতো জঙ্গলে, নদীনালা, কালো পথের হওয়ায় হওয়ায় গড়িয়ে বেড়াবে বড্ড ভালোবাসা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি আমার শহরে।

ঘুম ভাঙালো বাগানান এর এক রেসেটুরেন্টে এসে ঘড়িতে তখন সকাল ১১ টা অর্থাৎ প্রায় পাঁচশ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে এসেছি সাত ঘণ্টায় লোহারডাগায় অবশ্য ব্রেকফাস্ট করতে আধা ঘণ্টা সময় লেগেছিল। এবার ইতি টানি এই ভ্রমণ কাহিনীর যার নাম দিলাম রূপসী নেতারহাট।

(সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আমাদের সংস্কৃতিকে আঘাত করার চেষ্টা করা হচ্ছে: অনুপম খের

ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দু ভীতির মত ভিত্তিহীন বিষয় ছড়ান হচ্ছে

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ইচ্ছাকৃতভাবে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে হিন্দু ভীতি এবং হিন্দু সন্ত্রাসের আলোচনা। এমনটাই মনে করেন প্রবীণ অভিনেতা তথা বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে স্পষ্ট মতামত রাখা অনুপম খের। তিনি বলেন, মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে এই ধরনের প্রচেষ্টা আমাদের হাজার বছরের পুরনো সংস্কৃতিকে আঘাত করার একটি ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা। ভারতের ক্রমবর্ধমান ভাবমূর্তি এবং অগ্রগতি এই ধরনের সহ্য করতে না পেরেই এমনটা করা হচ্ছে।

রবিবার লিড ইন্ডিয়া, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি এবং অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ এশিয়ানদের আয়োজিত ”খের অন ক্যাম্পাস” ভার্চুয়াল আলোচনায় প্রবীণ অভিনেতা অনুপম খের নিজের সমৃদ্ধ অভিনয় যাত্রাসহ হিন্দুত্ব, ভারতের চ্যালেঞ্জ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাখা প্রশ্নের জবাব দেন। ভারতের স্বাধীনতার ৭৫তম বছর উপলক্ষে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে ছাত্র এবং যুবকরা অংশগ্রহণ করেছিল। ভারতের বাইরে প্রত্যেক ভারতীয়কে রাষ্ট্রদূত হিসেবে বর্ণনা করে খের বলেন, প্রত্যেকেরই ভারতের স্বতন্ত্রতা, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণ এবং দেশের উন্নত চিত্র বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে হবে। ভারত বড় মনের মানুষের দেশ।

হিন্দু ভীতি এবং হিন্দু সন্ত্রাসের সাম্প্রতিক আলোচনা সম্পর্কিত প্রশ্নে অনুপম খের বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতকে বদনাম করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে এটি উত্থাপিত করা হচ্ছে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এই ধরনের উপাদানের পিছনে রয়েছে আমাদের দেশের মানুষ, যারা ভারতের অন্তর্গত, কিন্তু তারা ভারতের উন্নয়ন যাত্রা পছন্দ করে না। এ ধরনের আলোচনায় প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে তাদের উপেক্ষা করা প্রয়োজন। কারণ ভাড়া করা লোকেরা চায় আপনি সাড়া দিন। এটি আমাদের সংস্কৃতির বিশ্বাসযোগ্যতাকে আঘাত করার চেষ্টা। এমনকি শিক্ষিত লোকেরাও মিথ্যা বলছে। আমাদের পুরনো সংস্কৃতিতে হাজারো হামলা হয়েছিল কিন্তু আমরা এখনও সেখানে আছি এবং আরও ভাল অবস্থানে আছি। আজ প্রতিবেশী দেশগুলোর দিকে তাকান এবং আমরা কোথায় আছি।

মুম্বাই সন্ত্রাসবাদী হামলার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, প্রাথমিকভাবে এটিকে হিন্দু সন্ত্রাস হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছিল কিন্তু সময় প্রত্যেকের উত্তর দেয়। সত্য সবসময় তার পথ খুঁজে পায়। এই একই লোক যারা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার স্লোগান দেয়, আফগানিস্তানে তালেবানদের ক্ষমতায় আসার উদযাপন করে। কিন্তু কখনোই নিজের দেশ এবং সেনাবাহিনীর প্রশংসা করবেন না। মানবাধিকারের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। যখন উপত্যকা থেকে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নির্বাসিত করা ছিল, তখন হত্যা এবং ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল, তখন কে আওয়াজ তুলেছিল। কে বন্দুক তুলেছিল। আমার দাদু বলতেন, ভেজা মানুষ বৃষ্টিকে ভয় পায় না। সত্য একদিন না একদিন আসবেই। সত্য এমন একটি প্রদীপ যা আপনি যদি পাহাড়ের চূড়ায় রাখেন তবে আলো কম হতে পারে, কিন্তু এটি দূর থেকে দৃশ্যমান।

অনন্য অভিনয়শৈলীর জন্য বিখ্যাত অনুপম খের বিশ্বাস করেন যে, তাঁর জীবন একটি যাত্রা, গন্তব্য নয়। এই যাত্রার মজা হল এর উত্থান -পতন অতিক্রম করা। তাঁর সংগ্রামের প্রথম দিনগুলি স্মরণ করে বলেন, -যদি আপনি জীবনের যাত্রায় ঝুঁকি নিতে ভয় পান, বিশ্বাস করুন, আপনার যাত্রা নিরাপদ নয়।অভিনয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত এক প্রশ্নের বিষয়ে তিনি বলেন, অভিনয় অন্যান্য বিষয় যেমন গণিত, বিজ্ঞানের মত নয়। এটি একটি বহুমুখী বিষয় এবং এটি ক্রমাগত নিজেকে উন্নত করার একটি চর্চা। শিক্ষকরা কখনই বলতেন না যে এটি সেরা, তারা অবশ্যই বলত যে এটি ভাল। সবসময় আরও ভাল করার জায়গা আছে।

বলিউড কথায় আপত্তি জানিয়ে অনুপম খের বলেন, এটি ভারতীয় সিনেমা। আমরা আমাদের জীবনকেও উদযাপন হিসাবে গ্রহণ করি এবং ভারতীয় সিনেমার একই চরিত্র রয়েছে। বিশ্বজুড়ে সুখ ভাগ করে নেওয়ার জন্য ভারতীয় সিনেমা একটি বিশেষ মাধ্যম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

তিনি বলেন, ”আমি খুব ছোট জায়গা থেকে এসেছি। তার বাবা ছিলেন বন বিভাগে এবং তার বেতন ছিল খুবই কম। আমরা সবাই ১৪ জনের একটি যৌথ পরিবারে এবং একটি ছোট্ট বাড়িতে সুখে বসবাস করছিলাম। সংকটেও সবাই খুশি ছিলাম, তাই একদিন দাদুকে এবিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম তো তিনি বলেছিলেন যে, আপনি যখন দরিদ্র, তখন ছোট ছোট জিনিসও সুখ দেয়। ১৯৮০ সালে যখন মুম্বই এসেছিলাম, তখন ২৭দিন রেলস্টেশনে রাত কাটাতে হয়েছিল। কিন্তু খুশি ছিল। কারণ জীবনে একটা আশা ছিল। আশা একটি মূল্যবান জিনিস তাই সুখ একটি মানসিক অবস্থা। ”

রবার্ট ফ্রস্টের বিখ্যাত কবিতা দ্য রোড নট টেকেন প্রসঙ্গ তুলে অনুপম খের বলেন যে, তার বাবা তার নাম রেখেছিলেন অনুপম যার অর্থ অনন্য। আমি ছোটবেলা থেকেই জানতাম যে আমি অন্যদের থেকে আলাদা। আমি পড়াশোনায় ভালো ছিলাম না। খেলায় এমন ছিল যে শিক্ষকের বিশ্বাস ছিল যে একা চললেও আমি দ্বিতীয় আসব। যখন আমার রেজাল্ট এল, তখন আমি ক্লাসে ৫৯তম ছিলাম। যখন রিপোর্ট কার্ডে বাবার স্বাক্ষর নিতে যাই, তখন তিনি ভয় পেয়ে যান। বাবা যখন জিজ্ঞেস করলেন তোমার ক্লাসে কতজন ছাত্র আছে, আমি বললাম ৬০ জন। বাবা তখনও কিছু বলেননি এবং বলেছিলেন যে যারা তাদের অবস্থান বজায় রাখার জন্য এক নম্বরে আসে তাদের উপর চাপ আছে কিন্তু তোমার উপর এমন কোন চাপ নেই, তাই সামনে থেকে অন্তত ৪০তম আসার চেষ্টা করো। তিনি বলেন যে, তিনি জীবনে কখনও একটি তৈরি পথ অনুসরণ করেননি এবং ঝুঁকি নিয়ে বা ব্যর্থ হয়ে কখনও বিভ্রান্ত হননি। এটিই সমস্ত পার্থক্য তৈরি করেছে। যখন তিনি মুম্বইতে আসেন, তখন তিনি তার প্রথম ছবিতে ২৮ বছর বয়সে একজন ৬০বছরের বৃদ্ধের চরিত্রে অভিনয় করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। আমার চেহারা সেই যুগের সুন্দর অভিনেতাদের মত ছিল না। তাই লোকেরা মজা করে এটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু যখন ছবিটি হিট হয়ে গেল, তখন লোকেরা বলেছিল যে এটি কেবল বয়স্কদের চরিত্র। তারপরে আমি কর্মা ছবিতে কাজ করিসেটাও হিট হয়ে গেল ... তারপর আমি বিভিন্ন চরিত্র পেতে থাকলাম। তাই শুরুতে মানুষ আপনাকে নিরুৎসাহিত করে কিন্তু যখন আপনি ব্যর্থতায় ভয় পান না তখন সবকিছুই অর্থহীন বলে প্রমাণিত হয়।

ভারতের ভবিষ্যতকে আরও ভাল বানানোর কথা বলে তিনি বলেন, আমাদের তরুণরা অলিম্পিকে দুর্দান্ত পারফর্ম করে বিশ্বের সামনে ভারতের একটি সোনার ছবি তুলে ধরেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয় যুবকরা তাদের দুর্দান্ত দক্ষতার সঙ্গে সেরা অবস্থানে রয়েছে, এটি কোনও শক্তি না দেখিয়ে ভারতের পরাশক্তি হওয়ার স্ক্রিপ্ট। এটা তারুণ্যের প্রতি তার উপদেশ যে স্বপ্ন কখনোই ছেড়ে দেবেন না এবং সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য কঠোর পরিশ্রম এবং সততার কোন বিকল্প নেই। কখনও ভুলে যাবেন না যে জাতীয়তা সর্বোচ্চ পরিচয় এবং আপনার পিতামাতার সেবা এবং সম্মান করা আবশ্যক। ভার্চুয়াল আলোচনা পরিচালনা করেন প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির পিএইচডি প্রার্থী তনুজয় সাহা।

এডিসি প্রতিষ্ঠা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করল কংগ্রেস। ছবি ঃ নিজস্ব

কল্যাণকে শ্রদ্ধা, অযোধ্যা-সহ ৫ শহরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নামে হবে রাস্তার নামকরণ

লখনউ, ২৩ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় রাম জন্মভূমির দিকে যাওয়ার রাস্তার নামকরণ করা হবে উত্তর প্রদেশের সদ্য প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংয়ের নামে। অযোধ্যা ছাড়াও লখনউ, প্রয়াগরাজ, বুলন্দশহর ও আলীগড়ে একটি করে রাস্তার নামকরণ করা হবে কল্যাণ সিংয়ের নামে। সোমবার এমনটাই জানিয়েছেন উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য।

দীর্ঘ দিন অসুস্থতার পর শনিবার প্রয়াত হয়েছেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজস্থানের প্রাক্তন রাজ্যপাল কল্যাণ সিং। ৮৯ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন কল্যাণ। কল্যাণকে শ্রদ্ধা জানাতে অযোধ্যায় রাম জন্মভূমির দিকে যাওয়ার রাস্তা তাঁর নামে নামকরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তর প্রদেশ সরকার। সোমবার উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য জানিয়েছেন, অযোধ্যা ছাড়াও লখনউ, প্রয়াগরাজ, বুলন্দশহর ও আলীগড়ে একটি করে রাস্তার নামকরণ করা হবে কল্যাণ সিংয়ের নামে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ফের কমে গেল টিকাদান, ভারতে ৫৮.২৫-কোটির ঊর্ধে টিকাকরণ

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): প্রতি রবিবারের মতো এই রবিবারও অনেকটাই কমে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে মাত্র ৭.৯৫-লক্ষের বেশি দেশবাসীকে করোনার টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৫৮,২৫,৪৯,৫৯৫ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৭,৯৫,৫৪৩ জনকে। ভারতে ৫০.৭৫-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২২ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ১২,৯৫,১৬০ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৫০,৭৫,৫১,৩৯৯-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১২,৯৫,১৬০ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৪ হাজার ৪৫৭ জন।

নবম-দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল খুলল কর্ণাটকে, কোভিড-বিধি মানতে বললেন বোম্মাই

বেঙ্গালুরু, ২৩ আগস্ট (হি.স.): কোভিড-পরিস্থিতির জন্য দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে সোমবার থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে গেল কর্ণাটকে। আপাতত নবম-দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল খুলেছে কর্ণাটকে। ছাত্র-ছাত্রী-সহ সকলের কাছে কোভিড-বিধি মেনে চলার জন্য অনুরোধ করেছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোম্মাই। নবম-দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল খুলে যাওয়ার পর এদিন সকালে বেঙ্গালুরুর মাল্লেস্বরমে গভর্নমেন্ট প্রি ইউনিভার্সিটি কলেজে যান বোম্মাই। সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সকলের কাছে কোভিড-বিধি মেনে চলার অনুরোধ জানান বোম্মাই। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ছাত্র-ছাত্রী ও সকলকে কোভিড-বিধি মেনে চলার অনুরোধ জানিয়েছি। তিনি জানান, সোমবারই রাজ্যে নতুন শিক্ষানীতি চালু করছি আমরা। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

মোদী সকাশে বিহারের প্রতিনিধি দল, নীতীশ বললেন প্রধানমন্ত্রী সব কথা বিশদে শুনেছেন

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): বিহারে জাতিগত জনগণনা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করলেন বিহারের কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সদস্যরা। প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, বিকাশশীল ইনসান পার্টির মুকেশ সাহানি, রাষ্ট্রীয় জনতা দলের তেজস্বী যাদব, হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চার জিতেন রাম মানঝি ও অন্যান্য দলের নেতারা। জাতিগত জনগণনা প্রসঙ্গে নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে এই প্রতিনিধি দল সোমবার সাউথ ব্লকে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নীতীশ কুমার বলেছেন, জাতিগত জনগণনা প্রসঙ্গে প্রতিনিধি দলের সকলের কথা বিশদে শুনেছেন প্রধানমন্ত্রী। এ বিষয়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা অনুরোধ জানিয়েছি। জাতিগত জনগণনা নিয়ে কীভাবে রাজ্য বিধানসভায় দু”বার প্রস্তাব পাশ হয়েছে, তাও প্রধানমন্ত্রীকে আমরা জানিয়েছি। আমাদের কথা শোনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এবার প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।’ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে তেজস্বী যাদব বলেছেন, ’শুধুমাত্র বিহার নয়, সমগ্র দেশের জন্য জাতিগত জনগণনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছে আমাদের প্রতিনিধি দল। আমরা এবার প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়।’ হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

অর্থ তছরুপ মামলা : দেশমুখের দুই সহযোগীর বিরুদ্ধে চার্জশিট ইডি-র

মুম্বই, ২৩ আগস্ট (হি.স.): অর্থ তছরুপ মামলায় মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখের দুই সহযোগীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সোমবার দেশমুখের দুই সহযোগী কুন্দন শিন্ডে ও সঞ্জীব পালান্ডের নামে মুম্বইয়ের বিশেষ আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। অনিল দেশমুখের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন সঞ্জীব পালান্ডে ও কুন্দন ছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট। অনিল দেশমুখের বিরুদ্ধে অর্থ তছরুপ মামলায় এই দু”জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। গত ২৫ জুন তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছিল। এই মুহূর্তে তাঁরা জেলে রয়েছেন।

কাউকে বিশ্বাস করি না, তালিবানকেও নয় : জো বাইডেন

ওয়াশিংটন, ২৩ আগস্ট (হি.স.): আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জানিয়ে দিলেন, তিনি কাউকে বিশ্বাস করেন না, তালিবানকেও নয়। হোয়াইট হাউসে আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে প্রশ্ন করা হয়, আপনি কী তাদের (তালিবান) বিশ্বাস করেন? উত্তরে জো বাইডেন জানিয়েছেন, ’আমি তালিবান-সহ কাউকে বিশ্বাস করি না। আমি তোমাকে স্নেহ করি, কিন্তু এমন মানুষের সংখ্যা কম যাঁদের আমি বিশ্বাস করি। তালিবানকে মৌলিক সিদ্ধান্ত নিতেই হবে।’

ভারতীয় সময় অনুযায়ী সোমবার ভোররাতে, আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন জো বাইডেন। সেখানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, ’ব্যথা, ক্ষয়ক্ষতি ও হৃদয় বিদারক ছবি ছাড়া এত সংখ্যক মানুষকে উদ্ধারের আর কোনও উপায় নেই, এটিই সত্য। দিনের শেষে, আমরা যদি এখন আফগানিস্তান না ছেড়ে যাই, তাহলে আর কবে?’ বাইডেন আরও জানিয়েছেন, ’আমরা জানি সন্ত্রাসীরা এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে নিরীহ আফগান অথবা আমেরিকান সৈন্যদের টার্গেট করতে পারে। তবে সার্বিক পরিস্থিতির দিকে আমরা নজর রাখছি।’ হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

সংক্রমণ ও মৃত্যু ফের নিয়ন্ত্রণে, সুস্থতা আরও বাড়ল মার্কিন মুলুকে

ওয়াশিংটন, ২৩ আগস্ট (হি.স.): আগের দিন ছিল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৮৩,৯৬০। সেই সংখ্যা কমে গেল অনেকটাই, আমেরিকার বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০,৮১০। নিয়ন্ত্রণে মৃত্যুর সংখ্যাও, বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় করোনা কেড়ে নিয়েছে ১৯৮ জনের প্রাণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নতুন করে ১৯৮ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ৪৫ হাজার ০৫৮ জনের।

আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০,৮১০ জন। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা৮২৩৮,৫৪৫,১৪৪-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৩০,৪৭২,৮০৪ জন। চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৭,৪২৭,২৮২-তে পৌঁছেছে।

ভক্তদের জন্য উন্মুক্ত পুরীর জগন্নাথ মন্দির, কোভিড-বিধি মানতে হবে সকলকে

পুরী, ২৩ আগস্ট (হি.স.): করোনা-বিধি মেনে আগেই খুলে দেওয়া হয়েছিল পুরীর জগন্নাথ মন্দির। সোমবার থেকে পুরীর মন্দিরের দরজা খুলে গেল ভক্তদের জন্য। মন্দির খুলেও, সম্পূর্ণ কোভিড-বিধি মেনেই ভক্তদের প্রবেশ করতে হচ্ছে জগন্নাথ মন্দিরে। দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়তেই চলতি বছরের ২৪ এপ্রিল থেকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল পুরীর জগন্নাথ মন্দির।

সম্প্রতি ওডিশার করোনা-সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এরপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ভক্তদের জন্যও খুলে দেওয়া হবে জগন্নাথ মন্দিরের দরজা। সেই মতো সোমবার থেকেই জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করতে পেরেছেন ভক্তরা। মন্দিরে ভক্তদের প্রবেশ করতে হলে মাস্ক অবশ্যই পরতে হবে, দেখাতে হবে টিকাকরণের সার্টিফিকেট। দূরত্ব বিধি মেনে মন্দিরে ঢুকতে হবে দর্শনার্থীদের। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

আর্নিয়া সেক্টরে আকাশে দেখা মিলল সন্দেহজনক বস্তু, বিএসএফ গুলি করতেই উধাও

জম্মু, ২৩ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের আর্নিয়া সেক্টরে, আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে আকাশে উড়তে দেখা গেল সন্দেহজনক বস্তু। সোমবার সকালে আকাশে জ্বলতে দেখা যায় লাল ও হলুদ রঙের আলো। কিন্তু, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) গুলি করতেই উধাও হয়ে যায় সন্দেহজনক ওই বস্তু। চলে যায় পাকিস্তানের দিকে। পরে ওই এলাকায় তল্লাশি চালালেও কিছুই পাওয়া যায়নি।

বিএসএফ জানিয়েছে, সোমবার সকাল ৫.৩০ মিনিট নাগাদ আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে জম্মু ও কাশ্মীরের আর্নিয়া সেক্টরে আকাশে জ্বলতে দেখা যায় লাল ও হলুদ রঙের আলো। বিএসএফ জওয়ানরা তৎক্ষণাৎ ২৫ এলএমজি রাউন্ড গুলি চালান, অনেক উঁচুতেই ছিল ওই সন্দেহজনক বস্তু। পাকিস্তানের দিকে চলে যায়। স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে ওই এলাকায় তল্লাশি চালানো হয়। সূত্রের খবর, তল্লাশি চালানোর পর কিছুই পাওয়া যায়নি। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

আপাতত বৃষ্টি নয় কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে, উত্তরে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি.স.): রবিবার থেকে বৃষ্টি থেমেছে, রোদ ঝলমলে আকাশ সোমবারও। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে আপাতত আগামী ৪৮ ঘন্টায় বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই, তবে বৃষ্টিতে ভিজবে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, কলকাতায় আপাতত বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণবঙ্গেও তাই। বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। যদিও উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পার্বত্য এলাকায় ধসের আশঙ্কা রয়েছে। সোমবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৭ ডিগ্রি। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৪.৬ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের সর্বোচ্চ পরিমাণ ৯৪ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘন্টায় উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়িতেও। বুধবার ও বৃহস্পতিবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায়।

আন্তঃজেলা যাতায়াত ব্যবস্থা সচল হলে পঞ্চাশ শতাংশ যাত্রীভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব সারা অসম মটর পরিবহণ সংস্থার

তেজপুর (অসম), ২৩ আগস্ট (হি.স.) : আন্তঃজেলা যাতায়াত ব্যবস্থা সচল হলে পঞ্চাশ শতাংশ যাত্রীভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব গ্রহণ করেছে সারা অসম মটর পরিবহণ সংস্থা। কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলায় দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে রাজ্যজুড়ে আন্তঃজেলা যাতায়াত ব্যবস্থা বন্ধ। এতে মাথায় হাত চালক-মালিকদের। সময় সময় কোভিড বিধি পরিবর্তন হলেও আন্তঃজেলা যাতায়াত ব্যবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। গত ১৮ আগস্ট আন্তঃজেলা যাতায়তের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞায় কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। সে অনুয়ায়ী গুয়াহাটি সহ কামরূপ মহানগর জেলা ছাড়া অন্য সব জেলায় কেবল ব্যক্তিগত যানবাহন চলাচল করতে পারবে। গুয়াহাটি থেকে বেসরকারি (ব্যক্তিগত) ও বাণিজ্যিক কোনও গাড়ি বের হতে পারবে না এবং প্রবেশ করতেও পারবে না। ফলে একদিকে সাধারণ জনতা এক জেলা থেকে ভিন্ন জেলায় যেমন যেতে পারছেন না, তেমনি দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকায় মাথায় হাত মালিক-চালকদের।

তবে আন্তঃজেলা যাতায়াত ব্যবস্থা সচল হওয়ার পর, অর্থাৎ ফের রাজ্যে যাত্রবাহী গাড়ি চলাচল শুরু হলেই সাধারণ যাত্রীর মাথায় চাপবে যাত্রীভাড়া। ৫০ শতাংশ বাস ভাড়া বৃদ্ধি হওয়া প্রায় নিশ্চিত। কোভিডের দরুন লোকসান ও ইন্ধনের মূল্যবৃদ্ধির জন্যই এমন এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে সারা অসম মটর পরিবহণ সংস্থা।

উল্লেখ্য, কোভিডের জন্য ২০২০ এবং ২০২১ সালে স্তব্ধ রাজ্যের ব্যক্তিগত পরিবহণ খণ্ডের অধীনস্থ বাসসমূহের জন্য লকডাউনের সময় রোড ট্যাক্স রেহাই দেওয়ার পাশাপাশি বিমার মেয়াদ আইআরডিএ-র সঙ্গে সরকার আলোচনা করে এক বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা এবং আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে লকডাউন খুলে দেওয়ার পর বাসে যাত্রী ভাড়া পঞ্চাশ শতাংশ বৃদ্ধির জন্য সারা অসম মটর পরিবহণ সংস্থা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সোমবার শোণিতপুর জেলা সদর তেজপুরে এক অভিজাত হোটেলে সারা অসম পরিবহণ সংস্থার সভাপতি রাতুল শর্মার পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সংস্থার বিশেষ সভায় এই তিনটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আজ গৃহীত সিদ্ধান্তের কথা সংবাদ মাধ্যমের কাছে জানিয়েছেন সংস্থার রাজ্য সম্পাদক প্রদীপ দাস। সংস্থার সম্পাদক দাস জানিয়েছেন, লকডাউনের সময় ব্যক্তিগত পরিবহণ খণ্ডের সঙ্গে জড়িত হয়ে সংস্থাপনপ্রাপ্ত যুবকরা যে সকল সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছেন, সে সম্পর্কে আলোচনার জন্য আহূত সভায় রাজ্যের ২৫টি জেলার দেড় শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। আজকের এই সভায় আন্তঃজেলা যাতায়াত ব্যবস্থা খোলার পরই যাত্রীবাহী বাসসমূহের ৫০ শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়েও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সেই সঙ্গে যাত্রীবাহী গাড়ির বিমার ক্ষেত্রে সরকার আইআরডিএ-র সঙ্গে আলোচনা করে বিমার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য দাবি উত্থাপন করা হয়। তবে যাত্রীবাহী গাড়ির বিপরীতে জাতীয় সড়ক কর এক বছরের জন্য রেহাই দিতে সরকারের প্রতি দাবি জনানো হয়েছে আজকের সভায়। এই সভায় শোণিতপুর জেলা বেসরকারি বাস মালিক সংস্থার সভাপতি অমৃত নাথ, কার্যনির্বাহী সভাপতি পূর্ণ রাজখোয়াও অংশগ্রহণ করেন।

সোমবার কৃষক সভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা। ছবি ঃ নিজস্ব

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

চিংড়ির চটপটি

চিকেন মোল্টেন ফিঙ্গার

উপকরণ: বোনলেস চিকেন ব্রেস্ট (সরু করে কাটা) ৪ টুকরো, আদা-রসুন বাটা ২ চা চামচ, কালোমরিচ গুঁড়ো এক চিমটে, সরষে গুঁড়ো এক চিমটে, পাতিলেবুর রস ১ চা চামচ, নুন স্বাদ মতো, কাঁচা লঙ্কা কুচি আধ চা চামচ, পার্সলে পাতা কুচি ১/৪ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা বাটা ১/৪ চা চামচ, চিজ ২ টেবিল চামচ, ফ্রেশ ব্রেড ক্রাম্বস (কোটিংয়ের জন্য), ডিমের সাদা অংশ (ফেটানো), ভাজার জন্য সাদা তেল।

প্রণালী: নুন, পাতিলেবুর রস, আদা-রসুন বাটা, মরিচ গুঁড়ো, সরষে গুঁড়ো দিয়ে চিকেন ম্যারিনেট করে রাখুন। চিজ, পার্সলে পাতা কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি মিশিয়ে একটা পুর তৈরি করুন। এ বার চিকেন ব্রেস্টের মধ্যে সেটা ভরে রোল করে মুড়ে নিন। সেগুলো একে একে ডিমের সাদা অংশে ডুবিয়ে, ফ্রেশ ব্রেড ক্রাম্বস মাখিয়ে কম আঁচে ডুবো তেলে ভেজে নিলেই তৈরি চিকেন মোল্টেন ফিঙ্গার।

চিংড়ির চটপটি

উপকরণ: চিংড়ি ২০০ গ্রাম, আদা-রসুন বাটা ২ চা চামচ, শা-মরিচ এক চিমটে, নুন স্বাদ মতো, কাঁচা লঙ্কা বাটা ১ চা চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ৪ চা চামচ, ডিম (ব্যাটারের জন্য), সাদা তেল পরিমাণ মতো, নারকেল কোরা ২ চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি ১ চা চামচ, শুকনো লঙ্কা ২টি, ধনেপাতা কুচি ১ চা চামচ।

প্রণালী: ডিম, নুন, আদা-রসুন বাটা, কাঁচা লঙ্কা বাটা, শা-মরিচ আর কর্নফ্লাওয়ার একসঙ্গে মিশিয়ে চিংড়িগুলো তাতে মাখিয়ে ডুবো তেলে ভেজে তুলে নিন। এ বার প্যানে আবার তেল গরম করে নারকেল কোরা, পেঁয়াজ কুচি, নুন, কাঁচা লঙ্কা, শুকনো লঙ্কা দিয়ে চিংড়িগুলো মিশিয়ে টস করে নিলেই তৈরি

স্টার্টার। গরম গরম পরিবেশন করুন।

মিষ্টি দই গলৌটি

উপকরণ: মিষ্টি দই (জল ঝরিয়ে নিতে হবে) ১৫০ গ্রাম, চিনি গুঁড়ো ২৫ গ্রাম, রোস্টেড চানা গুঁড়ো ২৫ গ্রাম, এলাচ গুঁড়ো এক চিমটে, ঘি পরিমাণ মতো।

প্রণালী: পুরো রান্নাটাই ঘিয়ে হবে। দই, চিনি, রোস্টেড চানা গুঁড়ো ও এলাচ গুঁড়ো মিশিয়ে নিয়ে প্যানে ঘি গরম করে অল্প আঁচে রান্না করে নিন। নামিয়ে একটু ঠান্ডা হলে চ্যাপ্টা কাবাবের আকারে গড়ে নিয়ে ফের ঘিয়ে শ্যালো ফ্রাই করুন। উপরে ক্রিম ও চকো চিপস দিয়ে পরিবেশন করুন।

লঙ্কা লইট্যা ফ্রিটার্স

উপকরণ: লোটে মাছ ৬টি, নুন স্বাদ মতো, শা-মরিচ এক চিমটে, রসুন বাটা ১ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা বাটা ১ চা চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ৫ চা-চামচ, ধনেপাতা বাটা ১ চা চামচ, ডিম (ব্যাটারের জন্য) ১টি, সাদা তেল পরিমাণ মতো, বেকিং পাউডার অল্প।

প্রণালী: লোটে মাছের কাঁটা ছাড়িয়ে নিয়ে টুকরো করে নিতে হবে প্রথমে। নুন, কাঁচা লঙ্কা বাটা, মরিচ গুঁড়ো, রসুন বাটা দিয়ে লোটে মাছগুলো ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। এ বার ডিম, কর্নফ্লাওয়ার, কাঁচা লঙ্কা বাটা, ধনেপাতা বাটা আর নুন দিয়ে একটা সবুজ ব্যাটার তৈরি করে তার মধ্যে ম্যারিনেট করে রাখা মাছের টুকরোগুলো ডুবিয়ে ভেজে নিতে হবে। কাসুন্দির সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

চিংড়ি টফি

উপকরণ: চিংড়ি ৩০০ গ্রাম, লাল লঙ্কা বাটা ১/৪ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো এক চিমটে, নুন স্বাদ মতো, চিনি স্বাদ অনুযায়ী, কাঁচা লঙ্কা বাটা ১/৪ চা চামচ, কর্নফ্লাওয়ার অল্প, আদা-রসুন বাটা ১ চা চামচ, পার্সলে পাতা কুচি আধ চা চামচ, ধনেপাতা কুচি আধ চা চামচ, পেঁয়াজ কুচি ২ চা চামচ।

সসের জন্য: রসুন কুচি ১/৪ চা চামচ, আদা কুচি ১/৪ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা কুচি ১/৪ চা চামচ, শুকনো লঙ্কা (বীজ ছাড়ানো) বাটা আধ চা চামচ, টম্যাটো বাটা ২ চা চামচ, নুন স্বাদ মতো, পাতিলেবুর রস স্বাদ মতো, তেল ২-৩ চা চামচ।

প্রণালী: চিংড়ির সঙ্গে সব উপকরণ মিশিয়ে নিন। তার পরে টফির আকারে গড়ে ভেজে নিতে হবে। এর পরে প্যানে তেল গরম করে আদা কুচি, রসুন কুচি, লঙ্কা কুচি সতে করুন। টম্যাটো বাটা, লাল লঙ্কা বাটা মেশান। অল্প নুন দিয়ে নাড়াচাড়া করে সসটা তৈরি করে নিন। এ বার ভেজে রাখা মাছের টুকরোগুলি এই সসে টস করে নিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

পনির ডেভিল

উপকরণ: পনির (চৌকো করে কাটা) ২০০ গ্রাম, আলু (মাঝারি মাপের) ৩টি, নুন স্বাদ মতো, চাট মশলা স্বাদ মতো, পেঁয়াজ (১টি) কুচি, আদা বাটা আধ চা চামচ, রসুন বাটা ১/৪ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা ২-৩ চা চামচ, ধনেপাতা কুচি ২ চা চামচ, সাদা তেল ৪ টেবিল চামচ, পনির কোরানো ১ কাপ, শুকনো লঙ্কা ২টি, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা চামচ, হলুদ গুঁড়ো এক চিমটে, ধনে গুঁড়ো এক চিমটে, আমচুর পাউডার আধ চা চামচ, ব্যাটারের জন্য ডিম ও কর্নফ্লাওয়ার, ফ্রেশ ব্রেড ক্রাম্বস ১৫০ গ্রাম।

প্রণালী: সামান্য চাট মশলা আর নুন মাখিয়ে পনিরের টুকরোগুলো ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। ননস্টিক ফ্রায়িং প্যানে সামান্য তেলে শুকনো লঙ্কা দিয়ে অল্প নেড়েচেড়ে পাশে সরিয়ে রাখুন। এ বার তাতে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে ভাজুন। খানিক নরম হয়ে এলে রসুন বাটা দিন। রসুনের কাঁচা গন্ধ চলে গেলে আদা বাটা আর কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে দিন। বেশ কিছুক্ষণ ভাজার পরে বাদামি রং ধরলে কোরানো পনির মিশিয়ে দিন। নুন, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, আমচুর পাউডার মিশিয়ে নিন। গ্রেটেড পনিরের সঙ্গে পুরো মশলাটা যেন ভাল ভাবে মিশে যায়। এ বার আলু সিদ্ধ দিন, যাতে ডেভিলের পুরের বাঁধুনিটা শক্ত হয়। ভেজে রাখা শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো করে দিয়ে দিন, ধনেপাতা কুচি দিন। পুরো মিশ্রণটা মেখে নিন ভাল করে। নামিয়ে ঠান্ডা হতে দিন। ম্যারিনেট করে রাখা পনিরের টুকরোগুলোর গায়ে এই মিশ্রণ মাখিয়ে ডিম্বাকৃতি আকারে গড়ে নিন। এ বার ডিম-কর্নফ্লাওয়ারের ব্যাটারে ডুবিয়ে ব্রেড ক্রাম্বস বা বিস্কিট গুঁড়ো মাখিয়ে ভেজে নিলেই তৈরি পনির ডেভিল।

মিষ্টি হোক নতুন বছর

শীত আর গুড়ের সম্পর্ক যেন অবিচ্ছেদ্য। এ সময়ে বাজারে গুড়ও ওঠে নানা রকমের। একটু দেখেশুনে গুড় কিনে তা দিয়ে তৈরি করে ফেলতে পারেন নানা ধরনের সুস্বাদু পদ।

পাটালি গুড়ের ক্যানোলি

উপকরণ: ক্যানোলির জন্য: ময়দা ২৫০ গ্রাম, পাটালি গুড় ৩০০ গ্রাম, মাখন ৩০ গ্রাম, নুন পরিমাণ মতো, জল প্রয়োজন মতো, ক্যানোলি মোল্ড ৩-৪টি, সাদা তেল ৫ কাপ। রিকোটা ফিলিংয়ের জন্য: রিকোটা চিজ ৩০০ গ্রাম, পাটালি গুড় ৮০ গ্রাম।

প্রণালী: প্রথমে রিকোটা চিজ আর গুড় ব্লেন্ডারে নিয়ে ভাল করে ব্লেন্ড করে নিতে হবে, যাতে একটা সিল্কি টেক্সচার হয়। তার পর রিকোটা চিজের ফিলিংটা পাইপিং ব্যাগে ভরে ফ্রিজে রেখে দিতে হবে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা। এ বার একটা বড় বাটিতে ময়দা, নুন, মাখন আর গুড় নিয়ে ভাল করে মেশানোর পর, জল দিয়ে একটা ময়দার মণ্ড তৈরি করে নিন। মণ্ডটি ফ্রিজে রেখে দিন এক ঘণ্টা। ফ্রিজ থেকে বার করে লুচির মতো বেলে নিয়ে তারপর ক্যানোলি মোল্ডের মধ্যে জড়িয়ে জল লাগিয়ে মুখ দুটো জুড়ে দিতে হবে। এ বার কড়াইয়ে সাদা তেল হালকা গরম করে মোল্ডসহ ক্যানোলি তেলে ভেজে নিতে হবে। ভাজা হয়ে গেলে তেল থেকে তুলে নিয়ে মোল্ড থেকে ক্যানোলি বার করে নিন। তার পর তা ঠান্ডা হলে রিকোটা চিজের ফিলিং ভরে পরিবেশন করুন।

তবে গুড় জ্বাল দেওয়ার সময়ে তা ধরে গেলে সেই গুড়ে তিতকুটে ভাব চলে আসে। তাই গুড় কেনার সময়ে ভাল করে দেখে নিন, রান্নার সময়েও খেয়াল রাখুন।

ভেলি গুড়ের পানা কোটা

উপকরণ: হুইপড ক্রিম ১ কাপ, ভেজ জিলাটিন ৩/৪ টেবিল চামচ, জল ১/৪ কাপ, ভেলি গুড় ৩ টেবিল চামচ।

প্রণালী: প্রথমে একটি পাত্রে জল আর ভেজ জিলাটিন নিয়ে মিশিয়ে আঁচে বসিয়ে একটু গরম করে নিন। ক্রিম আর গুড় দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে গ্যাস বন্ধ করে দিতে হবে। মিশ্রণটা মোল্ডে ঢেলে ঠান্ডা করে নিয়ে ফ্রিজে ৩-৪ ঘন্টা রেখে পরিবেশন করুন ভেলি গুড়ের পানা কোটা।

নলেন গুড়ের আইসক্রিম

উপকরণ: হুইপড ক্রিম ২ কাপ, কনডেন্সড মিল্ক ১/২ কাপ, নলেন গুড় ২ কাপ, নলেন গুড়ের সন্দেশ ৫-৬টি।

প্রণালী: প্রথমে সামান্য হুইপড ক্রিম দিয়ে তাতে কনডেন্সড মিল্ক, নলেন গুড় আর সন্দেশ ভাল করে মিশিয়ে ফ্রিজে রেখে দিতে হবে। অন্য একটা পাত্রে বাকি হুইপড ক্রিম নিয়ে সেটা হ্যান্ড ব্লেন্ডার দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। তার পর ফ্রিজ থেকে গুড়ের মিশ্রণটি বার করে ওই ক্রিমের মধ্যে মিশিয়ে এয়ার টাইট পাত্রে ঢেলে সারা রাত ফ্রিজে রেখে দিন। মাঝেমাঝে বার করে উপর-নীচে করে দিতে হবে। সকালে উঠেই পেয়ে যাবেন নলেন গুড়ের আইসক্রিম।

তালপাটালির সুফলে

উপকরণ: ডিম ৪টি (কুসুম আর সাদা অংশ আলাদা করা) তালপাটালি আধ কাপ, ময়দা ১/৩ কাপ, ভ্যানিলা এসেন্স ১ টেবিল চামচ, মাখন ২ টেবিল চামচ, দুধ সওয়া এক কাপ।

প্রণালী: মাঝারি আঁচে প্রথমে কড়াইয়ে মাখন দিয়ে তার মধ্যে ময়দা দিয়ে ভাল করে নেড়ে নিন। অল্প অল্প করে দুধ ঢেলে ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। দুধ ফুটে ঘন হয়ে এলে একটা মণ্ড হয়ে আসবে। তখন আঁচ থেকে নামিয়ে নিন। যখন মণ্ডটা ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন এক-এক করে ডিমের কুসুম আর ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে ভাল করে মেশাতে হবে। অন্য একটা পাত্রে ডিমের সাদা অংশটা নিয়ে ভাল করে হ্যান্ড ব্লেন্ডার দিয়ে ফেটিয়ে নিন। এ বার এই সাদা অংশটা আস্তে আস্তে ময়দার মণ্ডটির মধ্যে কাট অ্যান্ড ফোল্ড মেথডে মিশিয়ে নিন। এর পর মিশ্রণটা বেকিং পাত্রে ঢেলে ১৮০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ২০ মিনিট বেক করে নিলেই তৈরি তালপাটালির সুফলে।

আখের গুড়ের চিকেন উইংস

উপকরণ: চিকেন উইংস ৫০০ গ্রাম, আদা রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, নুন স্বাদ মতো, শুকনো লঙ্কা কুচি ১ চা চামচ, টম্যাটো সস ১ চা চামচ, চিলি সস ১ চা চামচ, সয়া সস ১/২ চা চামচ, রসুন কুচি ১/২ চা চামচ, আখের গুড় ১ টেবিল চামচ, ভিনিগার ১/২ চা চামচ, ভাজার জন্য সাদা তেল পরিমাণ মতো, জল অল্প।

প্রণালী: একটা বাটিতে জল নিয়ে গুড় গুলে নিন। চিকেন উইংসে আদা-রসুন বাটা, নুন দিয়ে মাখিয়ে রাখতে হবে ৩০ মিনিট। তার পর সাদা তেলে ভেজে নিতে হবে। অন্য প্যানে উইংস ভাজার থেকে সামান্য তেল নিয়ে তাতে রসুন আর শুকনো লঙ্কা কুচি দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিন। এর মধ্যে সব সস আর ভিনিগার দিয়ে ভাল করে নেড়ে নিতে হবে। ভাজা উইংসগুলো সসের সঙ্গে মিশিয়ে নিন। এর পর আখের গুড় দিয়ে নাড়াচাড়া করে বেশ মাখামাখা হলে গ্যাস বন্ধ করে নামিয়ে নিলেই তৈরি চিকেন স্পাইসি উইংস।

নলেন গুড়ের ক্যানাপি

উপকরণ: ময়দা দেড় কাপ, নলেন গুড় দেড় কাপ, বেকিং পাউডার ১ চা-চামচ, মাখন ১ কাপ, ভ্যানিলা এসেন্স ১ টেবিল চামচ, ডিম ২টি।

প্রণালী: প্রথমে ময়দা, বেকিং পাউডার ভাল করে মিশিয়ে নিতে হবে। তার পর অন্য পাত্রে মাখন, নলেন গুড়, ভ্যানিলা এসেন্স আর ডিম দিয়ে ভাল করে হ্যান্ড ব্লেন্ডারে মিক্স করে নিতে হবে। এর পর ডিমের মিশ্রণের মধ্যে অল্প অল্প করে ময়দার মিশ্রন দিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নিন। মিশ্রণটা এ বার একটা কেকের মোল্ড নিয়ে ওটিজিতে ১৮০ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে ৪৫ মিনিট বেক করে নিতে হবে। কেক ঠান্ডা হলে কুকি কাটার দিয়ে কেটে, উপরে হুইপড ক্রিম দিয়ে ফ্রস্টিং করে নিজের মতো করে পরিবেশন করুন নলেন গুড়ের কেক ক্যানাপি।

গরম স্যুপ

বাজারে থরে থরে সাজানো শীতের সবজি। সবুজ, লাল, কমলা, হলুদ সব রঙে রঙিন এখন সবজির বাজার। এই রং আর মিষ্টি-ঝাল স্বাদ নিয়ে আসা যায় গরম স্যুপের পেয়ালাতেও। রেসিপি দিয়েছেন ফারাহসুবর্ণা।

আলু-ভুট্টার স্যুপ

উপকরণ: আলু ২ কাপ (খোসা ফেলে কিউব করে কাটা), ভুট্টার দানা ১ কাপ (মাঝারি আকারের ভুট্টা থেকে দানা খুলে নিন), মুরগির কিউব ১টা, ময়দা ১ টেবিল চামচ, তরল দুধ আধা কাপ, গোলমরিচ স্বাদমতো, মাখন দেড় টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, পানি প্রয়োজনমতো ও পেঁয়াজপাতা সাজানোর জন্য।

প্রণালি: মুরগির কিউব পানিতে মিশিয়ে তাতে আলু আর ভুট্টার দানা ভালোমতো সেদ্ধ করে নিন। সেই পানিতেই আলু আধা ভাঙা করে নিতে হবে। তারপর অন্য একটা পাত্রে মাখন গরম করে নিন। ময়দা ভেজে তরল দুধ মিশিয়ে ঘন সাদা সস তৈরি করে নিন। আস্তে আস্তে পানিসহ সেদ্ধ আলু-ভুট্টা, স্বাদমতো লবণ, গোলমরিচের গুঁড়া ভালোমতো মিশিয়ে নিন। ফুটিয়ে নিয়ে পছন্দমতো ঘনত্বে এলে নামিয়ে নিন। ওপরে পেঁয়াজপাতার কুচি আর অল্প লেবুর রস ছড়িয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।

বিট স্যুপ

উপকরণ: বিট দেড় কাপ (খোসা ফেলে ছোট কিউব করে কাটা), পাকা টমেটো আধা কাপ (কিউব করে কাটা), পেঁয়াজ ১টি (মাঝারি আকারের পেঁয়াজ, কিউব করে কাটা), রসুন কিমা আধা চা-চামচ, মাখন দেড় টেবিল চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া স্বাদমতো, লবণ স্বাদমতো, পানি প্রয়োজনমতো ও ক্রিম সাজানোর জন্য।

প্রণালি: অল্প মাখনে পেঁয়াজ নরম না হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। এরপর তুলে রাখুন। কেটে রাখা বিট ও টমেটো আধা লিটার পানিতে ভালোমতো সেদ্ধ করে নিন। কিছুটা ঠান্ডা করে ভেজে রাখা পেঁয়াজ দিয়ে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। এবার একটা প্যানে মাখন গরম করে তাতে রসুন ও কিমা হালকা করে ভেজে নিন। ব্লেন্ড করে রাখা বিট ও টমেটো দিয়ে ফুটিয়ে নিন। সঙ্গে দিতে হবে স্বাদমতো লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়া। যদি স্যুপ বেশি পাতলা বা ঘন মনে হয়, তাহলে প্রয়োজনমতো পানি দিয়ে পাতলা করে নিতে পারেন। অথবা আরও কিছুক্ষণ জ্বাল দিয়ে ঘন করেও নেওয়া যাবে। স্যুপ হয়ে গেলে পরিবেশন পাত্রে দিয়ে ওপরে ক্রিম দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

আকর্ষণ ফিউশন পাটিসাপ্টা

সুগারের সমস্যা থাক বা না থাক, সংক্রান্তিতে নলেন গুড় দিয়ে পিঠে না খেলেই নয়। যাঁদের সুগারের সমস্যা বেশি, তাঁরাও দু'-একটা পিঠেপুলি খেতে পারেন অনায়াসে। তবে প্রত্যেক পিঠে রসিকের জেনে রাখা উচিত, এ দেশের প্রথম মিষ্টির নাম। বেদের সময় থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ মিষ্টিপ্রেমী। প্রায় ৮০০০

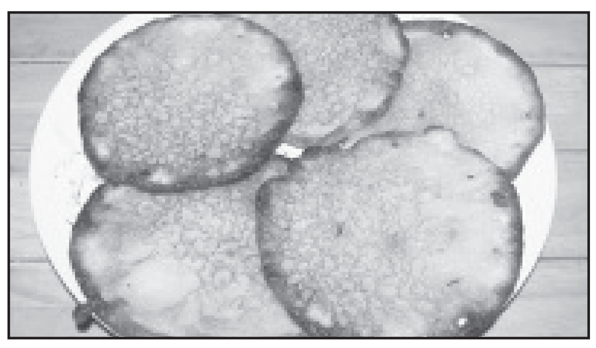

বছর আগে এ দেশের প্রথম বাড়িতে তৈরি মিষ্টির নাম আপুপা। এই মিষ্টিরই পরে নাম হয় মালপোয়া। সেই সময় যবের আটা ঘি দিয়ে মেখে, গাওয়া ঘিয়ে ভেজে, মধুতে ডুবিয়ে পরিবেশন করা হত। পরে এটিই হয়ে দাঁড়ায় জগন্নাথ দেবের ৫৬ ভোগের অন্যতম মালপোয়া। বাংলা, বিহার ছাড়াও নেপালের মানুষও মালপোয়া প্রেমী। উপাদানে কিছু ফারাক থাকলেও স্বাদে খুব বদল নেই।

টু ইন ওয়ান মালপোয়া

নারকেল, ক্ষীর আর কলার সঙ্গে কাজু আর কিসমিসের টুকরো দিয়ে বানান এই মালপোয়া। গরম হোক বা ঠাণ্ডা, দুই ক্ষেত্রেই অসাধারণ স্বাদে ভরা। বড় এলাচ আর মৌরির স্নিগ্ধ গন্ধে খিদে আরও বেড়ে যায়। ওড়িশার বিলাখাউরানি গ্রামের গৃহবধু সঞ্জুলতা সামল জানালেন এই বিখ্যাত মালপোয়ার রেসিপি।

উপকরণ

ক্ষীর১/২ কাপ, ময়দা১ কাপ, সুজি১/২ কাপ, পাকা কলা১ টি, বেকিং সোডা১ চামচ, নারকেল কোরা১/২ কাপ, নুনসামান্য, দুধ১ কাপ, ভাঙা কাজু১/২ কাপ, কিসমিস১/৪ কাপ চিনি৩ কাপ, মৌরি২ চামচ বড় এলাচ১/২ চামচ গাওয়া ঘি৩০০ গ্রাম

প্রণালী

দুধ ভাল করে ফুটিয়ে নিয়ে ক্ষীর দিয়ে ঘন করে নিন।

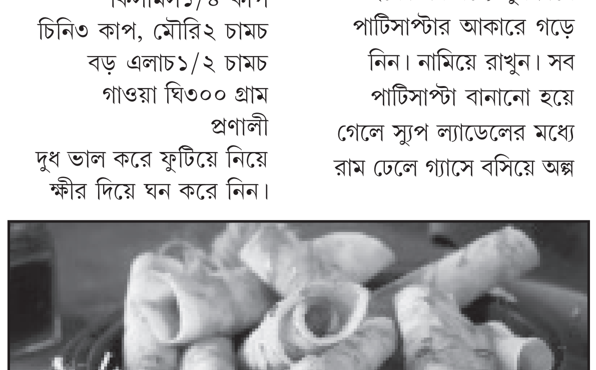

কলা ভাল করে মেখে নিয়ে, এর সঙ্গে সুজি মেশান। দুধে ময়দা-সুজি-কলার মিশ্রণ ভাল করে মিশিয়ে পাতলা ঘন ব্যাটার বা গোলা বানিয়ে রাখুন। বড় এলাচ খোসা ছাড়িয়ে মিশ্রণে দিন। এবারে কাজু, কিসমিস, মৌরি ও বেকিং সোডা দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে রাখুন। অন্য একটি পাত্রে চিনির রস বানিয়ে রাখতে হবে। প্যানে ঘি গরম করে অল্প আঁচে বাদামি করে মালপোয়া ভেজে নিয়ে চিনির রসে ফেললেই রেডি গরমাগরম মালপোয়া।

ডার্ক রাম পাটিসাপ্টা

সংক্রান্তিতে বানিয়ে ফেলুন ডার্ক রামের আগুনে ঝলসানো ফিউশন পাটিসাপ্টা। পেশায় রিস্ক ম্যানেজার, প্রকৃত অর্থে ভূপর্যটক অনির্বাণ দত্ত। নিজেকে 'শেফ বাই প্যাশন' বলতে ভালবাসেন তিনি। তাঁর পছন্দের পদ রাম ফ্ল্যাম্বেল পাটিসাপ্টা। সঙ্গতে নলেন গুড়ের সস। নারকেলের সঙ্গে খোয়া ক্ষীর আর কাজু বাদামের মিঠে স্বাদের মিশ্রন। সঙ্গে গাওয়া ঘি আর ডার্ক রামের যুগলবন্দি। মুখে দিলেই ম্যাজিক। নলেন গুড়ের সঙ্গে ফ্রেশ কোকোনাট ক্রিমের মিশ্রনে বানানো সসের সঙ্গতে জমে উঠবে সংক্রান্তি।

উপকরণ

নারকেল কোরা১ কাপ, ক্ষীর১/২ কাপ নতুন গুড়ের পাটালি২০০ গ্রাম, কাজু১/৪ কাপ, ক্রেপের জন্যে, চাল গুঁড়ো২ কাপ, দুধ১ কাপ, জলঅল্প নুনসামান্য, গাওয়া ঘি৪ বড় চামচ ডার্ক রাম১ কাপ,

প্রণালী

নারকেল, গুড় ও ক্ষীর দিয়ে পুর বানিয়ে নিয়ে নামানোর আগে ভাঙা কাজু মিশিয়ে রাখুন। দুধ ফুটিয়ে তার মধ্যে চাল গুঁড়ো দিন। সামান্য নুন দেবেন। জল দিয়ে পাতলা ব্যাটার বানিয়ে নিন। নন স্টিক প্যানে ঘি দিয়ে হাতায় করে ব্যাটার ছড়িয়ে দিতে হবে। এর মধ্যে পুর দিয়ে পাটিসাপ্টার আকারে গড়ে নিন। নামিয়ে রাখুন। সব পাটিসাপ্টা বানানো হয়ে গেলে স্যুপ ল্যাডেলের মধ্যে রাম ঢেলে গ্যাসে বসিয়ে অল্প কাত করলে আগুন জ্বলতে শুরু করবে। এবারে এই আগুন জ্বলা রাম, প্যানে সাজিয়ে রাখা পাটিসাপ্টার ওপর ঢেলে দিন। ব্যাস রেডি নয়া কৌশলে বানানো পাটিসাপ্টা। গুড় আর নারকেলের ক্রিম ভাল করে মিশিয়ে বানানো সসের সঙ্গে পরিবেশন করুন রাম ফ্ল্যাম্বেল্ড পাটিসাপ্টা।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিককে সংবর্ধনা দেওয়া হয় বিজেপি মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে। ছবি ঃ নিজস্ব

প্রয়াত কল্যাণ সিংকে শ্রদ্ধাঞ্জলি করিমগঞ্জ জেলা বিজেপির

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ আগস্ট (হি.স.) : রাজস্থানের প্রাক্তন রাজ্যপাল, উত্তরপ্রদেশের দুবারের মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত কল্যা সিংকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি। আজ সোমবার বিকেলে করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি কার্যালয় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ভবনে আয়োজিত এক শোকসভায় প্রয়াত প্রবীণ বিজেপি নেতার প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন করে মাল্যর্পণের মাধ্যমে শোকসভা শুরু হয়।

জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত শোক সভায় প্রয়াত কল্যা সিং-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তারা নিজের বক্তব্য পেশ করেছেন। প্রত্যেক বক্তাই বলেন, রামজন্মভূমি এবং রামমন্দির নির্মাণের এক অগ্রণী সৈনিক ছিলেন প্রয়াত কল্যাণ সিং। বিজেপির একজন বরিষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তিনিয। কল্যাণে সিং-এর মৃত্যুতে বিজেপি তথা দেশের অনেক ক্ষতি হয়েছে বলে অভিমত ব্যিক্ত করা হয়। এই শূন্যতা সহজে পূরণ হবে না বলে বক্তারা বলেছেন। তাঁরা বলেন, তবে তাঁর জীবদ্দশাতেই রামমন্দিরের নির্মাণকাজ শুরু হওয়ায় তিনি সেই তৃপ্তি লাভ করে গেছেন।

শোকসভায় জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, এআইডিসি চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস, সুদীপ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ দাস, অলক পাল, দেবব্রত সাহা সহ আরও অনেকেই বক্তব্য পেশ করেছেন।

কল্যাণ সিংয়ের নামে হতে পারে নবনির্মিত আলিগড় বিমানবন্দরের নাম

লখনউ, ২৩ আগস্ট (হি.স.): উত্তরপ্রদেশের প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংহের নামে নামকরণ হতে পারে নবনির্মিত আলিগড় বিমানবন্দরের। মন্ত্রিসভার বৈঠকে সবুজ সঙ্কেত পেলেই আলিগড় বিমানবন্দরের এই নতুন নামকরণ হবে। সোমবার এ কথা জানালেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। আলিগড়ে জন্মেছিলেন কল্যাণ। সে কারণেই তাঁর মরদেহ রবিবার আলিগড়ের মহারানি অহল্যাবাঈ হোলকার স্টেডিয়ামে আনা হয়েছিল। ওই স্টেডিয়ামে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন যোগী। সাংবাদিকেরা তাঁকে আলিগড় বিমানবন্দরের নামকরণ নিয়ে জানতে চাইলে যোগী বলেন, "এ বিষয়ে খুব তাড়াতাড়ি মন্ত্রিসভার বৈঠক হওয়ার কথা। বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।" প্রসঙ্গত, গত শনিবার ২১ আগস্ট ৮৯ বছর বয়সে হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন কল্যাণ সিং। জুলাই মাসের ৪ তারিখ থেকে দিল্লির সঞ্জয় গান্ধী ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সে ভর্তি ছিলেন তিনি। সেখানে আইসিসিইউ-তে চিকিৎসা চলছিল তাঁর। সোমবার চোখের জলে সম্পন্ন হয় তাঁর শেষকৃত্য। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলা সীমান্তে বিএসএফের হাতে ধৃত বাংলাদেশি, সমঝে নিয়েছে বিজিবি

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ২৩ আগস্ট (হি.স.) : প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ার বিএসএফের অধীনস্থ ১২৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের হাতে ধরা পড়েছেন এক বাংলাদেশি নাগরিক। পরে ফ্ল্যাগ মিটিঙের মাধ্যমে ধৃতকে বাংলাদেশ সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী বিজিবি-র হাতে তুলে দিয়েছেন বিএসএফ কর্তৃপক্ষ। গতকাল ২২ আগস্ট রাত প্রায় ৭.৪৫ মিনিটে আন্তর্জাতিক সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশ থেকে গোপনে ভারতে প্রবেশ করতে গেলে বিএসএফের হাতে বাংলাদেশি নাগরিকটি ধরা পড়েন। ধৃত বিদেশি নাগরিককে বাংলাদেশের লালমণিরহাট জেলার লালমণিরহাট থানা এলাকার ভাটিবাড়ি গ্রামের জনৈক নুর ইসলামের ছেলে আতিয়ার রহমান (৩৩) বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

আজ সোমবার বাংলাদেশের ১৫ নম্বর বিজিবি-র সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিঙে বসেন বিএসএফের আধিকারিকরা। ফ্ল্যাগ মিটিঙের পর ধৃত বাংলাদেশি নাগরিক আতিয়ার রহমানকে বিজিবি-র হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এই প্রথম, উভয় রাষ্টের কমিশনারের সঙ্গে আলোচনা করে ফ্যাৰেগ মিটিঙের মাধ্যমে এভাবে সীমান্তে আটক কোনও ব্যক্তিকে বিজিবির হাতে তুলে দিয়েছে বিএসএফ।

মহারাষ্ট্রে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত ৩,৬৪৩, মুম্বইয়ে সংক্রমিত ২২৬ জন

মুম্বই, ২৩ আগস্ট (হি.স.): মহারাষ্ট্রে করোনাভাইরাসের প্রকোপে রাশ টানাই যাচ্ছে না। মহারাষ্ট্রে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৬৪৩ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৬,৭৯৫ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১০৫ জনের। মহারাষ্ট্রে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪৯,৯২৪। মোট সুস্থ হয়েছে ৬২,৩৮,৭৯৪ ও মৃত্যু বেড়ে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ০৬৭-এ পৌঁছেছে। করোনার দৌরাত্ম্য থামেনি মুম্বইতেও। মুম্বইয়ে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২২৬ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২৯৭ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। মুম্বইয়ে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২,৮০১। মোট সুস্থ হয়েছে ৭,২০,১৯৯ ও মৃত্যু বেড়ে ১৫ হাজার ৯৫১-এ পৌঁছেছে।

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৫১০ জন

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি. স.): একটা গোটা বছর পেরিয়ে গেলেও পরিবর্তন হয়নি পরিস্থিতির। এরই মাঝে সামান্য কমলো করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৫১০ জন। সোমবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৫১০ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৫,৪৩, ৪৯৬। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,৩৭১। রাজ্য জুড়ে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৫,১৫,৭৮৯। একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ২৭,১৫৯। ফলে মোট করোনা পরীক্ষার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৬৬,৮৯,২৯৩।

ভোট পরবর্তী হিংসা'র তদন্তে বেলেঘাটায় নির্যাতিতের বাড়িতে সিবিআই দল

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : সোমবার 'ভোট পরবর্তী হিংসা'র তদন্তে নেমেই বেলেঘাটায় বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারের বাড়ি গেলেন সিবিআই তদন্তকারীরা।

পশ্চিমবঙ্গে ভোটের ফল ঘোষণার পরই খুন হয়েছিলেন অভিজিৎ। এই বিজেপি কর্মীর পরিবারের অভিযোগ ছিল, 'ভোট পরবর্তী হিংসা'র বলি হয়েছেন তিনি। অভিজিৎকে পিটিয়ে খুন করা হয় বলেও অভিযোগ করেছিলেন তাঁরা। অভিজিতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি সোমবার অভিজিতের দাদাকে সিজিও কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়। জানা গিয়েছে, সেখানে স্পেশ্যাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ বা বিশেষ অপরাধ দমন শাখার দফতরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। প্রসঙ্গত, হাই কোর্টের নির্দেশেই রাজ্যে 'ভোট পরবর্তী হিংসা'র তদন্তে নেমেছে সিবিআই। খুন, খুনের চেষ্টা, ধর্ষণের মতো গুরুতর অভিযোগের তদন্ত করবে এই কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বের অভিযোগগুলির তদন্ত করবে চার আইপিএস কর্তার নেতৃত্বাধীন বিশেষ তদন্ত দল বা সিট। সেই মতো সোমবার থেকে রাজ্যের "ভোট পরবর্তী হিংসা"র অভিযোগগুলিকে চারটি জোন-এ ভাগ করে তদন্ত শুরু করেছে সিবিআই। শহরে এসেছেন সিবিআইয়ের জয়েন্ট ডিরেক্টররাও। আর প্রথম দিনেই তাঁরা অভিজিতের মামলাটিরই তদন্ত শুরু করলেন। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বাংলাকে খন্ড খন্ড করতে চাইছে বিজেপি, তোপ ব্রাত্য বসুর

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : ইতিমধ্যেই পালিত হয়েছে একুশের বিধানসভা ভোট। কিন্তু অপরদিকে প্রতিনিয়ত বাড়ছে বিজেপি বনাম তৃণমূল তরজা। এরই মাঝে সোমবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে """বাংলাকে খন্ড খন্ড করতে চাইছে বিজেপি"""" সুর চড়ালেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে ব্রাত্য বসু আরও বলেন, """" বাংলাকে খন্ড খন্ড করতে চাইছে বিজেপি। তারা বাংলা ভাগের চক্রান্ত করছে। আমি কোনও ভাবেই বাংলাকে ভাগ করতে দেবো না। তার নানান সময় নানান মিথ্যা কথা বলেছে তার মূল কথা হল উত্তরবঙ্গে উন্নয়ন হয়নি। ক্ষমতায় আসার কয়েক মাসের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গে নতুন পর্ষদ গঠন করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারই প্রথম চা সুন্দরী প্রকল্প চালু করে। এর মূল লক্ষ্যই ছিল উত্তরবঙ্গে বহু ব্যবসায়ীদের স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা""""।

বঙ্গভঙ্গের দাবি নিয়ে ফের পিছু হঠলেন দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গে ফের নিজের অবস্থান বদল করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ।

মাসকয়েক আগে পৃথক উত্তরবঙ্গ রাজ্যের দাবি করে বসেন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ জন বার্লা। তারই সুরে সুর মিলিয়ে পৃথক জঙ্গলমহলের দাবি করে বসেন বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। বিরোধিতা করেন দিলীপবাবু। বিষয়টি নিয়ে অন বিতর্ক হয়। তবে জন বার্লার পাশে দাঁড়িয়ে শনিবারই পৃথক উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহলের পক্ষে 'সায়' দেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তার ঠিক একদিন পর সোমবার সকালে ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণের সময় ফের সুরবদল করলেন তিনি। বঙ্গভঙ্গের কথা মোটেও বলেননি বলেই দাবি করে বসলেন বিজেপি সাংসদ।

গত শনিবার থেকে ফের প্রাসঙ্গিক বঙ্গভঙ্গের দাবি। কারণ ওইদিনই জন বার্লার পাশে বসে পৃথক উত্তরবঙ্গ রাজ্যের দাবিতে 'সায়' দেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, "দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে উত্তরবঙ্গের কোনও উন্নতি হয়নি। চিকিৎসা, শিক্ষা, চাকরি, স্বাস্থ্যের জন্য অন্যত্র যেতে হয় উত্তরবঙ্গবাসীকে। কেন হাসপাতাল, ভাল স্কুল নেই সেখানে? জঙ্গলমহলের অবস্থাও এক। শালপাতা, কেন্দুপাতা নিয়ে মা-বোনেরা সেখানে জীবিকা নির্বাহ করেন। কেন তাঁদের চাকরির জন্য রাঁচি, ওড়িশা, গুজরাটে যেতে হচ্ছে? দেশের স্বাধীনতা, উন্নয়নের লাভ পাওয়ার অধিকার নেই তাঁদের?"

এর আগে জন বার্লা যখন পৃথক উত্তরবঙ্গ রাজ্যের দাবি জানিয়েছিলেন তখন দিলীপ ঘোষ চড়া গলায় যেমন তার বিরোধিতা করেননি, তেমনই আবার সমর্থনও করেননি এভাবে। কিন্তু শনিবারের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ফের বিতর্কে দিলীপ ঘোষ। পাশে পাননি তাঁর দলীয় নেতৃত্বকেও।

হুগলির বিজেপি সাংসদ তথা দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায় এবং দলের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা দলের রাজ্য সভাপতির মন্তব্যের বিরোধিতা করেন। "বাংলা কখনও ভাগ হবে না", বলে দাবি করে বসেন লকেট। রাহুল সিনহাও জানিয়ে দেন, "বাংলা ভাগ নিয়ে দলের কোনও নীতি নেই। আমরা বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে।"

এই টানাপোড়েনের মাঝে সোমবার ফের সুরবদল করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তিনি বলেন, "কোনও বঙ্গভঙ্গের কথা বলিনি। উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহলের মানুষ ৭০-৭৫ বছর ধরে বঞ্চিত। তাঁরা এখনও চাকরির জন্য অন্য রাজ্যে যাচ্ছেন। চিকিৎসার জন্য বাইরে যাচ্ছেন। তাঁরা ভাবছেন এভাবে থাকলে কোনও উন্নতি হবে না। তাঁরা তাই আলাদা হতে চাইছেন। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা তাঁদের কথা তুলে ধরেছেন মাত্র।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সোমবার শিক্ষা ভবনে বিক্ষোভ দেখায় চাকুরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একাংশ। ছবি ঃ নিজস্ব

মারণ রোগ ক্যান্সারে আক্রান্ত বলিউড পরিচালক মহেশ মঞ্জরেকার

মুম্বই, ২৩ আগস্ট (হি.স.) : "বাস্তব" অভিনেতা সঞ্জয় দত্তের পর ওই সিনেমার পরিচালক মহেশ মঞ্জরেকরের জীবনেও বড়সড় দুঃসংবাদ। মহেশের শরীরেও বাসা বেঁধেছে মারণ রোগ। ক্যানসার আক্রান্ত তিনি। বলিউড অভিনেতা তথা পরিচালক খোদ এ খবর নিশ্চিত করেছেন। মারণ রোগ বাসা বেঁধেছে মূত্রথলিতে। সদ্য মুম্বইয়ের এইচ এন রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন হাসপাতালে অস্ত্রোপচার হয়েছে মহেশ মঞ্জরেকরের। দিন কয়েক আগেই এই চরম দুঃসংবাদ আসে অভিনেতার কাছে। এপ্রসঙ্গে পরিচালক-অভিনেতা জানান, "আমার অস্ত্রোপচার হয়েছে। আশা করছি সেরে উঠব।"প্রসঙ্গত, বছর তিনেক আগেই ক্যানসার আক্রান্ত হওয়ার খবর জানিয়েছিলেন সঞ্জয় দত্ত। ব্যক্তিগত জীবনেও মহেশ মঞ্জরেকরের সঙ্গে সঞ্জয়ের বন্ধুত্ব বেশ গাঢ়। তাঁর পরিচালিত একাধিক ছবিতেই দেখা গিয়েছে সঞ্জয় দত্তকে। এবার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতোই মহেশের শরীরেরও থাবা বসাল ক্যানসার। সূত্রের খবর, প্রাথমিক পর্যায়েই পরিচালক-অভিনেতার ক্যানসার ধরা পড়ায় চিকিতসা শুরু করা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

কম ব্যবহৃত সরকারি পরিকাঠামোয় বেসরকারি বিনিয়োগ, সায় দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি. স.): কম ব্যবহৃত সরকারি পরিকাঠামোয় বেসরকারি বিনিয়োগে সায় কেন্দ্রের। সোমবার ন্যাশনাল মানিটাইজেশন পাইপলাইনের সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

সেখানে তিনি জানান, এই প্রকল্পের আওতায় আগামী চার-পাঁচ বছর ধরে খেলার স্টেডিয়াম, রাস্তা, রেল, ফোনের টাওয়ার, বিদ্যুতের মত সম্পত্তির ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগের দরজা খুলে দেওয়া হবে। সীতারামন জানিয়েছেন, শুধুমাত্র কম ব্যবহৃত সম্পদের ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ করা যাবে। মালিকানা সরকারের কাছে থাকবে। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

নারায়ণ গুরুর জয়ন্তীতে শ্রদ্ধা প্রধানমন্ত্রী মোদীর

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : সোমবার নারায়ণ গুরুর জয়ন্তীতে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সোমবার তিনি টুইটে লিখেছেন, "শ্রী নারায়ণ গুরুর জয়ন্তীতে আমি তাঁকে প্রণাম করি। তাঁর শিক্ষা লক্ষ লক্ষ মানুষকে শক্তি জোগায়। শেখার উপর তাঁর গুরুত্ব আরোপ, সামাজিক সংস্কার এবং সমতা আমাদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে। তিনি নারীর ক্ষমতায়নের পাশাপাশি সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যুবশক্তিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন।"

প্রসঙ্গত, নারায়ণ গুরু (১৮৫৪-১৯২৮) ছিলেন একজন হিন্দু সাধু এবং সমাজ সংস্কারক। তিনি শ্রী নারায়ণ গুরু স্বামী নামেও পরিচিত। তিনি তার সময়ে কেরালায় সংস্কারমূলক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তিনি আধ্যাত্মিক মুক্তির ও সামাজিক সমতার নতুন মূল্যবোধ বর্ধিতকরণে অবদান রাখেন। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

৪.০ প্রাবল্যের ভূমিকম্প কোকরাঝাড়ে

কোকরাঝাড় (অসম), ২৩ আগস্ট (হি.স.) : মৃদু ভূমিকম্পের ধাক্কা লেগেছে নিম্ন অসমের বড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এর সদর কোকরাঝাড় জেলা এবং সংলগ্ন অঞ্চলে। আজ সোমবার বেলা ১.১৩ মিনিট ২২ সেকেন্ডে সংঘটিত ভূমিকম্পের তীব্রতা রিখটার স্কেলে ৪.০ ছিল। সংঘটিত ভূমিকম্পে এই খবর লেখা পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

তবে ভূকম্পের ঝটকায় জেলার বেশিরভাগ মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভয়ে অধিকাংশ মানুষ নিজের নিজের অফিস এবং বাড়ি-ঘর থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে রাস্তায় চলে আসেন।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পের উৎসস্থল কোকরঝাড়ে ভূগর্ভের ১০ কিলোমিটার গভীরে ২৬.৩১ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০.০৪ দ্রাঘিমাংশে।

বাবুজির প্রয়াণ বিজেপির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি : অমিত শাহ

আলীগড়, ২৩ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রবীণ বিজেপি নেতা কল্যাণ সিংয়ের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার উত্তর প্রদেশের আলীগড়ের আতরৌলিতে কল্যাণ সিংয়ের নশ্বর দেহকে শ্রদ্ধা জানান অমিত শাহ। শোকস্তব্ধ অমিত শাহ জানিয়েছেন, 'বাবুজির প্রয়াণ বিজেপির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি।'

দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকার পর গত শনিবার প্রয়াত হয়েছেন কল্যাণ সিং। সোমবার আলীগড়ের আতরৌলিতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেল ও ভি কে সিং, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান প্রমুখ। অমিত শাহ এদিন বলেছেন, 'বাবুজির প্রয়াণ বিজেপির জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। যে শুন্যতা তৈরি হল, তা পূরণ করা সম্ভব নয়। রাম মন্দিরের শিল্যানাসের পর তিনি বলেছিলেন, তাঁর জীবনের লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। রাম জন্মভূমি আন্দোলনের জন্য, দ্বিতীয়বার না ভেবেই মুখ্যমন্ত্রীত্ব ছেড়েছিলেন তিনি।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

জীপে ধাক্কা ট্রাকের, অন্ধ্রপ্রদেশে মৃত্যু ৪ জন পুলিশ কর্মীর

অমরাবতী, ২৩ অগাস্ট (হি.স.): অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম জেলায় পুলিশের জীপে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারল একটি লরি। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৪ জন পুলিশ কর্মী, তাঁদের মধ্যে একজন সাব-ইন্সপেক্টর রয়েছেন। সোমবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শ্রীকাকুলাম জেলার পালাসার কাছে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে। জাতীয় সড়কের উপর রাস্তায় বাঁক নেওয়ার সময় পুলিশের জীপে ধাক্কা মারে ওই লরিটি। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৪ জন পুলিশ কর্মীর। মৃত পুলিশ কর্মীদের নাম-কে কৃষনুড়ু, ওয়াই বাবু রাও, পি এন্টনি ও পি জনার্ধন রাও।এই দুর্ঘটনায় বিশাখাপত্তনম রেঞ্জ ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল ও শ্রীকাকুলাম জেলা পুলিশ সুপারকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (ডিজিপি) ডি জি সওয়াং। ৪ জন পুলিশ কর্মীর মৃত্যুতে গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন ডিজিপি। দুঃখপ্রকাশ করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস জগন্মোহন রেড্ডিও।

শ্রীনগরে এনকাউন্টারে নিকেশ দুই জঙ্গি, উভয়েই লস্করের সদস্য

শ্রীনগর, ২৩ আগস্ট (হি.স.): শ্রীনগরে সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দু"জন কুখ্যাত লস্কর-ই-তৈবা সন্ত্রাসবাদী। মৃত জঙ্গিদের মধ্যে একজন লস্কর কমান্ডার, অপরজন তার সহযোগী। সোমবার শ্রীনগরের আলুচিবাগ এলাকায় জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের গুলিতে নিকেশ হয়েছে দু"জন জঙ্গি। কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার জানিয়েছেন, শ্রীনগর শহরে জম্মু-কাশ্মীর দু"জন জঙ্গিকে নিকেশ করেছে। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, সোমবারের এনকাউন্টারে খতম হয়েছে লস্কর কমান্ডার আব্বাস শেখ ও তার সহযোগী সাকিব মনজুর। কাশ্মীরে কুখ্যাত ১০ জন জঙ্গিদের তালিকায় আব্বাস ও সাকিবের নাম ছিল। অন্যদিকে, সোমবার সন্ধ্যাতেই পুরানো শ্রীনগরের ঈদগাহ এলাকায় সিআরপিএফ বাঙ্কারে গ্রেনেড ছোড়ে জঙ্গিরা। গ্রেনেড হামলায় একজন সিআরপিএফ জওয়ান আহত হয়েছেন।

তামিলনাড়ু ও কর্নাটকের মধ্যে বাস পরিষেবা শুরু, কোভিডের জন্য ছিল স্তব্ধ

বেঙ্গালুরু, ২৩ আগস্ট (হি.স.): দীর্ঘ ১১৯ দিনের প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে তামিলনাড়ু ও কর্নাটকের মধ্যে শুরু হল বাস পরিষেবা। কোভিডের জন্য এতদিন এই দুই রাজ্যের মধ্যে বন্ধ ছিল বাস পরিষেবা। করোনাভাইরাসের দৌরাত্ম্য যখন অনেক বেশি এমন সময় এপ্রিলের শেষে দুই রাজ্যের মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয় বাস পরিষেবা।

করোনা-প্রকোপ এখন অনেকটাই কমেছে, তাই সোমবার থেকে তামিলনাড়ু ও কর্নাটকের মধ্যে শুরু হল বাস পরিষেবা। এদিন মাদুরাইয়ের এমজিআর বাসস্ট্যান্ডে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বাস পরিষেবা শুরু হওয়ায় সকলেই খুশি প্রকাশ করেছেন।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

দিল্লিতে ভারতের প্রথম ধোঁয়া টাওয়ারের উদ্বোধন, কেজরিওয়াল বললেন দূষণের বিরুদ্ধেই লড়াই

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): দিল্লিতে দূষণ রুখতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির কনৌট প্লেসে উদ্বোধন করা হল ধোঁয়া টাওয়ার, এটাই এখনও পর্যন্ত ভারতের প্রথম ধোঁয়া টাওয়ার। এদিন কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, দূষণের বিরুদ্ধে লড়তে দিল্লিতে উদ্বোধন করা হল ধোঁয়া টাওয়ার।

সোমবার ধোঁয়া টাওয়ার উদ্বোধন করার পর কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, ২৪ মিটার উঁচু টাওয়ারের ক্ষমতা ১০০০ কিউবিক মিটার বায়ু/সেকেন্ড পরিষ্কার করতে সক্ষম। ১ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় দূষণ কমাবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, যদি এই পাইলট প্রকল্প সফল হয়, আমরা দিল্লি জুড়ে এই ধরনের টাওয়ার স্থাপন করব। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বেঙ্গালুরুতে ফুড ফ্যাক্টরিতে বয়লার ফেটে বিস্ফোরণ, বিহারের দুই কর্মীর মৃত্যু

বেঙ্গালুরু, ২৩ আগস্ট (হি.স.): বেঙ্গালুরুতে ফুড ফ্যাক্টরিতে বয়লার ফেটে প্রাণ হারালেন বিহারের বাসিন্দা দুই পুরুষ কর্মী। সোমবার বেঙ্গালুরুর মগদি রোডে অবস্থিত একটি ফুড ফ্যাক্টরিতে বয়লার বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে দুই পুরুষ কর্মীর মৃত্যু হয়েছে, দুই মহিলা-সহ ৩ জন আহত হয়েছেন।বেঙ্গালুরুর ডিসিপি (পশ্চিম) সঞ্জীব পাতিল জানিয়েছেন, সোমবার বেঙ্গালুরুর মগদি রোডে অবস্থিত এম এম ফুড ফ্যাক্টরিতে বয়লার বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে দুই পুরুষ কর্মীর মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের বাড়ি বিহারে। দুই মহিলা-সহ ৩ জন আহত হয়েছেন।

কাবুল থেকে দেশে ফিরলেন ভারতীয়রা, ভারতে এলেন ৪৬ জন আফগান হিন্দু ও শিখ

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): অবশেষে দেশে ফেরার স্বস্তি, কাবুল থেকে ভারতে ফিরলেন আফগানিস্তানে আটকে থাকা ভারতীয় নাগরিকরা। পাশাপাশি কাবুল থেকে ভারতে নিয়ে আসা হয়েছে শিখদের তিনটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ শ্রী গুরুগ্রন্থ সাহিব। কাবুল থেকেই ভারতে এসেছেন ৪৬ জন আফগান হিন্দু ও শিখ।

সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল্ড ফোরামের প্রেসিডেন্ট পুনিত সিং চন্দহক জানান, কাবুলের হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভিতরে রয়েছেন আটকে থাকা ভারতীয় নাগরিক, ৪৬ জন আফগান হিন্দু ও শিখ এবং তিনটি শ্রী গুরুগ্রন্থ সাহিব। পরে তিনটি ভিডিও আপলোড করে জানান, ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে ভারতে ফিরেছেন আফগানিস্তানে আটকে থাকা ভারতীয় নাগরিকরা, নিয়ে আসা হয়েছে তিনটি শ্রী গুরুগ্রন্থ সাহিব। ৪৬ জন আফগান হিন্দু ও শিখও ভারতে এসেছেন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

তেলিয়ামুড়ায় বেসরকারী স্কুলে মানা হচ্ছে না করোনা বিধি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৩ আগস্ট।। জোর যার ক্ষমতা তার। আর সেই জুরের বলে বর্তমান রাজ্য সরকারের করুণা নিয়ে জারি করা নীতি নির্দেশিকা কে শুকনো কলাপাতা বানিয়ে দেদার ভাবে বেসরকারি বিদ্যালয় গুলিতে চলছে বিদ্যা ব্যবসার রমরমা বাণিজ্য। এমনি চিত্র তেলিয়ামুড়ার বেসরকারি বিদ্যালয় আনন্দমার্গ উচ্চ বিদ্যালয়ে।

সোমবার ওই বিদ্যালয়ের গৌরাঙ্গ টিলা স্থিত বালিকা বিভাগে গিয়ে প্রথমে পড়ে গেল করুনার আদ্যশ্রাদ্ধ হচ্ছে বিদ্যালয়ে। রাজ্য সরকারের জারি করা নীতি নির্দেশিকা কে শুকনো কলাপাতা বানিয়ে অধিক মুনাফা লাভের আশায় কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের আসতে বাধ্য করছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এমনটাই অভিযোগ অভিভাবক মহল থেকে।

জানা যায়,গোটা রাজ্যের রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের আদর্শ মূলে বিভিন্ন বিদ্যালয় গুলিতে চালু হয়েছে নাইভার হুড ক্লাস। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ জন করে ছাত্র ছাত্রী নিয়ে ক্লাস করানোর কথা উন্মুক্ত জায়গায়।কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ব্যতিক্রমী চিত্র এবার তেলিয়ামুড়া আনন্দমার্গ উচ্চ বিদ্যালয়ের বালিকা বিভাগ থেকে। বিদ্যালয়ে সোমবার গিয়ে প্রত্যক্ষ করা গেল নাইভার হুড ক্লাসের নামে অসংখ্য ছাত্র ছাত্রীর নিয়ে শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ দানে ব্যাস্ত। এর উপর পাঠ দানে ব্যাস্ত শিক্ষক সহ পাঠ গ্রহণ করতে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকের মুখেই ছিলনা মাক্স সাংবাদিকের ক্যামেরা দেখে মনে হল মাক্স পড়ার বিষয়টি। বিদ্যালয়টিতে গিয়ে কিছু সময়ের জন্য মনে হচ্ছিল রাজ্য থেকে যেনো করুণা উধাও।

এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলরাম ভৌমিকের কাছে জানতে চাওয়া হলে,, তিনি অনেকটা আমতা আমতা করে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করেন। একটা সময় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের সঙ্গে বাক যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অপর দিকে আনন্দমার্গ উচ্চ বিদ্যালয়ের বালিকা বিভাগের ইনচার্জ জনৈক দিদিমণি নাইভার হুড ক্লাস সম্পর্কে উপস্থিত সাংবাদিকদের যে তথ্য দিচ্ছিল এতেও ছিল ভুলের ছয়লাপ। কারণ, নাইভার হুড ক্লাসে ৫ জন ছাত্র-ছাত্রী থাকার নিয়ম থাকলেও সে ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা গেল ৫ জনের অধিক ছাত্র-ছাত্রী প্রত্যক্ষ করা গেল।

তবে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের নীতি নির্দেশিকাগুলি কততা মান্যতা দিচ্ছে সেটা মূলত প্রশ্নচিহ্নের মুখে। তবে কোথায় গেল সেই রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা। বর্তমান রাজ্য সরকার করুণা নিষেধাজ্ঞা পালন না করার খেসারত দিতে হলো অনেককে। আদতে কি রাজ্য সরকার ওই স্কুলের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কিন্তু সাধারন জনগন রাজ্য সরকারের নিয়ম-নীতিকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে থাকলেও ওই স্কুলে কেমন করে সরকারি নিষেধাজ্ঞাকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে স্কুলের পোশাক ছাড়া এই ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে এনে দিব্যি ক্লাশ করে যাচ্ছে। এখন দেখার বিষয় রাজ্য শিক্ষা দপ্তর কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংয়ের শেষকৃত্য সম্পন্ন

লখনউ/আলীগড়, ২৩ আগস্ট (হি.স.): শেষকৃত্য সম্পন্ন হল উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজস্থানের প্রাক্তন রাজ্যপাল কল্যাণ সিংয়ের। সোমবার বিকেলে আতরৌলির নরোড়া ঘাটে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাহকার্য সম্পন্ন হয়। তাঁর অনন্ত যাত্রায় সামিল ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের একাধিক মন্ত্রী। গত ২১ আগস্ট ৮৯ বছর বয়সে মারা যান কল্যাণ সিং।

কল্যাণ সিং এর মৃত্যু একটি বড় ক্ষতি-প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রয়াত নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান। এই সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন যে কল্যাণ সিংহের মৃত্যু একটি বড় ক্ষতি। সারা দেশ, বিশেষ করে উত্তর প্রদেশের দরিদ্র ও নিম্নবিত্তরা তাদের নিজস্ব একজন শুভাকাঙ্খীকে হারিয়েছে। উত্তরপ্রদেশ এবং দরিদ্রদের উন্নয়নে নিবেদিত জীবন-কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন যে কল্যাণ সিং শ্রী রাম জন্মভূমি আন্দোলনের একজন বড় নেতা ছিলেন এবং তিনি এই আন্দোলনের জন্য ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার কথা মোটেও ভাবেননি। তিনি আরও বলেন, যখন শ্রী রাম জন্মভূমির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল, সেদিনই তিনি বাবুজির সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং তিনি অত্যন্ত আনন্দ ও সন্তুষ্টির সঙ্গে বলেছিলেন যে তাঁর জীবনের লক্ষ্য আজ পূর্ণ হয়েছে। তাঁর পুরো জীবন উত্তরপ্রদেশ এবং দরিদ্রদের উন্নয়নে নিবেদিত ছিল এবং তিনি সর্বদা এই রাজ্যটিকে দেশের সেরা রাজ্যে পরিণত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন যে কল্যাণ সিং খুব দরিদ্র শ্রেণী থেকে উঠে এত বড় নেতা হয়ে উঠেছিলেন, আদর্শের লক্ষ্যের জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছিলেন, সর্বদা সমাজের দরিদ্র এবং পিছিয়ে পড়া অংশের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, এই সব আমাদের দলের দ্বারা করা হয়েছিল শ্রমিকরা অনুপ্রেরণামূলক হবে।

শেষকৃত্যে ভিড়- কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন যে বাবুজির প্রয়াণ রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি বিশেষ শূন্যতা রেখেছে, বিশেষ করে আমাদের দলের জন্য এবং এই শূন্যস্থানটি দীর্ঘদিন পূরণ করা খুব কঠিন হবে। তিনি বলেছিলেন যে দীর্ঘদিন সক্রিয় রাজনীতিতে না থাকা সত্ত্বেও, বাবুজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যে ধরনের জনতা এসেছে, বিশেষ করে তরুণদের সংখ্যা, তা দেখায় যে তাঁর জীবন উত্তর প্রদেশের জনজীবনে গভীর ছাপ রেখে গেছে।

বিক্ষোভ মিছিল বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৩ আগস্ট।। আজ সন্ধ্যা পাঁচ ঘটিকায় ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে বিলোনিয়া বিভাগীয় অফিস থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়।গত ১৩ সেপ্টেম্বর বিধানসভার উপাধ্যক্ষ কর্মচারীদের হাড় ভেঙে দেওয়া নিয়ে যে কুরুচিকর মন্তব্য করেছিলেন তারই প্রতিবাদ জানিয়ে আজ বিলোনিয়া বিভাগীয় কর্মচারী সংগঠনের নেতৃত্ব গর্জে ওঠেন। উক্ত বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ধীমান চক্রবর্তী, বিলোনিয়া বিভাগীয় সম্পাদক , এবং বিপ্লব ভুইয়া বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির সভাপতি, এছাড়া অন্যান্য নেতাদের মধ্যে জীবন শীল, সহ অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কেন্দ্রের ডাকা সর্বদল বৈঠকে অংশ নেবে তৃণমূল ঘোষণা মমতার

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় সংকট — আফগানিস্তানে তালিবানের শাসন প্রতিষ্ঠা। সমস্যা সমাধানে ভারত সরকারের সঙ্গে যৌথভাবেই কাজ করবে পশ্চিমবঙ্গ। সোমবার রাজ্যের এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

একা আফগানভূমের নয়, বিষয়টি মাথাব্যথার কারণ গোটা বিশ্বেই। জঙ্গি অধ্যুষিত দেশে নিজেদের নাগরিকদের সুরক্ষা নিয়ে চিন্তিত সব রাষ্ট্রই। ভারতও ব্যতিক্রম নয়। এই অবস্থায় আফগানিস্তানের ভারতীয় উদ্ধার এবং একাধিক ইস্যুতে আগামী ২৬ তারিখ সর্বদল বৈঠকের ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই অবস্থায় ২৬ তারিখের সর্বদল বৈঠকে তৃণমূল যোগ দেবে কি না, এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, ''তৃণমূল অবশ্যই থাকবে বৈঠকে। এটা আন্তর্জাতিক ইস্যু। বিদেশনীতি মেনে রাজ্য কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথভাবেই কাজ করবে। বাংলার আলাদা করে কিছু করার নেই। আমাদের যা খোঁজখবর নেওয়ার, তা নিচ্ছি। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি।''

সূত্রের খবর, তালিবানের ক্ষমতা দখলের পর আফগানিস্তানে ভারতীয় বিনিয়োগ রক্ষা ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হবে এই বৈঠকে। এছাড়া, আগামী দিনে তালিবানের সঙ্গে সম্পর্ক কোন খাতে বইবে, তা ঠিক করতে বিরোধী দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চলেছেন মোদী। টুইট করে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর জানিয়েছেন যে, সংসদীয় দলনেতাদের আফগানিস্তান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য দেওয়ার জন্য বিদেশমন্ত্রককে নির্দেশ দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। এই মুহূর্তে কাবুলের হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ভারতীয় নাগরিকদের ফেরানোর কাজ করছে নয়াদিল্লি। আফগান শিখ ও হিন্দুদেরও ফেরাচ্ছে ভারত সরকার।প্রসঙ্গত, বিভিন্ন বিষয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে মতানৈক্য হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। তবে আফগানিস্তান প্রসঙ্গ এতটাই সংকটজনক এবং গুরুত্বপূর্ণ যে যৌথভাবে কাজের জন্য হাত বাড়াচ্ছে রাজ্য সরকার। বিদেশনীতি মেনেই এই সিদ্ধান্ত, মত ওয়াকিবহাল মহলের।

দশ দফা দাবি সনদের ভিত্তিতে মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করল উত্তর জেলা কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৩ আগস্ট।। দশ দফা দাবি সনদের ভিত্তিতে জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হল উত্তর জেলার ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস। উক্ত ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস দলের উত্তর জেলার জেলা সভাপতি অজিত দাস,ঊনকোটি জেলার জেলা সভাপতি বদরুজ্জামান, ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি পূজন বিশ্বাস, জেলার যুব কংগ্রেসের সভাপতি নিরুপম দে প্রমুখ।আজ দুপুর বারোটায় ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস ভবন থেকে সুবিশাল মিছিল বের করে গোটা ধর্মনগর শহরের রাজপথ পরিক্রমা করে জেলা শাসকের অফিসে এক ডেপুটেশনে মিলিত হয় ধর্মনগর জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব। মহকুমা শাসক অনিবার্য কারণবশত জেলাশাসক কার্যালয়ে না থাকায় অতিরিক্ত জেলা শাসক ধনবাবু রিয়াং এর নিকট দশ দফা দাবি দাওয়া নিয়ে একটি প্রতিলিপি তুলে দেওয়া হয় জেলা কংগ্রেসের তরফ থেকে।দশ দফা দাবি সনদের মধ্যে হল-দেশের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার অবনতি, পেগাসাস কাণ্ডের তদন্ত, পানিসাগর মহাকুমায় কলেজ নির্মাণ, বিপিএল এবং এড্যোক বিপিএল তালিকার সকল নাগরিকদের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রদান সহ চুরাইবাড়িতে সকল ট্রেন দাঁড় করানো, কর্মসংস্থানের অভাব, ছাত্র-ছাত্রীদের লাঠিপেটা ইত্যাদি।পাশাপাশি উত্তর জেলার জেলা কংগ্রেসের আজকের ডেপুটেশনের মধ্য দিয়ে কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি জেলাবাসীর নজর কেড়েছে।

মদ তৈরীর সরঞ্জাম উদ্ধার বাগবাসায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৩ আগস্ট।। বাগবাসা পুলিশ আউট পোস্টের ইনচার্জের দায়িত্বে বসেই নেশা বিরোধী অভিযানে নামলেন থানার ইনচার্জ রতন রবিদাস।আজ ইনচার্জ রতন রবিদাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে দক্ষিণ গঙ্গানগর এবং বাগবাসা এলাকাতে নেশা বিরোধী অভিযান চালানো হয়। উক্ত স্থানগুলি থেকে অবৈধভাবে মজুদ করে রাখা বিপুল পরিমাণ বিলেতি ও দেশী চুলাই মদ উদ্ধার করে বাগবাসা থানার পুলিশ।সাথে বারোশো লিটার দেশী মদ তৈরির সামগ্রী (জাওয়া) ঘটনাস্থলে ধ্বংস করে বাগবাসা আউট পোস্টের পুলিশ।তবে যেসকল বাড়িতে আজকের নেশা বিরোধী অভিযান চালানো হয় সেখান থেকে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি বাগবাসা আউট পোস্টের পুলিশ। এদিকে বাগবাসা আউট পোস্টের ইনচার্জ রতন রবিদাস জানিয়েছেন, আগামী দিনে বাগবাসা থানার এধরনের নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি আজকের দেশী-বিদেশী মধের সাথে যারা জড়িত তাদেরকে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হবে বলেও জানান ইনচার্জ শ্রী রবিদাস।

আদর্শ গ্রাম গড়ার কাজ চলছে তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। একজন গ্রাম প্রধান এবং পঞ্চায়েত সচিব যদি চায় একটি গ্রামকে শহর করবেন তাতেও ভুল নয়। কিন্তু মানুষদের আশা আকাংখা দাবি চাহিদা গুলি যদি পারে পূরণ করতে তবে একটি গ্রাম কেউ শহর তৈরি করা যায়।মুখ্যমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম যোজনার প্রকল্পে এবার তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লকের অধীন বিবেকানন্দ নগর গ্রাম পঞ্চায়েত''কে আদর্শ গ্রাম হিসাবে ঘোষণা দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। এ নিয়ে সোমবার বিবেকানন্দ নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস কক্ষে তেলিয়ামুড়া সবকটি দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা কল্যাণী রায়ের উপস্থিতিতে।

এদিনের এই অনুষ্ঠানে বিধায়িকা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক মোহাম্মদ টি সাজ্জাদ, তেলিয়ামুড়া ব্লকের বিডিও শান্তনু বিকাশ দাস, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান যমুনা দাস, ভাইস চেয়ারম্যান অপু গোপ, বিবেকানন্দ নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্মল সূত্রধর সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

বৈঠকের ফাঁকে বিধায়িকা কল্যাণী রায় জানান,, এই আদর্শ গ্রাম পরিকল্পনা মূলত দুইটি পর্যায়ে হবে। প্রথম এবং দ্বিতীয় ধাপে। প্রথম ধাপে প্রথম পুরস্কার থাকবে পঞ্চাশ লাখ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ত্রিশ লাখ, এবং যথাক্রমে তৃতীয় পুরস্কার কুড়ি লাখ টাকা।

দ্বিতীয় ধাপে প্রথম পুরস্কার থাকবে এক কোটি টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার থাকবে ষাট লাখ টাকা, এবং তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে থাকবে চল্লিশ লাখ টাকা।

পুরস্কৃত অর্থ রাশি দিয়ে আদর্শ গ্রামে মনোনীত হওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত গুলো আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ওই পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারবে।

কাবুল থেকে দেশে ফিরলেন ভারতীয়রা, ভারতে এলেন ৪৬ জন আফগান হিন্দু ও শিখ

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): অবশেষে দেশে ফেরার স্বস্তি, কাবুল থেকে ভারতে ফিরলেন আফগানিস্তানে আটকে থাকা ভারতীয় নাগরিকরা। পাশাপাশি কাবুল থেকে ভারতে নিয়ে আসা হয়েছে শিখদের তিনটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ শ্রী গুরুগ্রন্থ সাহিব। কাবুল থেকেই ভারতে এসেছেন ৪৬ জন আফগান হিন্দু ও শিখ। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান ওয়ার্ল ফোরামের প্রেসিডেন্ট পুনিত সিং চন্দহক জানান, কাবুলের হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ভিতরে রয়েছেন আটকে থাকা ভারতীয় নাগরিক, ৪৬ জন আফগান হিন্দু ও শিখ এবং তিনটি শ্রী গুরুগ্রন্থ সাহিব। পরে তিনটি ভিডিও আপলোড করে জানান, ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে ভারতে ফিরেছেন আফগানিস্তানে আটকে থাকা ভারতীয় নাগরিকরা, নিয়ে আসা হয়েছে তিনটি শ্রী গুরুগ্রন্থ সাহিব। ৪৬ জন আফগান হিন্দু ও শিখও ভারতে এসেছেন।

তিনটি ইনসাস রাইফেল উদ্ধার

শিলং, ২৩ আগস্ট (হি.স.) : ছিনতাইকৃত তিন ইনসাস রাইফেল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে মেঘালয় পুলিশ। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে আজ সোমবার মেঘালয় ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসের দল উমশিং-মাওকিনরোহ পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত শিলঙের গণেশ দাস হাসপাতালের নীতে ওয়াহউমখ্রা নামের এক পাহাড়ি ছড়ায় তালাশি চালিয়ে এগুলি উদ্ধার করেছে। গত ১৩ আগস্ট মওলাই এলাকায় পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে 'হাইনেউত্রিপ ন্যাশনাল লিবারেশন কাউন্সিল' (এইচএনএলসি) নামে মেঘালয়ের এক জঙ্গি সংগঠনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক চেস্টারফিল্ড থাংখিউয়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ১৫ আগস্ট কতিপয় দুষ্কৃতী শিলঙের বিভিন্ন এলাকায় উন্মত্ত তাণ্ডব শুরু করেছিল।

এনআইডিএম

● প্রথম পাতার পর

নিয়েও ওই রিপোর্টে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। শিশুদের চিকিৎসক এবং হাসপাতালের পরিকাঠামো বাড়াতে রাজ্য সরকারগুলি কী পদক্ষেপ করেছে সেটাও দেখার। কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে দেশের বেশ কিছু হাসপাতালে অক্সিজেন এবং শয্যার সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তৃতীয় ঢেউয়ে শিশুরা বেশি আক্রান্ত হলে মা-বাবাদের যাতে শিশুর চিকিৎসা করাতে হয়রানির শিকার না হতে হয় তার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুতি সেরে রাখার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞেরা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রথম ঢেউয়ে কো-মর্বিডিটি আছে যাঁদের তাঁদের পাশাপাশি বয়স্করাও করোনা-আক্রান্ত হয়েছিলেন বেশি। দ্বিতীয় ঢেউয়ে মধ্যবয়স্করা বেশি কোভিড-আক্রান্ত হয়েছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, যে হেতু ওই দুই বয়সীদের কোভিড হয়ে গিয়েছে এবং সে তুলনায় শিশুদের কম হয়েছে, তাই তৃতীয় ঢেউয়ে শিশুদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যে সব এলাকায় বা যে বয়সীদের মধ্যে কোভিডের দুই ঢেউয়ে সংক্রমণ কম হয়েছে সেখানেই তৃতীয় ঢেউয়ের আঘাত জোরালো হবে। এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে শিশুদের আক্রান্ত হওয়ার কথা বলা হলেও, দেশের ৫০ শতাংশের বেশি শিশুর শরীরে কোভিডের অ্যান্টিবডি রয়েছে বলে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর চতুর্থ সেরো সার্ভে-তে উঠে এসেছে। আইসিএমআর-এর এপিডেমিয়োলজি অ্যান্ড কমিউনিকেবল ডিজিজের বিভাগীয় প্রধান সমীরণ পান্ডার কথায়, "অধিকাংশ শিশুর শরীরেই যে হেতু কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে, তাই এখন যাদের শরীরে অ্যান্টিবডি নেই তাদের নিয়েই বেশি আশঙ্কা। অ্যান্টিবডি থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ কোভিডে আক্রান্ত হয় তাদের রোগের ভয়াবহতাও হবে কম। তবে এই ঢেউয়ে শিশুরাই আক্রান্ত হবে এই ধারণার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।"

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অনির্বাণ দলুইয়ের মতে, "টিকাকরণ না হওয়ায় ১৮ বছরের নীচে যাদের বয়স, তাদের কোভিড-আক্রান্তের আশঙ্কা থেকেই যায়। দেশের চতুর্থ সেরো সার্ভে অনুযায়ী, টিকা না দিয়েও যত সংখ্যক শিশুর শরীরে অ্যান্টিবডির হদিশ পাওয়া গিয়েছে সেই তুলনায় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে অনেক কম শিশু। কারণ বড়দের থেকে শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি।'

প্রতিমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

ক্ষমতা কারোর হয়নি। তাঁর মতে, ত্রিপুরায় পরিবর্তন সহজে আসেনি। হাজার হাজার কার্যকর্তার অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগের বিনিময়ে পরিবর্তনের ফসল ঘরে তোলা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন, জনজাতি অঞ্চলে কাজ করার জন্য রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের চার স্বয়ং সেবক বলিদান দিয়েছেন। এমন উদাহরণ দেশের আর কোথাও মিলবে না।

প্রতিমা ভৌমিক আজ আজ উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, তিপ্রাল্যান্ড, গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দোহাই দিয়ে কে কতো বড় ধোকাবাজি করতে পারেন তার লক্ষণ এডিসি-তে দেখা যাচ্ছে। তিনি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেন, কাদের ঢোকা দেওয়া হচ্ছে। তিপ্রাসাকে নিজেরাই ধোকা দিচ্ছেন। তিনি আজ প্রচন্ড বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, এই প্রথম ত্রিপুরায় তিপ্রাসা অন্য তিপ্রাসাদের উপর অত্যাচার করছেন। সবচেয়ে বেশি মহিলারা অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন। তাতে তিনি নাম না করে তিপ্রা মথা-কে বিধেছেন।

তিনি আজ তৃণমূল কংগ্রেসকেও এক হাত নিয়েছেন। তাঁর কটাক্ষ, হটাত কিছু রাজনৈতিক দল আমদানি হচ্ছে। অতীতেও আমদানি হয়েছে। কিন্ত, ত্রিপুরায় বিজেপির শক্তির।

ইন্ডিয়া

● প্রথম পাতার পর

আইডি কার্ড এবং মেডেল পাঠান।এই সাফল্যে খুশি সকলেই। যদিও একটানা এত সময় শঙ্খধ্বনি দেওয়াও একটি বিরাট ব্যাপার বলে মনে করছেন সকলেই। কারণ এর সাথে যুক্ত রয়েছে শ্বাস-প্রশ্বাসের বিষয়। সে জায়গায় এত সময় শঙ্খধ্বনি দেওয়া সত্যি অর্থে একটা আশ্চর্যজনক বিষয় বলে মনে করছে সকলেই। আমাদের রাজ্যে এমন অনেক মানুষ রয়েছে যাদের ভেতরে সুপ্ত আছে অনেক প্রতিভা।সে ক্ষেত্রে অনেকের প্রতিভা প্রকাশিত হলেও এমন অনেক মানুষ আছে তাদের সুপ্ত প্রতিভা সুপ্তই থেকে যায়। তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে সকলকেই।সম্রাট বসাকের এই সাফল্য আগামী দিনে এমন আরো অনেক মানুষকে উৎসাহিত করবে। যাদের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে তাদের সাহস যোগাতে অনেকটাই ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে মনে করছেন ধলাই জেলা সদর আমবাসার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ।

বিশালগড়ে

● প্রথম পাতার পর

করে ময়নাতদন্তের জন্য বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। এ ব্যাপারে পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুজনিতএকটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

জানা যায় ভুবন তাতি দুইটি বিবাহ করেছে। কিন্তু উনার দুই বউ একসাথে থাকে। তাদের মধ্যে কোন ঝামেলা নেই বলে এলাকাবাসী জানান। পরিবারের লোকজন জানান কি কারণে মৃত্যু তা নিয়ে তারা কিছুই বুঝতে পারছেন না।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশী তদন্তক্রমে কি তথ্য বেরিয়ে আসে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে হরিশ নগর চা বাগানের শ্রমিকরা।

স্কুলছাত্র

● প্রথম পাতার পর

শুনানি শেষে মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায় ভাট্টার মালিক বিনোদ বিহারী দত্তকে বাচ্চাটির ক্ষতিপূরণ বাবদ ১০ লক্ষ টাকা ছেলেটির শিক্ষা উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য ওই পরিবারকে দেওয়ার জন্য আদেশ করেন ভাট্টার মালিক পক্ষকে।অন্যদিকে মহকুমাশাসক আরও নির্দেশ করেছেন আগস্টের মধ্যে ওই ইটভাট্টার সমস্ত রকম ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার জন্য। নতুবা মহকুমা শাসক পলিউশন কন্টোল বোর্ডকে ওই ইটভাট্টা বন্ধ করার জন্য সাজেস্ট করবেন।বিডিসি নামক মহারানীস্থিত ওই ভাটার যে বৈধ কাগজপত্র এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকার কথা সেগুলি নেই বলে জানান গেছে। ভাট্টার চারদিকে কোন বাউন্ডারি ওয়াল নেই। সে কারণেই বাচ্চারা অনায়াসে ওই ভাটাতে আসা যাওয়া করতে পারে।

অটোর

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, ধৃতদের আজ আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ। আদালত তাদের তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে।

অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপ

আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। রেটিং। চলতি বছরের জুলাই মাস পর্যন্ত উৎকর্ষ পর্যালোচনায় এই বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়। সোমবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্বাবিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা একথা জানান। অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ভর্তির জন্য সরাসরি স্কলারশিপ পেতে হলে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় নূন্যতম ৪০ শতাংশ নম্বর প্রয়োজন। তবে ৪০ শতাংশের কম নম্বর থাকলেও স্কলারশিপ পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। সেক্ষেত্রে ওই ছাত্র কিংবা ছাত্রীকে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৭০ শতাংশ নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের এডুকেশন, কাউন্সেলিং ও কমিউনিকেশন বিভাগের অ্যাসোসিয়েট ভাইস প্রেসিডেন্ট সৌরীন দত্ত রায়ের কথায়, "এই মহামারী পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে খোঁজ নিতে পারছে না। তাই আমরাই চলে এসেছি পড়ুয়াদের কাছে তাদের যাবতীয় তথ্যের খোঁজ দিতে। দু''দিনব্যাপী এই অ্যাডমিশন ক্যাম্পে যোগাদান করে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি ফি, স্কলারশিপ, প্রবেশিকা পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে পারবে।'

অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কিছু কথা: পূর্ব ভারতের অন্যতম সেরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা তথা আচার্য প্রফেসর সমিত রায়ের নেতৃত্বে বিজ্ঞানসম্মত তথা যুগোপযোগী শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে এক অনন্য ভূমিকা পালন করছে এই বিশ্ববিদ্যালয়। ইঞ্জিনিয়ারিং, এগ্রিকালচার, ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স থেকে শুরু করে ম্যানেজমেন্ট, বিজ্ঞান থেকে আইনি পড়াশোনা-সবই রয়েছে এখানে একই ছাতার তলায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যা শুধুমাত্র শিক্ষাগত নয়, পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ঘটাবে। মোট ১০ টি আলাদা আলাদা বিভাগীয় স্কুল রয়েছে এখানে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে এই ১০টি স্কুলে প্রায় ১০২টির বেশি কোর্স পড়ানো হয়। বিভিন্ন আন্তজার্তিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও সংযোগ রয়েছে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের।

পড়াশোনার পর রয়েছে ক্যাম্পাসিংয়ের সুবিধা। গত দু''বছরে ৯০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ক্যাম্পাসিংয়ে বিভিন্ন নামী সংস্থায় চাকরি পেয়েছে। যেখানে সর্বোচ্চ পে প্যাকেজ ছিল বছরে আঠারো লক্ষ টাকা। ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা বিকাশের পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুত করা হয় এখানে। এজন্য একটি প্রফেশনাল স্টাডিজ এর স্কুলও রয়েছে এখানে।ডিপ্লোমা থেকে ডক্টরেট পর্যন্ত বিভিন্ন বিস্তৃত প্রোগ্রামের মিশেলে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম অন্যতম সেরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় সংযোজিত হয়েছে।

এবার অবসর ঘোষণা করলেন অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য হরমিত সিং

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): এবার অবসরের সিদ্ধান্ত নিলেন ২০১২ অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য হরমিত সিং। বিসিসিআই-এর পর্ব মিটিয়ে এবার তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে প্রফেশনাল ক্রিকেটে মন দিতেই এই সিদ্ধান্ত নিলেন হরমিত সিং। মূলত দীর্ঘ দিন ধরে নিজের রাজ্যের টিমে উপেক্ষা সহ্য করতে না পেরেই এই সিদ্ধান্ত নিলেন হরমিত সিং।

কিছু দিন আগেই অবসর ঘোষণা করেন ২০১২ অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়ক উন্মুক্ত চাঁদ। এবং যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে তিনি এখন মেজর ক্রিকেট লিগ খেলছেন। এ বার অধিনায়কের দেখানো পথেই হাঁটলেন ২৮ বছরের বাঁ-হাতি স্পিনার। যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে প্রফেশনাল ক্রিকেটে মন দিতেই এই সিদ্ধান্ত নিলেন হরমিত সিং। তাঁর মতে, যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিকেট খেলে অন্তত কিছু টাকা তো তিনি রোজগার করতে পারবেন। তিনি বলেন, 'যদি ৩০ মাস টানা যুক্তরাষ্ট্রে থাকা যায়, তা হলে এই দেশের জার্সিতে খেলার ছাড়পত্র পাওয়া যায়। আমি ১২ মাস শেষ করেছি। আরও ১৮ মাস বাকি রয়েছে। ২০২৩-এর শুরু থেকে আমি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় দলে হয়তো খেলার ছাড়পত্র পেয়ে যেতে পারি। আমার তখন ৩০ হবে। একজন স্পিনারের জন্য প্রাইম টাইম।' প্রসঙ্গত, ৩১টি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ৮৭টি উইকেট তিনি ফেলেছেন। তিনি ৭৩৩ রানও করেছেন। হরমিত বলেছেন, 'আমি জুলাইইয়ে অবসর নিয়েছি। কারণ আমি মুম্বইয়ে খেলার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। মুম্বই আমার হোম টিম ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে খেললে আমি ভাল টাকা রোজগার করতে পারব। যেটা আমাকে নিরাপত্তা দেবে। তা ছাড়া ক্রিকেটটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ।'-হিন্দুস্থান সমাচার

চোট, ভারতের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে খেলবেন না মার্ক উড

লন্ডন, ২৩ আগস্ট (হি.স.): ভারতের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের আগে ইংল্যান্ড শিবিরে দুঃসংবাদ। কাঁধের চোটের কারণ ছিটকে গেলেন ব্রিটিশ বোলার মার্ক উড। লর্ডস টেস্টের চতুর্থ দিনে ফিল্ডিং করার সময় চোট পেয়েছিলেন মার্ক উড। তারপর থেকেই সমস্যায় ছিলেন তিনি। অবশেষে তাঁকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তে শিলমোহর দিল ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড।সোমবার নিজেদের সিদ্ধান্ত জানিয়েদিল ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড।

এবার 'সেট'-এর প্রশ্নপত্র বাংলায়, ২৭ বছর পর কলেজ সার্ভিস কমিশনের প্রশ্ন বাংলায়

কলকাতা, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে স্টেট এলিজিবিলিটি টেস্ট বা 'সেট'-এর প্রশ্নপত্র এবার বাংলাতেও হবে। এতদিন এই প্রশ্নপত্র ইংরেজিতে হত। সহকারী অধ্যাপক পদে আবেদনকারী প্রার্থীরা এই পরীক্ষায় বসেন। আগামী বছর ৯ জানুয়ারি এই পরীক্ষা। দীর্ঘদিন ধরে কলেজ সার্ভিস কমিশনের কাছে পড়ুয়ারা অনেকে বাংলায় প্রশ্নপত্র করার আবেদন করছিলেন। সূত্রের খবর, সব বিষয়ে নয়। মূলত, সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শণের মত বিষয়গুলোর প্রশ্ন বাংলায় হবে।

ইংল্যান্ড শিবিরে দুঃসংবাদ! চোটের কারণে ছিটকে গেলেন মার্ক উড

লন্ডন, ২৩ আগস্ট (হি.স.): ভারতের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের আগে ইংল্যান্ড শিবিরে দুঃ সংবাদ। কাঁধের চোটের কারণ ছিটকে গেলেন ব্রিটিশ বোলার মার্ক উড। লর্ডস টেস্টের চতুর্থ দিনে ফিল্ডিং করার সময় চোট পেয়েছিলেন মার্ক উড। তারপর থেকেই সমস্যায় ছিলেন তিনি। অবশেষে তাঁকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তে শিলমোহর দিল ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড।সোমবার নিজেদের সিদ্ধান্ত জানিয়েদিল ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড।

ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজে ইতিমধ্যেই ১-০ এগিয়ে রয়েছে ভারত। বুধবার থেকে হেডিংলেতে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ। আগেই চোটের কারণে স্টুয়ার্ট বর্ড, জোফ্রে আর্চার, ক্রিশ ওকসের মতো ক্রিকেটাররা চোটের কারণে ছিটকে গেছে এবার সেই তালিকায় নাম লেখালেন মার্ক উড। বেন স্টোক্সও সরে গিয়েছেন, এমন অবস্থায় মার্ক উডের চোটের খবর সত্যিই চাপে ফেলেছে ইংল্যান্ড শিবিরকে।

ইংলিশ ক্রিকেট সংস্থার তরফ থেকে বলা হয়েছে, আপাতাত ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের মেডক্যাল টিমের তত্বাবধানেই থাকবেন মার্ক উড। সেখানেই তার চিকিৎসা চলবে। ফলে সেই কারণেই তাঁকে তৃতীয় টেস্টে পাওয়া যাবেনা। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

টোকিও প্যারালিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেখা যাবে আফগানিস্তানের পতাকা

টোকিও, ২৩ আগস্ট (হি.স.): তালিবান দখল নিয়েছে দেশের। বর্তমান পরিস্থিতিতে টোকিও প্যারালিম্পিকে অংশ নেওয়া হচ্ছে না আফগান ক্রীড়াবিদদের। তা সত্ত্বেও গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেখা যাবে আফগানিস্তানের পতাকা। এমনটাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আন্তর্জাতিক প্যারালিম্পিক সংস্থা। আন্তর্জাতিক প্যারালিম্পিক কমিটির সভাপতি অ্যান্ড্রু পার্সন্স জানিয়েছেন, ঐক্যের প্রতীক হিসেবেই আফগানিস্তানের পকাতা তুলে ধরা হবে উদ্বোধনী মার্চ পাস্টে। আফগানিস্তানের কোনও প্রতিযোগী অংশ নিতে পারছেন না গেমসে। স্বাভাবিকভাবেই পতাকাবহন করার লোক নেই। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের উদ্বাস্তু কমিশনের কোনও এক প্রতিনিধি মঙ্গলবার ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে বহন করবেন আফগানিস্তানের পতাকা।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল : rainbowprintingworks@gmail.com

অ্যাথলেটিক্স ভারতজুড়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে : নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি. স.) : নাইরোবির অনূর্দ ২০-র বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ভারতের সফল ক্রীড়াবিদদের অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার তিনি টুইটে লেখেন, "গতি এবং সাফল্য বাছাই! ২০২১-এ নাইরোবির অনূর্দ ২০-র বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় ২ টি রৌপ্য পদক এবং একটি ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে আসার জন্য আমাদের ক্রীড়াবিদদের অভিনন্দন। অ্যাথলেটিক্স ভারতজুড়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে এবং এটি আগামী সময়ের জন্য একটি বড় লক্ষণ। আমাদের পরিশ্রমী ক্রীড়াবিদদের জন্য শুভ কামনা।" প্রসঙ্গত, এই বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় রূপো ও ব্রোঞ্জ জয়ের ফলে আনন্দিত ভারতীয় অ্যাথলিটরা। অনূর্ধ-২০ বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের এই সাফল্য নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের বড় সাফল্য। ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে 'সাই'য়ের তরফে। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রাক্তন অ্যাথলিট পিটি উষা। এছাড়াও সমগ্র ক্রীড়া মহল থেকে শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে প্রতিযোগীদের।

শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন জোকোভিচ পঞ্চমে নাদাল, নবম ফেডেরার

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.) : এটিপি র‍্যাঙ্কিং-এ শীর্ষ স্থান ধরে রাখলেন সার্বিয়ান সুপারস্টার নোভাক জোকোভিচ। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান ধরে রেখেছেন দানিয়েল মেদভেদেভ ও স্টেফানোস সিতিসিপাস। চতুর্থ স্থানে থাকা স্প্যানিশ মহাতারকা রাফায়েল নাদাল পিছিয়ে গেছেন এক ধাপ। নাদালের জায়গায় একধাপ এগিয়ে চতুর্থ স্থান দখল করেছেন অলিম্পিকে সোনা জয়ী জার্মান তারকা আলেক্সান্ডার জভেরভ। আর এক টেনিস কিংবদন্তী রজার ফেডেরার রয়েছেন নবম স্থানে। তবে টোকিও অলিম্পিকে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা সুমিতের নতুন এটিপি র‍্যাঙ্কিং ৬ ধাপ পিছিয়ে ১৬৫। অন্যদিকে দু ধাপ এগিয়ে ১৫৬ নম্বর স্থানে রয়েছেন ভারতের আর এক টেনিস খেলোয়াড় প্রজনেস গুণেশ্বরণ।

সোমবার প্রকাশিত নতুন আপডেট অনুযায়ী, ১৫৮ র‍্যাঙ্কিং থেকে দু ধাপ এগিয়ে ১৫৬ নম্বর স্থানে ভারতের প্রজনেস। ৪৮১ পয়েন্ট রয়েছে তাঁর। অন্যদিকে ১৫৯ নম্বর স্থান থেকে ৬ ধাপ পিছিয়ে ১৬৫ তম স্থানে সুমিত নাগাল। সুমিতের পয়েন্ট ৪৫৬। ১১,১১৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন ২০ টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী সার্বিয়ান নোভাক জোকোভিচ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ২৫ বর্ষীয় রাশিয়ান তারকা দানিয়েল মেদভেদেভের পয়েন্ট ৯,৯৮০। তিন নম্বরে থাকা গ্রিক তারকা স্টেফানোস সিতিসিপাসের পয়েন্ট ৮,৩৫০। ৮২৪০ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে রয়েছেন আলেক্সান্ডার জভেরভ এবং পঞ্চম স্থানে থাকা রাফায়েল নাদালের পয়েন্ট ৭,৮১৫।

আসন্ন ইউএস ওপেনে শীর্ষ বাছাই হিসেবেই মাঠে নামছেন নোভাক জোকোভিচ। মরশুমের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামের জন্য ফেভারিট তিনিই। ডমিনিক থিম, রাফায়েল নাদাল, রজার ফেডেরারের মতো তারকারা ইউএস ওপেনে অংশ না নেওয়ায় জোকারের সামনে রাস্তা অনেক মসৃণ। এবছর অস্ট্রেলিয়া ওপেন, রোলাঁ গারো এবং উইমবল্ডনের শিরোপা জয়ের পর অল স্ল্যামস জেতার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে নামছেন জোকার।

সিনসিনাটি খেতাব জয় আলেকজান্ডার ও অ্যাশলের

সিনসিনাটি, ২৩ আগস্ট (হি.স.): সিনসিনাটি মাস্টার্স খেতাব জিতলেন আলেকজান্ডার জেরেভ ও অ্যাশলে বার্টি। ওয়েস্টার্ন অ্যান্ড সাদার্ন ওপেনের মেনস সিঙ্গলসের ফাইনালে জেরেভ পরাজিত করেন রাশিয়ার আন্দ্রে রুবলেভকে। অন্যদিকে ওমেনস সিঙ্গলসের ফাইনালে বিশ্বের এক নম্বর তারকা বার্টি হারিয়ে দেন সুইজারল্যান্ডের ওয়াইল্ড কার্ড এন্টি জিল টাইশমানকে। এর ফলে মূলত, যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের যথাযথ প্রস্তুতি সেরে রাখলেন আলেকজান্ডার জেরেভ ও অ্যাশলে বার্টি।

অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন জেরেভ মাত্র ৫৯ মিনিটেই ৬-২, ৬-৩ স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দেন রুবলেভকে। বিশ্বের পাঁচ নম্বর তারকার এটি কেরিয়ারের ১৭ নম্বর সিঙ্গলস খেতাব। সিনসিনাটির তৃতীয় বাছাই জার্মান টেনিস তারকা এই নিয়ে মোট পাঁচটি এটিপি মাস্টার্স ১০০০ ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হলেন। চলতি মরশুমে এটি তাঁর চার নম্বর খেতাব।

এদিকে, মেয়েদের ফাইনালে সুইস প্রতিপক্ষকে হারাতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি অজি তারকাকে। বিশ্বের ৭৬ নম্বর তারকার বিরুদ্ধে বার্টি ৬-৩, ৬-১ স্ট্রেট সেটে জয় তুলে নেন। অ্যাশলে বার্টি এবার উইম্বলডনের খেতাব জিতলেও সিঙ্গলসে অলিম্পিক অভিযান মনে রাখার মত হয়নি তাঁর। তবে টোকিও অলিম্পিকের মিক্সড ডাবলসে ব্রোঞ্জ পদক জেতেন অজি তারকা। আপাতত কেরিয়ারের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম ট্রফি জয়ের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের কোর্টে নামবেন বিশ্বের এক নম্বর মহিলা টেনিস তারকা।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ক্লেভল্যান্ড ওপেনের কোয়ার্টারে সানিয়া-ম্যাকহল জুটি

ক্লেভল্যান্ড, ২৩ আগস্ট (হি.স.) : ভারতের টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা ও তাঁর আমেরিকান পার্টনার ক্রিস্টিনা ম্যাকহল পৌঁছে গেলেন ক্লেভল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপের কোয়ার্টার ফাইনালে। ওকসানা কালাশনিকোভা এবং আন্দ্রিয়া মিতুর বিরুদ্ধে স্ট্রেট সেটে জিতে শেষ আটের জায়গা পাকা করলেন সানিয়া-ম্যাকহল। ক্লেভল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপে মেয়েদের ডবলসে প্রিকোয়ার্টার ফাইনালে ইন্দো-আমেরিকান জুটি জর্জিয়া-রোমানিয়ান প্রতিপক্ষকে ৬-৩, ৬-২ ব্যবধানে হারান। ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট দেখানো শুরু করেন সানিয়া-ম্যাকহল। প্রতিপক্ষকে পাল্টা আঘাত হানার একফোঁটাও সুযোগ দেননি তাঁরা। যার ফলে স্ট্রেট সেটে ওকসানা-আন্দ্রিয়াকে হারান সানিয়া-ম্যাকহল।

অ্যাথলেটিক ক্লাবের বিরুদ্ধে ড্র করল বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ২৩ আগস্ট (হি.স.) : লিওনেল মেসির অনুপস্থিতিটা টের পাচ্ছে বার্সেলোনা। লা লিগায় অ্যাথলিটক ক্লাবের কাছে আটকে গেল বার্সা। লা লিগায় তাদের দ্বিতীয় ম্যাচে অ্যাথলেটিক ক্লাবের বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র করল বার্সেলোনা। ম্যাচের ৫০ মিনিটে ইনগো মার্টিনেজের গোলে এগিয়ে যায় অ্যাথলেটিকো। ছন্দহীন ফুটবল খেলতে থাকেন পিকে, গ্রিয়েজম্যানরা। এরপর ম্যাচের ৭৫ মিনিটে বার্সাকে সমতায় ফেরান মেমফিস দিপে।এরপর তিন পয়েন্ট পাওয়ার মরিয়া চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় স্পেনের এই জায়েন্ট ক্লাব। বরং খেলার একেবারে শেষ দিকে লাল কার্ড দেখেন বার্সার এরিক গার্সিয়া।

প্রসঙ্গত, লা লিগার প্রথম ম্যাচে ঘরের মাঠে গত রবিবার রিয়াল সোসিদায়াদকে ৪-২ গোলে হারিয়েছিল বার্সেলোনা। বার্সার পরবর্তী ম্যাচ ২৯ আগস্ট গেটাফের বিরুদ্ধে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

পূজারার পরিবর্তে সূর্যকুমারকে চাইছেন ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি.স.) : রানের মধ্যে না থাকা চেতেশ্বর পূজারার বদলি খোঁজার বিষয়ে সূর্যকুমার যাদবকে এগিয়ে রাখছেন ভারতের প্রাক্তন উইকেটরক্ষক ফারুক ইঞ্জিনিয়ার। তিনি মনে করেন, সূর্য কুমার যাদবকে একটা সুযোগ দেওয়া উচিত। সূর্য সাদা বলের ক্রিকেটে দুরন্ত পারফর্ম করে আসছেন। ইঞ্জিনিয়ার মনে করেন, এই ছেলেটির টেকনিক এবং খেলার ধরণ এতটাই কমপ্লিট, যে টেস্ট ক্রিকেটেও সফল হবে। ফারুক মনে করেন যাদবকে চেতেশ্বর পূজারার জায়গায় দেখা যেতে পারে।

ইংল্যান্ড সফরে প্রথম দুটো টেস্টের চার ইনিংসে মাত্র ৭০ রান করেছেন পূজারা। গড় ২৩.৩৩। অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে ধরলে তাঁর ব্যাটে বড় রান নেই। যা কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলছে টিমে। সূর্য আবার শ্রীলঙ্কা সফরে ভাল খেলেছেন। যে কারণে টেস্ট টিমে ডাকও পেয়েছেন।

ইঞ্জিনিয়ারের কথায়, 'আমি সূর্যের বিরাট ফ্যান। ও নিশ্চিত ভাবেই ক্লাস প্লেয়ার। পূজারা বা রাহানের বদলে ওকে টিমে সুযোগ দেওয়া উচিত। সূর্য শুধু ভালো প্লেয়ারই নয়, ম্যাচ উইনারও।' লর্ডসে জিতে ভারত সিরিজে ১-০ এগিয়ে গেলেও ব্যাটসম্যানদের ফর্ম নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠছে। বিরাট কোহলি নিজে রানের মধ্যে নেই। লোকেশ রাহুল লর্ডসের প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছিলেন। এ ছাড়া কেউই সেই অর্থে বড় রানের দিকে এগোতে পারেননি। ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু বলছেন, 'সূর্য আগ্রাসী ক্রিকেটার। ও দ্রুত সেঞ্চুরি করতে পারে। দ্রুত ৭০-৮০ রান করে দিতে পারে। সেই সঙ্গে দুরন্ত ফিল্ডার।'

ফারুখ ইঞ্জিনিয়ারের মতো পাকিস্তানের সলমন বাটও বলছেন, 'পূজারাকে যে ফর্মে নেই, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে, বিরাট আর কোচ কী ভাবছেন, তার উপর নির্ভর করছে। তবে, এখনই নতুন কাউকে পরীক্ষার মুখে ফেলে না দিয়ে বরং আর একটা টেস্টে দেখা উচিত।' হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

PNIT NO: ePT39/EE/RD/DIV/KCP/2021-22 Dt. 18.08.2021
The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 11.00 AM on 30.08.2021 for 03 (Three) No. projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2021-22. For details visit **https://tripuratenders.gov.in** or contact at Mobile No: 8731817713 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.
Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura
ICA-C-1860/2021-22

NO.F.12(8)-UDD/DUD/2014(P) *7958-60* Dated, 21st August, 2021
Notice Inviting online Expression of Interest (EoI)
Engagement of additional Agencies / Firms for Placement -linked Skill Development Trainings under Employment through Skill Training and Placement(EST&P) component of Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihood Mission (DAY-NULM), in 20 ULBs of Tripura under DAY-NULM Scheme.
For details please visit : https://tripuratenders.gov.in.
Sd/- Illegible
Director ,DUD
Government of Tripura
ICA-C-1854/2021-22

ত্রিপুরা বিজ্ঞান এবং গণিত মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা
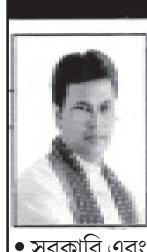

• নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য
• বিজ্ঞান মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার মাধ্যমে ২০০ জন এবং গণিত মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার মাধ্যমে ২০০ জন, মোট ৪০০ জন শিক্ষার্থীর প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে ১৫ মাসের বৃত্তি এবং মেধার শংসাপত্র প্রদান।
• সরকারি এবং সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পছন্দের শিক্ষক দ্বারা বিনামূল্যে কোচিং।
• যদি কোনো সরকারি বা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে ৫ জনের বেশি শিক্ষার্থী বৃত্তিলাভ করে, তবে উক্ত বিদ্যালয়কে ১ (এক) লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এই টাকা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা যাবে।
• বেসরকারি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরাও উক্ত পরীক্ষায় বসতে পারবে।
• রাজ্যের সকল সরকারি, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণিতে পাঠরত উপরোক্ত পরীক্ষায় বসতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার নিয়মাবলী বিশদে জানার জন্য এসসিইআরটির ওয়েবসাইট www.scerttripura.org অথবা www.tripuratalentsearch.com দেখার অনুরোধ করা যাচ্ছে।
শিক্ষার্থীরা আবেদনপত্র ১২-০৮-২০২১ইং তারিখ থেকে ৩১-০৮-২০২১ ইং তারিখের মধ্যে অনলাইনে জমা করতে পারবে।
(এন.সি. শর্মা)
অধিকর্তা
এস সি ই আর টি
ICA-D-708/2021-22

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

আগমনীর বার্তা দিল কাশফুল। তেলিয়ামুড়া থেকে গয়াচন্দ্র সূত্রধরের তোলা ছবি।

ব্যাংক ঋণের কিস্তি স্থগিত রাখার দাবিতে চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শিক্ষাভবনে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্থায়ী পদে নিয়োগ, যাদের মৃত্যু হয়েছে তাদের প্রত্যেকের পরিবারে সরকারি চাকরি প্রদান এবং ব্যাংক ঋণের কিস্তির টাকা স্থগিত রাখার দাবিতে চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা সোমবার শিক্ষাভবনে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছেন।

চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পুনরায় নিয়োগসহ অন্যান্য দাবিতে সোমবার আগরতলায় শিক্ষাভবনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রদান করা হয়। পশ্চিম জেলা ভিত্তিক এই ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত প্রতিবাদ-বিক্ষোভের বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের নেত্রী ডালিয়া দাস বলেন, চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের পরিবার খুবই দুর্বিষহ অবস্থায় দিন যাপন করছে। এখনো পর্যন্ত অবসাদগ্রস্ত হয়ে ,অসুস্থ হয়ে ১০০৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। আরো অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। চিকিৎসা করানোর মতো আর্থিক সংস্থান নেই। ছেলেমেয়েদের পঠন-পাঠন স্তব্ধ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। দুমুঠো অন্নের সংস্থান নেই। ব্যাংক থেকে যারা তাদের নিয়েছিলেন তাদের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। গ্যারান্টারদের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে। ঋণের দায়ে বাড়িঘর ক্রোক করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। রাতে আরও জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকারা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে চাকুরিচ্যুত শিক্ষকদের অবিলম্বে স্থায়ী পদে চাকুরীতে নয়োগ এবং চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত ব্যাংকের ঋণের কিস্তির টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি না করা এবং গ্যারান্টার দের কাছ থেকে টাকা কেটে না নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। এসব বিষয় নিয়ে তারা বহুবার রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য সময় চেয়ে ব্যর্থ হয়েছেন তারা। তাদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। সে কারণে বাধ্য হয়ে তারা প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন।

অবিলম্বে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের পুনরায় নিয়োগের ব্যবস্থা করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

কৃষকদের আর্থসামাজিক মানোন্নয়নে সরকার কাজ করছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। কেন্দ্র এবং রাজ্যের বর্তমান সরকার গ্রামীণ অংশের জনগণ এবং কৃষকদের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে কাজ করছে। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যার সুফল পাচ্ছেন রাজ্যের ক'ষকগণ। আজ মোহনপুর ব্লকের রাঙ্গাছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত মাঠে বৃষ্টি নির্ভর এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। উল্লেখ্য, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে বৃষ্টি নির্ভর এলাকা উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোহনপুর ব্লকের রাঙ্গাছড়া, মোহিনীপুর, কালাছড়া গ্রাম প'ায়েতের ৩১ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে শূকর ছানা ও ছাগল বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গঠনের স্লোগান দিয়েছে। এই স্লোগান কার্যকর করার অর্থ রাজ্যের প্রতিটি মানুষের জীবনমানের উন্নতি। তিনি বলেন, ২০১৮ সালের মার্চ মাসের পর থেকে রাজ্যের মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। বেড়েছে রাজ্যের সম্পদ। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনাথ বলেন, কৃষক সম্মান নিধি প্রকল্পে এই সময়ে রাজ্যে ২ লক্ষ ৩৩ হাজারের উপর কৃষক উপকৃত হয়েছেন। এই প্রকল্পে কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বছরে ৬ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মোহনপুর পুর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন মতিলাল দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহনপুর কৃষি মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক উত্তম সাহা। সভাপতিত্ব করেন মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রীণা দেববর্মা।

বিদ্যুৎ পরিষেবার মানোন্নয়নে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। বিদ্যুৎ পরিষেবার মানোন্নয়নে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করেছে। পরিষেবার মানোন্নয়নে অর্থের প্রয়োজন। তাই ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যাতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। আজ বিদ্যুৎ ভবনে সুসংহত রাজস্ব ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, বিদ্যুৎ বন্ধ মোবাইল অ্যাপ, টিএসইসিএল অফিসার্স মোবাইল অ্যাপ ও টিএসইসিএল-এর অত্যাধুনিক অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়ে একথা বলেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা।

উপমুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সরকার প্রথম থেকেই বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিষেবার আধুনিকীকরণের মাধ্যমে নাগরিকদের কাছে উন্নত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। এই লক্ষ্যেই টিএসইসিএল পরিষেবার মানোন্নয়নে কাজ করে চলছে। সময়োপযোগী নতুন পদ্ধতি চালু করার মাধ্যমে সময়ের সাশ্রয়ও সম্ভব হবে। বিদ্যুৎ বন্ধ মোবাইল অ্যাপ চালু হওয়ার ফলে এখন আর কাউকে বিভিন্ন পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে অফিসে আসতে হবে না। এই অ্যাপের মাধ্যমে বাড়িতে বসেই বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ জানানো, বিল দেওয়া, নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ, ট্যারিফ বদল, গ্রাহকের নাম পরিবর্তন প্রভ'তি পরিষেবা গ্রহণ করতে পারবেন। উপমুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, টিএসইসিএল গ্রাহকদের পরিষেবা প্রদান এবং পরিষেবা প্রদানকারী কর্মীদের উন্নয়নের লক্ষ্যেও কাজ করছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, টিএসইসিএল-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ড. এম এস কেলে।

বক্সনগর সীমান্ত গ্রামগুলিতে তিন মাসে ৩৫টি গবাদী পশু চুরির ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৩ আগস্ট।। গত তিন মাসে ৩৫ টি গরু চুরির ঘটনা কে ঘিরে ,গোটা বক্সনগর এলাকা জুড়ে জনমনে,আতঙক ও চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।বক্সনগর প্রতিনিধি :- সোনা মুড়া এবং কলম চৌড়া থানা মিলিয়ে বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের অবস্থান।এই বিধানসভ কেন্দ্রর অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবির উপর নির্ভরশীল।গ্রামে গঞ্জের সাধারণ মানুষ চাষাবাদ করে, নিজের ও বর্গা চাষ জমি এখনো হালের বলদ কিংবা মহিষের মাধ্যমে চাষাবাদ করে মাঠে সোনালী এবং রুপালি ফসল ফলাতে চেষ্টা করে।কৃষক পরিবারের একমাএ আয় ও উপার্জনে শেষ অবলম্বন টুকু হচ্ছে গরু লালন পালন করিয়া, পরিবার পরিজনদের নিয়ে সুখ শান্তিতে বসবাস করা।আর এই কৃষানদের গৃহের গবাদি পশু রোজ নিয়মিত বক্সনগর আর ডি ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম গুলোতে গরু চুরির হিড়িক পড়েছে। গত তিন মাসে পঁয়ত্রিশ টি গরু চুরি হয়েছে ,বলিয়া সংবাদ সংগ্রহের তথ্য ভিত্তিতে জানা যায়।গরু গুলি চুরি করে, বোলেরো গাড়ি দিয়ে বহন করিয়া,সীমান্তের তাঁরকাটা বেড়া কেটে অথবা কাঠের পাট্রা লাগিয়ে এপার থেকে ওপারে পাঁচার করছে বলে গোপন খবরে জানা গেছে।

এ হেন অবস্থায় গরিব চাষীদের মধ্যে ক্ষোভ বিক্ষোভ দিন দিন প্রশমিত হচ্ছে।কিন্তু প্রশাসনের ভূমিকা উদাসীন,নেই কনো হেলদৌল এবং গরু চুরির মত ঘটনা থেকে কোনো ভাবেই রেহাই পাচ্ছেন সাধারণ কৃষক পরিবার।বাধ্য হয়েই এক প্রকার আনন্দ পুর গ্রামবাসী চুরি যাওয়া গরু গুলি উদ্ধার করার জন্য,চুরের পিছু ধাওয়া করে।গত ১৮/৮/২১ইং তারিখ আনন্দ পুর তিন নং ওর্য়াডের বাসিন্দা সমীর রায় এবং রনজিত রায়ের পাঁচটি গরু চুরি করে ,নিয়ে যাওয়া র সময় বাড়ি গৃহকর্তী টের পেয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করিয়া বাড়ির লোকজন এবং পাড়া প্রতিবেশির সাহায্যে চুরের পিছু ধাওয়া করেন পুরো গ্রামবাসী।তখন রাত প্রায় সাড়ে বারটা ঘটনা র সঙ্গে সঙ্গে সোনামুড়া থানা কে জানিয়েছেন এলাকাবাসী।দৌড়ে গিয়ে দীলিপ সরকারের রাবার বাগানের রাস্থার শেষ মাতায় একটি বুলেরো গাড়ি তে তিন জন চুর একটি গরু টেনে হিছড়ে তুলছে।চোরা দের লাইন ম্যানের বাইক পড়ে রয়েছে গাড়ি র পাশে।উওেজিত জনতা তিন চোরা কে হাতে পায়ে বেধে বেধড়ক উওম মধ্যম দিয়ে সোনামুড়া থানার নিকট হস্তান্তর করা হয়।গ্রামবাসি চুরি হওয়া গরু পাচঁটি উদ্ধার করে।প্রায় এক ঘন্টা পর সোনামুড়া থানা এসে উপস্থিত উত্তজিত জনতার ভ য়ংকর রোপ দেখতে পায়। তার পর চুরি যাওয়া উদ্ধার গরু গুলো থানাবাবুরা তিন নং ওর্য়াডের মেম্বারের স্বামী তাপস রায়ের দায়িত্বে দিয়েছেন।

কিন্তু পুলিশ আসার পূর্বেই উত্তেজিত এলাকাবাসী গাড়ি ও বাইকে আগুন জালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। আগে ও অনেক বার গ্রামবাসির চেষ্টা য় নেপাল, নকুল,লিটন,মিটন রায়ের ৩টি চুরি যাওয়া উদ্ধার করা হয়েছে।বক্সনগর বিভিন্ন গ্রামগুলোতে কার,কয়টি গরু চুরি করে নিয়েছে ,সেই চুরি হওয়া মালিকের নামের তালিকা তুলে ধরছি পাঠকের বরাবরে।মতিনগর সংকর দের দুটি গরু,সংকর ভৌমিক একটা গরু, বাতাধলা রাজকুমার সরকারের দুটি গরু ,সমীর শীল একটা গরু , কেরো সরকারের দুটি ,কমলনগর সুভাষ পাল তিনটা গরু,বিকাশ দে দুটি গরু,সুনীল দাসের দুটি গরু,উত্তম দত্তের দুটি গরু।দক্ষিন কলমচৌড়া র মঙ্গল বিস্বাসের দুটি গরু,নিরাপদ সরকারের চারটি গরু ,উত্তর কলমচৌড়া কমল সরকারের একটি গরু,বাগবের সজল দাসের দুটো গরু,রহিমপুরের আবুল হোসেনের তিনটি গরু এই তিন মাসে কত গুলো গরু চুরির ঘটনা ঘটছে।তাহলে প্রশাসন কয়টি গরু চুর দের হাত থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। উক্ত গরু চুরি র ঘটনা কে ঘিরেই ক্ষোভ বাড়ছে।তবে গোটা বক্সনগর এলাকার মধ্যে যত গরু চুর হচ্ছে,সিংহ ভাগ গরুই হিন্দু দের বাড়িতে, এটারই কারন কি? বা কেন?

উদ্বোধনের আদেই সাব্রুমে ইন্ডোর স্টেডিয়াম বেহাল দশায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। একদিকে নেতা-মন্ত্রীদের উন্নয়নের ফিরিস্তি আর অন্যদিকে উদ্বোধনের আগেই ভগ্নদশায় পরিণত হচ্ছে ৪০ চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ইনডোর স্টেডিয়ামের হল ঘরটি। সাব্রুম মহকুমার সাতচাঁদ আর.ডি ব্লকের অর্নগত দৌলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিনা টিলা এলাকায় ছেলে মেয়েদের খেলাধূলার প্রতি আগ্রহী করে তোলার উদ্দেশ্যে একটি ইনডোর হল নির্মাণ করা হয় সরকারের বিএডিপি প্রজেক্টের মাধ্যমে।

নির্মাণ কাজ চার পাঁচ মাস আগে শেষ হলেও এখনো উদ্বোধন হয়নি। উদ্বোধনের আগেই ইন্দোর হলঘরের চারপাশের বারান্দা মাটিতে ধসে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে।এছাড়াও জল নিকাশি ড্রেইন সেটাও ভেঙে পড়েছে। হলঘরটি খুলে ভিতরে ঢুকলে সেখানেও হয়তোবা দেখা যাবে মেঝেটি বাইরের বারান্দার মতই নিচে নেমে গেছে। নির্মাণকার্য চলাকালীন সময়ে এলাকাবাসী বারবার কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ করেছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সহ শাসকদলের নেতৃত্বদের কাছে। কিন্তু তাতে কোন কাজই হয়নি। যার ফলে উদ্বোধনের আগেই এক প্রকার ভগ্নদশাতে পরিণত হচ্ছে ইনডোর হল ঘরটি। এলাকাবাসী অতিসত্বর এই হলঘরটি মেরামত করে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া আবেদন রেখছেন সরকারের কাছে।

বামপন্থী যুব সংগঠনের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৩ আগস্ট।। বড়দোয়াল ডিওয়াইএফআই কমিটির পক্ষ থেকে ৮ দফা দাবীতে সোনামুড়া মহকুমা শাসক এবং পঞ্চায়েত তে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। দাবী সমূহ হলো , বড়দোয়াল ত্রিপরীমুড়া ৫ নং ওয়ার্ড এবং মল্লোপাড়া ৩ নং ওয়ার্ডের বিদ্যুৎ সমস্যা অতি দ্রুত সমাধান করতে হবে, বড়দোয়াল উপ - স্বাস্থ্য কেন্দ্র অতি দ্রুত চালু করতে হবে, বড়দোয়াল বাজার হইতে কবরস্থানের রাস্তা দ্রুত সংস্কার করতে হবে, বড়দোয়াল গৃহ নির্মানে ২০১১ সালের সার্ভে অনুযায়ী সুষ্ঠ বন্টন করতে হবে , যে সমস্ত পরিবারের লোকে সংখ্যা ৭ জনের বেশী নতুন পঞ্চায়েত রেজিস্ট্রাশনের জন্য আবেদন করেছেন , তা অতি দ্রুত ব্যবস্তা গ্রহন করতে হবে, ত্রিপরামুড়া ৫ নং ওয়ার্ডের জল প্রকল্পের পাইপ লাইনের কাজ শেষ করে তারাতারি জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে , এলাকার কৃষি কাজের জন্য এলাই মিশিন গুলি দ্রুত সংস্কার করতে হবে , সমস্ত সামাজিক ভাতা ২০০০ টাকা করতে হবে, কোন অজুহাতে সামাজিক ভাতা বাতিল করা যাবে না,বন্ধ ভাতা গুলি পুরায় চালু করতে হবে।

কম ব্যবহৃত সরকারি পরিকাঠামোয় বেসরকারি বিনিয়োগে সায় দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৩ আগস্ট (হি. স.): কম ব্যবহৃত সরকারি পরিকাঠামোয় বেসরকারি বিনিয়োগে সায় কেন্দ্রের। সোমবার ন্যাশনাল মানিটাইজেশন পাইপলাইনের সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। সেখানে তিনি জানান এই প্রকল্পের আওতায় আগামী চার - পাঁচ বছর ধরে খেলার স্টেডিয়াম, রাস্তা, রেল, ফোনের টাওয়ার, বিদ্যুতের মত সম্পত্তির ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগের দরজা খুলে দেওয়া হবে। সীতারামন জানিয়েছেন, শুধুমাত্র কম ব্যবহৃত সম্পদের ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগ করা যাবে। মালিকানা সরকারের কাছে থাকবে।

এমনিতে মূলত দু''ভাবে তহবিল সংগ্রহ করত কেন্দ্র। করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে রাজকোষে অর্থের জোগান বাড়াতে চলতি বছরের বাজেটে ন্যাশনাল মানিটাইজেশন পাইপলাইন চালুর ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। যে কর্মসূচির আওতায় আগামী চার বছর ধরে রেল, রাস্তা, বিমানবন্দর, খেলার স্টেডিয়াম, বিদ্যুৎ বণ্টন, ফোনের টাওয়ার, গ্যাসের সংযোগ মত সম্পত্তির ক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগের দরজা খুলে দেওয়া হচ্ছে। যা ২০২১-২২ অর্থবর্ষ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ পর্যন্ত চালু থাকবে।

সোমবার সীতারামন আশ্বস্ত করেন, বেসরকারি বিনিয়োগ টেনে সেই প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারের হাতে সম্পত্তি আরও ভালোভাবে ব্যবহৃত হবে। যা অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর বেসরকারি সংস্থাগুলিকে কেন্দ্রের হাতে সেই সম্পত্তি তুলে দিতে হবে। সেই কর্মসূচির মাধ্যমে কেন্দ্রের হাতে যে টাকা আসবে, তা পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং নয়া পরিকাঠামো তৈরির কাজে ব্যবহার করবে সরকার।

সীতারামন বলেন, ''নয়া পরিকাঠামো তৈরির জন্য বেসরকারি ক্ষেত্রকে ব্যবহার করার চিন্তাভাবনা থেকে এই কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। যা কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির জন্য আবশ্যিক। তার ফলে আর্থিক বৃদ্ধি হবে, জনকল্যাণের স্বার্থের বাধাহীনভানে গ্রামীণ এবং আধা-গ্রাম্য এলাকার মধ্যে যোগসূত্র তৈরি হবে।"

চলতি সপ্তাহেই রাজ্যে আসতে পারেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। ত্রিপুরা জয়ে এবার তৃণমূলের সেনাপতি দেব। চলতি সপ্তাহেই ত্রিপুরায় আসতে পারেন তারকা সাংসদ। যদিও সফরের দিনক্ষণ এখনও ধার্য হয়নি। একুশের বঙ্গভোটে বিপুল জয়ের পরই জাতীয় রাজনীতিতে দলের গুরুত্ব বাড়াতে ঝাঁপিয়েছে তৃণমূল। এখন তাঁদের দেবের ত্রিপুরা। পড়শি রাজ্য দখলে মরিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল। ইতিমধ্যেই একাধিক কর্মসূচিতে দলের নেতারা গিয়েছেন ওই রাজ্যে। আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। তা সত্ত্বেও পিছিয়ে আসতে রাজি নন তাঁরা। সকলের লক্ষ্য একটা, ত্রিপুরায় তৃণমূল সরকার গঠন। সেই লক্ষ্যেই এবার অভিনেতা-সাংসদ দেবের উপর ভরসা করছে দল। জানা গিয়েছে, অতি শীঘ্রই ত্রিপুরায় আসবেন তিনি। ত্রিপুরায় ঠাসা কর্মসূচি তাঁর। সাংসদ দেব বরাবরই আর পাঁচজনের থেকে আলাদা। হিংসা নয়, বরাবরই সকলকে পাশে নিয়ে, সকলের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে চলার কথা বলেন তিনি। তাঁর এই ত্রিপুরা সফর যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

চলতি মাসের শুরুতে ত্রিপুরায় আক্রান্ত হয়েছেন তৃণমূল নেতারা।

কর্মসূচিতে যোগ দিতে ত্রিপুরায় এসে আক্রান্ত হয়েছিলেন যুব তৃণমূল নেতা জয়া দত্ত, সুদীপ রাহা-সহ অন্যান্যরা। তা নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল দেবাংশু - জয়া - সুদীপ - সহ একাধিক নেতাকে। তাঁদের উদ্ধারে ত্রিপুরায় এসেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীতে দোলা সেন, অপরূপা পোদ্দাররাও আক্রান্ত হন ত্রিপুরায়। যার ফলে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। ঘটনার জন্য খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আক্রমণ করেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তবে পিছু হটতে রাজি নন তাঁরা। সেই কারণেই এবার বিপ্লব দেবের রাজ্যে তৃণমূলকে প্রতিষ্ঠা করতে 'অস্ত্র' দেব।

বিভিন্ন দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগাদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ আগস্ট।। বিজেপি শিবিরে ভাঙ্গন অব্যাহত রয়েছে। বিজেপি সিপিএম এবং কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান অব্যাহত রয়েছে। ১৮ পরিবারের আরও ৭১জন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন।

রাজধানী আগরতলা শহরে লালবাহাদুর ক্লাব সংলগ্ন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক এর বাড়িতে এক যোগদান সভায় ১৮ পরিবারের আরও ৭১জন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। যোগদান সভায় সুবল ভৌমিক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের আইন মন্ত্রী মলয় ঘটক এবং সাংসদ ডঃ শান্তনু সেন। যোগদান সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের আইন মন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন ত্রিপুরায় রাজত্ব কায়েম হয়েছে। গণতন্ত্র নেই। রাজনৈতিক ও বাকস্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসকে প্রতিহত করার জন্য শাসক দল এবং পুলিশ যৌথভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

পুলিশের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করে পশ্চিমবঙ্গের আইন মন্ত্রি মলয় ঘটক বলেন, পুলিশকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করা উচিত। এই রাজ্যে বিজেপি শাসন আর বেশিদিন নেই বলেও তিনি উল্লেখ করেন। পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়ী হবে বলেও তিনি আশা ব্যক্ত করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে যেসব নেতা সাংসদ রাজ্যে এসেছেন তাদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছে। রেহাই পাননি তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এইসব অগণতান্ত্রিক কাজকর্মের যোগ্য জবাব দিতে রাজ্যের জনগণ প্রস্তুত করছেন বলেও তিনি উল্লেখ করেন। রাজ্যের জনগণ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি কে বিসর্জন দিয়ে তৃণমূল ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনবেন বলে তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

পুলিশ হেপাজত থেকে পলাতক আসামী গ্রেপ্তার বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৩ আগস্ট।। বিলোনিয়া হাসপাতালের শৌচালয়ের জানালার ভেন্টিলেটর ভেঙে পলাতক চোর নয়ন বোসকে পুনরায় পাকড়াও করে বিলোনিয়া থানার পুলিশ। জানা যায়, রবিবার রাতে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে সাবরুম মহকুমার মনু থানার অধীনে মনু বাজার এলাকার মন্টু মালাকারের বাড়ি থেকে পলাতক আসামী নয়ন বোসকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

অভিযুক্ত চোর- পুলিশের গন্ধ পেয়ে শশুর মন্টু মালাকারের বাড়ি থেকে রাতের বেলা পালাবার চেষ্টা করলেও পুলিশের জালে আটকে যায় চোর নয়ন। অভিযুক্ত নয়ন বোসকে পাকড়াও করে রবিবার রাতেই নিয়ে আসা হয় বিলোনিয়া থানায় এবং সোমবার আদালতে প্রেরন করা হয়।

রাজধানী আগরতলায় বিভিন্ন ধরনের খেলার সামগ্রী নিয়ে ক্রেতার অপেক্ষায় ফুটপাতের বিক্রেতা। সোমবার তোলা নিজস্ব ছবি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।